বিনয় বাদল দীনেশ

[অগ্নিযুগের বিপ্লবধর্মী যাত্রা নাটক]

নাট্যভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টিতে
অভিনীত।

অধ্যাপক নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রীশম্ভু বাগ রচিত

[সুপ্রসিদ্ধ তরুণ অপেরায় অভিনীত]

জনদরদী কমরেড লেনিনের জীবন-
চরিত নিয়ে এই নাটক রচিত।

অত্যাচারিত রাশিয়ার স্বাধীনতা
সংগ্রামের বীর মহান নেতা
লেনিনের জীবন নাট্য।

আনন্দবাজার পত্রিকা, বলেন : গ্রামে, গঞ্জে সংবর্ধিত "লেনিন"-কে নিঃসন্দেহে এ মরশুমের সেরা পালা বলা যেতে পারে। ……

আবীর পত্রিকা, বলেন : অভিভূত করেছে 'লেনিন'। বর্তমান বছরে যাত্রা জগতে তথা সমস্ত নাট্য জগতে 'লেনিন' আলোড়ন তুলেছে।…

শ্রীমন্মথ রায় বলেন : লেনিনের জীবনীমূলক নাটকটি দেখে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি।….

প্রকাশক :
শ্রীসুধীরকুমার মণ্ডল
মণ্ডল এণ্ড সন্স
১৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম মুদ্রণ :
১৩৬৭ সাল

মুদ্রক :
শ্রীঅনিলকুমার চন্দ্র
জগদ্ধাত্রী প্রেস
৮।১, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন
কলিকাতা-৭

—উৎসর্গ—

যাত্রাজগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা

অভিনয়-যাদুকর

বন্ধুবর **পঞ্চু সেন** মহাশয়ের করকমলে অর্পণ করিলাম

আমার প্রথম যাত্রা-নাটক

"বিনয়-বাদল-দীনেশ"

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

"প্রথম অভিনয় রজনী"

প্রযোজনা—শ্রীকিষাণ দাসগুপ্ত (নাট্য-ভারতী)

পরিচালনা—পঙ্কু সেন

সঙ্গীত পরিচালনা—অমিয় ভট্টাচার্য

অভিনয়ে—

বিনয়	—	মনোজকুমার
বাদল	—	সর্বোত্তম চ্যাটার্জী
দীনেশ	—	অজিত সাহা
হরিদাস	—	পঙ্কু সেন
সুপতি	—	দিলীপ দাস
কামদেব দারোগা	—	অনিল ভট্টাচার্য
টেগার্ট	—	অভিজিৎ ভট্টাচার্য
হডসন	—	নারাণ রায়
চাঁদবিবি	—	জ্যোৎস্না দত্ত
বৌদি	—	রিক্তা সরকার
রায়বাহাদুর	—	কালী পাঠক
রাজেন	—	যুগল সরকার

অন্যান্য ভূমিকায়—

প্রবীরকুমার, বেণু সিংহ, স্বপন ব্যানার্জী, রমেন ঠাকুর আশুতোষ দে,

ক্ষমা ভট্টাচার্য, সুজাতা দাস, মীনা ব্যানার্জী, গীতশ্রী মুখার্জী।

নৃত্যে—আরতি বসু ও অমলশঙ্কর।

সঙ্গীত—কানাই জানা।

যন্ত্রীসঙ্ঘ —খোকা মল্লিক, হরিদাস মুখার্জী, প্রভাত দাস, সলিল দে,

মদনকুমার, প্রফুল্ল মিদ্দা, দুলাল দেবনাথ, বিনয় নন্দী।

চরিত্র লিপি

পুরুষ

হরিদাস দত্ত ভূপতি রায় নিকুঞ্জন সেন রসময় শূর রাজেন গুহ বিনয় বাদল দীনেশ	...	বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের সভ্যগণ
চার্লস টেগার্ট	...	গোয়েন্দা বিভাগের পুলিস অফিসার
মিঃ লোম্যান	...	পুলিশ আই. জি.
মিঃ হডসন	...	ঢাকার পুলিশ সুপার
মিঃ সিম্পসন	...	কারা-বিভাগের আই. জি.
দোস্ত মহম্মদ আলি	...	রিক্সাওয়ালাদের সর্দার
কামদেব দারোগা		
রায়বাহাদুর বসাক		

চাঁদু গুণ্ডা, রাজু গুণ্ডা, সাধু ময়রা, নগেন, ডাক্তার, সূত্রধার ইত্যাদি।

স্ত্রী

নিগৃহীতা বঙ্গনারী	....	বঙ্গজননীর প্রতীক
চাঁদবিবি	...	চাঁদী বাঈজী
সরযূ দেবী	...	রাজেনবাবুর স্ত্রী

নার্স, জনৈকা অত্যাচারিতা নারী।

বিনয় বাদল দীনেশ

সূচনা

গীতকণ্ঠে সূত্রধর প্রবেশ করে।

সূত্রধর।—

গান

ভয় কি মরণে, রাখিতে সন্তানে,
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে।
তাথৈ তা থৈ থৈ, দ্রিম, দ্রিম, দ্রিম, দ্রিম,
ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে॥
দানব দলনী হ'লো উন্মাদিনী,
আর কি দানব থাকিবে বঙ্গে॥
সাজরে সন্তান, হিন্দু মুসলমান,
থাকে থাকিবে প্রাণ না হয় যাইবে প্রাণ,
ধরিয়া কৃপাণ, হওরে আগুয়ান,
না হয় মুকুন্দেরে নাওরে সঙ্গে॥

সূত্রধর। ফিরে যাই আমরা ১৯৩০ সালে। জালিয়ানওয়ালা-বাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পর স্বৈরাচারী ইংরেজ সরকার আবার উঠেছে মরিয়া হ'য়ে। জাতির স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামকে তারা টুঁটি চেপে মারবে। স্বাধীন চট্টগ্রাম সংগ্রামের বিপ্লবী বীরগণ—শোনা

গেছে তাদের কেউ কেউ এসেছে ঢাকায়, বিক্রমপুরে। তাই পূর্ববঙ্গের প্রাণকেন্দ্র ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছে সাম্রাজ্য-লোভী ইংরাজ। অত্যাচারের অমানুষিকতায় দমন নীতির বীভৎস নির্মমতায়, রক্তাক্ত বঙ্গ-জননীর শ্যাম অঙ্গ...

বঙ্গজননীর প্রতীক এক নারীকে চাবুক দিয়ে
মারতে মারতে নিয়ে আসে তিনজন
ইংরাজ পুলিশ অফিসার।

হডসন। বলো বলো, তোমার বাড়ীতে সূর্য সেন লুকিয়ে আছে কি না?

নারী। না—না—না—নেই।

টেগার্ট। আমরা সংবাদ পেয়েছি, তোমার বাড়ীতে সে আশ্রয় নিয়েছে।

লোম্যান। সত্যকথা বলো, না হ'লে লাথি মেরে, মুখ ভেঙে দেবো। বলো সত্য কথা বলো।

নারী। আমি মিথ্যা কথা বলি না সাহেব।

টেগার্ট। শয়তানী—বলো বলো, সত্য কথা বলো। তোমার গায়ে এবার [illegible] দিয়ে দেবো।

[illegible] [illegible]ধ্যে লঙ্কাবাটা ভরে দেওয়াবো।

[illegible]াবাটা নয়—গরম গরম ডিম! কেমন হবে তখন—

[illegible] ও টেগার্ট রসিকতা করে হাসে]

নারী। [illegible]াঁচের মত হাসছিস্, লজ্জা করল না? তোদের ঘরে বোন নেই? তোরাও ত মায়ের পেটেই জন্মেছিস। তবু

সরবু

তোরা এমন কথা বলতে পারলি? তোরা না শিক্ষিত সভ্য ইংরাজ?

টেগার্ট। সাট্ আপ্ ইউ ড্যাসনড্ উয়োম্যান—সাট্ আপ্।

[বুটের লাথি মারে—হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় নারী]

নারী। আঃ—আঃ—আঃ—

হডসন। [বুকের উপরে পা উঠিয়ে] বল্ বলছি এখনও বল্? বল্ শয়তানী।

নারী। না না, বলবো না—বলবো না—বলবো না।

লোম্যান। বলবি না শয়তানী—তবে মর—

[আবার চাবুক মারে এক একজন করে]

টেগার্ট। চল্, তোকে ডিগ্রিবন্দ করে রাখবো চল—

[চুলের মুঠি ধরে ওঠায়]

লোম্যান। আর লম্বাবাটা কোথায় দেওয়া হবে—তাও দেখিয়ে দেবো।

হডসন। চল শয়তানী—চল চল—

[ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যায়। নারীটি ওঠে আবার পড়ে—
আবার ওঠায়। উল্লাসে—উচ্চহাসিতে—বিজয়ীর তাচ্ছিল্য
ভরা। সকলে বেরিয়ে যায়।]

সূত্রধর। বাংলার ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে নির্য্যাতিতা বঙ্গজননী দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন সেদিন, ওরে তোরা কি কেউ নেই! এই ঘৃণ্য পশু, ইংরেজ শাসকদের শুনিয়ে দিতে পারিস, অত বাড়াবাড়ি করো না সাহেব, তোমাদের আর এদেশে রাজত্ব করতে দেবো না। মায়ের গায়ে রক্তের বন্যা বইয়েছ তোমরা। তাই তোমাদের রক্ত আমরা চাই, তোমাদের রক্ত আমরা চাই।

রক্তাক্ত কলেবর, ছিন্ন বসনা, নির্যাতিতা সেই
বঙ্গনারী পুনঃ প্রবেশ করে, তাঁর হাতে
তিনটি রিভলবার।

নারী। কে পারে,—কে পারে এই কথা বলতে? কে পারে?

বিনয় প্রবেশ করে। কাপড় পরা, হাফ সার্ট গায়ে।

বিনয়। আমি—আমি পারি।
নারী। তুমি। তুমি কে?
বিনয়। আমি বিনয়, আমি ঢাকার ছেলে, আমি তোমার ছেলে।
নারী। তুমি আমার ছেলে?

বাদলের প্রবেশ।

বাদল। আমিও তোমার ছেলে মা—আমি বাদল।

দীনেশের প্রবেশ।

দীনেশ। আমি দীনেশ, তোমার আর এক ছেলে মা।
নারী। বিনয়—বাদল—দীনেশ? ওরে, আমি যে তোদের নির্যাতিতা মা। তবু—তবু বলি, ওরে আমার সোনারচাঁদ দুলালরা, তোরা এখানে কেন, কেন এগিয়ে এলি?
বিনয়। স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় মা—কে বাঁচিতে চায়?
বাদল। দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় মা—কে পরিবে পায়?
দীনেশ। দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় মা—স্বর্গ-সুখ তায়।
নারী। তাইত সূর্যসেন, অম্বিকা, নির্মল, অনন্ত, গণেশ, প্রীতিলতা আমার আরও দামাল ছেলে-মেয়েরা, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করে,

ইংরেজদের হাত থেকে চট্টগ্রাম কেড়ে নিয়ে, স্থাপিত করেছিল স্বাধীন চট্টগ্রাম।

বিনয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করে সেই স্বাধীনতা আমরাও অর্জন করবো। প্রতিশোধ নেবো এই নির্মম নির্যাতনের। তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর জননী।

দীনেশ। পলাশীর প্রান্তরে ক্লাইভের চক্রান্তে যে স্বাধীনতা আমরা হারিয়েছি, সে স্বাধীনতা আমরা মৃত্যু দিয়ে ফিরিয়ে আনবো মা! তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর জননী।

বাদল। সিপাহী বিদ্রোহের শুভলগ্নে, যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছে—রক্ত দিয়ে সে সংগ্রাম আমরা চালিয়ে যাব মা। স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। সে স্বাধীনতা আমরা চাই। তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর জননী।

[হাঁটু মুড়ে নারীমূর্তির পাদপ্রান্তে বসে, নারীমূর্তি
উপবিষ্ট তিনজনকেই তিনটি রিভলবার দেয়।
ওরা দুই হাত পেতে গ্রহণ করে।]

সূত্রধর। ওরা তিনজনই বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স-এর সদস্য। ওদের রক্ত দিয়ে ওদের প্রতিজ্ঞাপত্র ওরা স্বাক্ষর করেছে। ১৯২৮ সালে কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দানে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স-এর আত্ম-প্রকাশ। জি ও সি সুভাষচন্দ্র।

বিনয়। }
বাদল। } জয় বাংলার জয়—ভারতের জয়।
দীনেশ। }

সূত্রধর। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হলো....কিন্তু বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স হারালো না তার অস্তিত্ব। এই বাহিনী বাংলার বিপ্লবীদের মনে

এক দুর্জয় কর্মপথের সন্ধান দিল। ১৯০৫ সালে, দলের সর্বাধিনায়ক শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বিপ্লবীসংস্থা…মুক্তিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ ২৩ বছর গোপন বিপ্লবকর্মে ব্রতী, এই মুক্তিসঙ্ঘ সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স আন্দোলন সংস্থার সঙ্গে ভিতরে বাইরে এক হ'য়ে মিশে যায়। পুলিশ এই সূত্রে হেমবাবুর বিপ্লবী সংস্থার নাম দেয়—বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স—সংক্ষেপে বি, ভি,।

বিনয়।
বাদল।
দীনেশ। } বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স-এর জয়—ভারতের জয়।

সূত্রধর। দলের সদস্যরা এই বি, ভি, নাম মেনে নিয়েছিল। তখনও বি, ভি,-র সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ। মেজর সত্য গুপ্ত নিলেন এর সামরিক শিক্ষার ভার। এগিয়ে এলেন অ্যাকশন স্কোয়াডের সভ্যগণ, বিপ্লবী বীর হরিদাস দত্ত, সুপতি রায়, রসময় শূর, নিকুঞ্জ সেন। মুখে তাদের মাতৃমন্ত্র—বন্দেমাতরম্ ধ্বনি।

প্রবেশ করেন হরিদাস দত্ত, সুপতি রায়,
রসময় শূর, নিকুঞ্জ সেন।

হরিদাস, সুপতি।
রসময়, নিকুঞ্জ। } বন্দেমাতরম—বন্দেমাতরম—বন্দেমাতরম।

হরিদাস। সারা বাংলা দেশে গড়ে উঠল, আমাদের গুপ্ত শিবির।

সুপতি। শিবিরে শিবিরে চলতে থাকে মেজর সত্যগুপ্তের নির্দেশনায় মিলিটারী কুচকাওয়াজ, চলে রুট মার্চ।

রসময়। চলে রাইফেল শিক্ষা, বোমা চার্জ, পিস্তল রিভলবার শিক্ষা

নিকুঞ্জ। চলে মন্ত্রগুপ্তি, চলে শরীরচর্চা, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, চলে সর্বোপরি সর্বাধিনায়কের পরিচালনায় সমবেত নেতৃত্ব।

সকলে। বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্।

হরিদাস। এই মায়ের অঙ্গে আজ রক্তস্রোত। রক্তের বদলে রক্ত—"রক্তে মোদের লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা।"

বিনয়। সেই সর্বনাশকে দলিত মথিত করে আমরা এগিয়ে যাব বিপ্লবের পথে :

হরিদাস। বিপ্লবের জন্ম বিদ্রোহের গর্ভে। বিপ্লব সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবে। সেই সত্যের প্রতিষ্ঠায় চাই আত্ম-উৎসর্গ।

বাদল। "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।" কবি কণ্ঠের এই উদাত্ত বাণী আমাদের মন্ত্র। এই মন্ত্রেই ধ্বংস করবো আমরা ইংরেজের অনাচার।

সুপতি। অনাচারী ইংরেজ শাসকের হাত থেকে স্বাধীনতা আমাদের ছিনিয়ে নিতে হবে। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাইলালের মত জীবন-পণ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

দীনেশ। ক্ষুদিরাম কানাইলালের ফাঁসির দাগ রয়েছে আমাদের গলায়। তাঁদের আত্মার ক্ষুধিত তৃষ্ণা নিয়ে জন্মেছি আমরা। ওই সাদা চামড়ার শাসন আমরা মানবো না।

হরিদাস। ওদের মৃত্যু আমরা চাই,—"ক্রেগুস—অ্যাকসান" [এক-সঙ্গে সাতটি পিস্তল উঁচু করে ধরে ওরা সকলে। ওদের সাতটি পিস্তলে একটি মাত্র শব্দ হয় "ড্রাম"।] বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্।

[ধ্বনি দিতে দিতে ওরা বেরিয়ে যান। অপলক নেত্রে ওদের যাওয়ার পথে তাকিয়ে থাকেন নির্যাতীতা বঙ্গনারী। আশ্বাসে উদ্ভাসিত তাঁর বদন মণ্ডল।]

নারী। [একটু পরে] "রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের

নেশা।" হ্যাঁ হ্যাঁ, "রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা।" সাবধান—সাবধান ইংরেজ! সাবধান—সাবধান।

[দ্রুত প্রস্থান।

সূত্রধর।—

গান

সাবধান···সাবধান সাবধান ইংরাজ।
রক্তে মোদের সর্বনাশের নেশা যে লেগেছে আজ॥
ভুলি নাই মোরা ফাঁসির মঞ্চে
গাহি জীবনের গান।
ভুলি নাই মোরা জননী মোদের,
(দিয়েছে) পুত্রেরে বলিদান,
তাই মাতা আজ পরিয়াছে দেখ,
রণ-রঙ্গিনী সাজ।
সাবধান—সাবধান—ইংরাজ॥

[গীতান্তে প্রস্থান॥

প্রবাহ

—এক—

হোটেল।

টেগার্ট সাহেব ও হডসন সাহেব কথা
বলতে বলতে প্রবেশ করে।

টেগার্ট। ইংরাজ রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না এ কথাটা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে মিঃ হডসন। চট্টগ্রামে যে এমন একটা অবস্থা হ'তে পারে, আগে থাকতেই কেন আমাদের তা জানা ছিল না। তার জন্যে আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে বৈকি। কয়েকটা বাঙালী ছেলে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে নিল? সেম···সেম।

হডসন। এই বাঙালী জাতটাকে ঠিক বোঝা যায় না মিঃ টেগার্ট।

টেগার্ট। যাঁরা ভেতো বাঙালী বলে···নিশ্চিন্ত থাকেন, আমি তাদের দলে নেই। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের নাম শুনেছেন ত? রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশেই থাকে। আপনি যদি খুব শক্ত হাতে এদের দমন না করতে পারেন, তাহ'লে এরাই একদিন আমাদের ভারত থেকে তাড়াবে।

হডসন। শুনেছি, চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে কিছু সংখ্যক বিপ্লবী, ঢাকা-বিক্রমপুরে গিয়ে লুকিয়েছে। ঢাকায় সমস্ত পুলিশ ফোর্সকে আমি মোবিলাইজ করেছি। মিঃ লোম্যান ও আপনার সঙ্গে আলোচনা করে আমি আগামী কালই ঢাকায় ফিরে যাবো।

টেগার্ট। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার নির্দেশ পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই, মিঃ লোম্যানের কাছ থেকে?

হডসন। সে সব নির্দেশ অফিসারদের উপরে যথাযথ দেওয়া আছে। দাঙ্গা ঠিক সময়েই আরম্ভ হ'য়ে গেছে।

টেগার্ট। মুসলমানদের বাদশাহী আমরা কেড়ে নিয়েছিলাম, ওদের রাগ আছে আমাদের উপরে। আবার বাদশাহীর লোভ দেখাতে হবে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এই রাজত্ব শাসন করতে হবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাংলাদেশের সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলন বানচাল করে দিতে সাহায্য করবে।

রায়বাহাদুর বসাকের প্রবেশ।

রায়বাহাদুর। গুড ইভিনিং স্যারস্।

হডসন। আসুন—আসুন রায়বাহাদুর! গভর্ণরের সঙ্গে আপনার কথা হ'য়েছে?

রায়বাহাদুর। হ্যাঁ, কথা হ'য়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসবে গভর্ণর ঢাকায় যাচ্ছেন, সঙ্গে যাবেন পুলিশ আই, জি লোম্যান। ওই সময়ে আমার গরীবখানায় উনি পদার্পণ করবেন।

টেগার্ট। গরীবখানা? আপনার গরীবখানা?

[টেগার্ট ও হডসন উভয়েই হাসিয়া উঠিল]

রায়বাহাদুর। মিঃ টেগার্ট আপনার কীড স্ট্রীটের বাড়ীতে আমি ফোন করেছিলাম। বাসা থেকে আপনি হোটেলে এসেছেন বললে। অবশ্য মিঃ হডসনও বলেছিলেন হোটেলে আসতে। তা এবার আপনিও চলুন না ঢাকায়!

টেগার্ট। আপনি আমাদের বন্ধুলোক, আপনার নিমন্ত্রণ অবশ্যই রক্ষা করা উচিত। গেলে আনন্দও ত কম হবে না। যাব একবার নিশ্চয়ই। তবে এবারে যেতে পারা যাবে না। আপনারাও সারা

দেশটাকে একটা বারুদের কারখানা করে ফেলেছেন, চট্টগ্রামের ধোঁয়া যে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

রায়বাহাদুর। সে কথা ঠিক। দিন ত এইসব সন্ত্রাসবাদীদের মজাটা দেখিয়ে। আরে মশাই....নিশ্চিন্তে পথে-ঘাটে চলাফেরা করা যাবে না। বলে স্বদেশী ডাকাত, কম টাকা ওরা ডাকাতি করে লুট করেছে! আর স্কুল কলেজের ব্রিলিয়েণ্ট ছেলেগুলোকে ধরে ধরে দলে ভেড়াচ্ছে, কি অন্যায় বলুন তো? দিন ত' ওই সূর্যসেন ব্যাটাকে ধরে একটা ক্যাপিটাল পানিশমেণ্ট। ছেলেগুলোর মাথা খেল ওই মাষ্টারটা, তারপর ছেলেরা সব পিস্তল ধরে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করল...আর মরল।

টেগার্ট। ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তিকে ওরা নাড়া দিয়েছে। রডার অস্ত্র লুণ্ঠন করে না জানি ওরা কত অস্ত্র চারিদিকে ছড়িয়েছে! ঢাকার অবস্থা কি?

হডসন। আপনি কবে এসেছেন ঢাকা থেকে? ঢাকার দাঙ্গার অবস্থা কি?

রায়বাহাদুর। ঢাকায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বেধেছে খুব। আপনার চাঁদু আর রাজু গুণ্ডা একেবারে মরিয়া হ'য়ে লেগেছে। লুঠতরাজ, রাহাজানি, আগুন দিয়ে পোড়ান, কোন কিছু বাদ নেই। তার উপর পুলিশী নির্যাতনও চলছে—শোনা গেছে সূর্য সেন নাকি পালিয়ে ঢাকায় এসেছে - তাইত পুলিশ এত তৎপর।

টেগার্ট। সূর্য সেনকে ধরিয়ে দিতে পারেন যদি রায় বাহাদুর, এক হাজার টাকা ইনাম পাবেন।

হডসন। আজ সবার মুখে ওই একটি নাম, সূর্য সেন—সূর্য সেন! সারা বাংলাদেশ কাঁপিয়ে তুলেছে যেন সূর্য সেন।

টেগার্ট। অবশ্য আমার এঁদের উপরে কোন দুর্বলতা নেই। আমি সূর্য সেনকে দেখিনি। তবে দেখেছিলাম আজ থেকে প্রায় পনের বছর আগে বুড়ীবালামের তীরে আপনাদের বাঘা যতীনকে। যুদ্ধ করেছিল আমার সঙ্গে। আমি শত্রুপক্ষের লোক, তবু তাঁর বীরত্ব দেখে আমি তাঁকে স্যালুট করেছিলাম। আপনারাও আছেন রায়বাহাদুর সাহেব মীরজাফরের বংশধর, আবার ওঁরাও আছেন এক একজন সিরাজউদ্দৌলা।

রায়বাহাদুর। মীরজাফর নবাবী করেছিলেন, আর সিরাজউদ্দৌলা বেঘোরে মারা গিয়েছিলেন, তফাৎ এই।

টেগার্ট। হ্যাঁ, ওরা তো মরবেই আমরা ওদের বাঁচতে দিই নাকি? তা না হ'লে যে আমরা মরব।

রায়বাহাদুর। সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন মিঃ টেগার্ট। আমরা যারা রায়বাহাদুর খানবাহাদুর আছি, আমরা আপনাদের মরতে দেবো না।

টেগার্ট। মিঃ হুডসন, এর পরে রায়বাহাদুরকে একটু আনন্দ নিশ্চয়ই দিতে হয়। একটু হুইস্কি? একটু মেম-সাহেবের নাচ?

রায়বাহাদুর। আপত্তির কি আছে মিঃ টেগার্ট, আপনি যখন বলছেন—আর তা ছাড়া মেম সাহেবদের নাচের একটা মানে আছে। আমাদের বাঈ-বাঈজীরা খেমটা নাচবে, কিন্তু তার মধ্যে আবার ঘোমটা, সব আঁট-সাট, অত সব ঢাকাঢাকি কি ভাল লাগে? আর আপনাদের সব খোলা—ঢাক-ঢাক গুড়গুড় নেই, দেখেও তৃপ্তি। হেঃ-হেঃ-হে।

টেগার্ট। বেয়ারা—

বেয়ারার প্রবেশ।

বেয়ারা। জী হুজুর।

টেগার্ট। হুইস্কি। আর ম্যানেজারকে বল, স্পেশ্যাল ক্যাবারে গার্ল।

বেয়ারা। জী হুজুর!

[প্রস্থান।

রায়বাহাদুর। ঢাকার বাঈজী চাঁদবিবির নাম হয়তো মিঃ হডসন জানেন?

হডসন। জানি বৈকি? নাইট এঞ্জেল অফ ঢাকা। তার নাম কে না জানে। মিঃ লোম্যান ঢাকায় গেলে এবার নাইট এঞ্জেল চাঁদবিবির গান শুনিয়ে দেবেন, কেমন?

রায়বাহাদুর। নিশ্চয়, তাছাড়া তাকে দিয়ে আমাদের অনেক কাজ হ'তে পারে।

টেগার্ট। ইয়েস, ওরা হাতে থাকলে অনেক গোপন সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। কলকাতায় এমন কিছু বাঈজী বা বারবণিতার সঙ্গে আমাদের সংযোগ আছে।

রায়বাহাদুর। ও তো, মাঝে মাঝে কলকাতা আসে। এবারও আমার সঙ্গে এসেছে।

টেগার্ট। এসেছে নাকি? তাহ'লে নাইট এঞ্জেলের গান একদিন শুনিয়ে দিন।

হডসন। হ্যাঁ—হ্যাঁ। চাঁদবিবির গান মিঃ টেগার্টের খুব ভাল লাগবে।

রায়বাহাদুর। বেশ তো মিঃ টেগার্ট, আসুন একদিন। একদিন কেন—আজই চলুন না।

টেগার্ট। আজই? বেশ আজই যাবো, গানও শুনে আসবো। সি ইজ ইওর ওম্যান। আপনারা কি বলেন যেন জলপাত্র—হাঃ হাঃ-হাঃ।

রায়বাহাদুর। তবে এ খুব সম্ভ্রান্ত আর মেজাজীও খুব।

টেগার্ট। রায়বাহাদুরের মেয়েমানুষ, মেজাজী হবে না? তাছাড়া জানেন তো আমিও কিছু কিছু জানি। ও সব এলাকায় আমিও মাঝে মাঝে যাই।

রায়বাহাদুর। শুনেছি ছদ্মবেশে আপনি ওই সব পাড়ায় ঘুরে. অনেক অবাঞ্ছিত লোককে গ্রেপ্তার করেছেন, গুণ্ডারাও একেবারে ঠাণ্ডা।

বেয়ারা একটা ট্রে করে তিন গেলাস হুইস্কি নিয়ে আসে।

টেগার্ট। এই নিন, এবারে একটু গরম হয়ে নিন। [টেগার্ট নিজে হুইস্কির গেলাস তুলে রায়বাহাদুরের হাতে দেয়, তারপর নিজে একটি গেলাস তুলে নেয়, অপর গেলাসটি তুলে নেয় হডসন] উই ড্রিঙ্ক দি হেলথ্ অফ রায়বাহাদুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[তিনজন একসঙ্গে মদের গেলাস উঁচু করে ছোঁয়ায়]

বিদ্যুৎগতিতে একজন নগ্নপ্রায় ইংরাজ তরুণীর প্রবেশ।

[তরুণী নড হইয়া নৃত্য আরম্ভ করে। সকলে তার নৃত্য উপভোগ করে। নৃত্য চলতে থাকে]

পুলিশের আই, জি, লোম্যান সাহেব দ্রুত প্রবেশ করে।

লোম্যান। মিঃ টেগার্ট! মিঃ হডসন! এ গ্রেট নিউজ অফ

বিজনেস ফর আস। আনন্দ কর—আনন্দ কর। টু ডে দি টুয়েন্টি এইটথ্ জুন—উনিশ শো' তিরিশ—এ রেড লেটার ডে ফর আস।

[বেয়ারা ইঙ্গিত করে, নর্তকী নত করে বেরিয়ে যায়]

টেগার্ট। কি হয়েছে মিঃ লোম্যান?

রায়বাহাদুর। কি হয়েছে আই. জি. সাহেব?

হডসন। কি, ব্যাপার কি লোম্যান?

লোম্যান। এ গ্রেট লায়ন নাও ইন্ মাই ট্র্যাপ। একটি বড় সিংহ আমার জালে ধরা পড়েছে।

টেগার্ট। সংবাদটা কি তাই বলুন না?

লোম্যান। অনন্ত সিং সারেণ্ডার ক'রেছে। অনন্ত সিং ধরা দিয়েছে।

টেগার্ট। }
হডসন। } হোয়াট! সে কি?

রায়বাহাদুর। [গদগদ ভাবে] বলেন কি স্যার! চট্টগ্রামের দুর্ধর্ষ অনন্ত সিং ধরা দিল? এ যে কতবড় আনন্দের সংবাদ মিঃ লোম্যান!

টেগার্ট। হাউ ইজ্ ইট্ পসিবল্? এ কেমন করে সম্ভব হতে পারে?

রায়বাহাদুর। পারে স্যার পারে। মরতে কে চায় স্যার?

টেগার্ট। "ফ্যাক্টস্ আর স্ট্রেনজার দ্যান ফিকশান," ঘটনা গল্পের চেয়েও বেশী চমকপ্রদ।

লোম্যান। অনন্ত সিং আগে আমাকে চিঠি দিয়েছে, তাতে জানিয়েছে, [চিঠি বের করে] আমি অনন্ত সিং ১৯৩০ সালের ২৮শে জুন তোমার কাছে ধরা দেবো। প্রাণের ভয়ে নয়, তোমাদের ভয়েও নয়, এ আমার আত্ম-সমর্পণও নয়। আমার কাছে অর্থ

আছে, অস্ত্র আছে, তাই আমি অনায়াসে ভারতের বাইরে চলে যেতে পারি। আমি অনুতপ্ত নই, দুঃখিতও নই কারও নির্দেশেও এ কাজ আমি কচ্ছি না, এ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং গোপনীয়।

রায়বাহাদুর। ভাল কথা—উত্তম কথা। আত্ম-সমর্পণ নাই বা হ'লো? ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় ব্যাপারে ধরা দিলে। ধরা তো দিয়েছো—ব্যস।

টেগার্ট। তা যা বলেছেন। যেমন করেই হোক ধরা তো দিয়েছো।

হডসন। ঢাকায় পলাতক আসামীরা এবারে শঙ্কিত হবে।

লোম্যান। মিঃ হডসন, আপনি যথা সত্বর ঢাকায় চলে যান। গভর্ণর যাবেন, সঙ্গে আমাকেও হয়তো যেতে হ'তে পারে। আপনি চাঁদু এবং রাজুকে সংবাদ দেবেন, যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। গভর্ণর ওদের পুরস্কার দেবেন।

হডসন। ঠিক আছে, আগামী কালই আমি ঢাকায় যাবো।

লোম্যান। মিঃ টেগার্ট, মিঃ হডসন, চলুন সংবাদটা নিয়ে গভর্ণরের কাছে যাই। তিনি খুব খুশী হবেন শুনে।

হডসন। বেশ তো চলুন।

রায়বাহাদুর। তখনই বলেছিলাম এই সন্ত্রাসবাদীদের উপরে একটু কড়া নজর রাখুন ধরা পড়ে যাবে। গেলও, এখন একেবারে পুঁইপোনা পর্যন্ত ধরা পড়ে যাবে। মিঃ টেগার্ট—শুনুন।

[কানে কানে কি যেন বলে।]

টেগার্ট। মিঃ লোম্যান, মিঃ হডসনকে নিয়ে গভর্ণরের কাছে আপনারাই যান।

লোম্যান। বেশ, মিঃ হডসন, আসুন আমরাই যাই।

হডসন। চলুন। [উভয়ের প্রস্থান।

রায়বাহাদুর। মিঃ টেগার্ট!

টেগার্ট। চলুন—একটু লালবাজার হ'য়ে যাবো, আসুন।

রায়বাহাদুর। চলুন—চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

[বেয়ারা এগিয়ে এল]

বেয়ারা। কই গো দোস্ত মহম্মদ মিঞা, এইবার আত্মপ্রকাশ কর।

দোস্ত মহম্মদ প্রবেশ করে

দোস্ত মহম্মদ। কেয়া কুছ্ খবর মিলা?

বেয়ারা। মিঃ লোম্যান আউর গভর্ণর সাহেব ঢাকা যানে সকতা।

দোস্ত মহম্মদ। কব যায়েগা?

বেয়ারা। মালুম হোতা হ্যায় জলদি যায়েগা।

দোস্ত মহম্মদ। জলদিই যায়েগা?

বেয়ারা। এহি তো মালুম হোতা।

দোস্ত মহম্মদ। ঠিক হ্যায়। লিজিয়ে আপ্‌কো ইনাম। [কিছু টাকা ওর হাতে দেয়]

বেয়ারা। সেলাম দোস্ত মহম্মদ ভাইয়া—সেলাম।

দোস্ত মহম্মদ। সেলাম ভাইয়া।

বেয়ারা। আচ্ছা দোস্ত মহম্মদ ভাইয়া জী, চাঁদবিবি কৌন হ্যায়?

দোস্ত মহম্মদ। চাঁদবিবি? কাঁহা কা?

বেয়ারা। আরে, ঢাকাসে এক রায়বাহাদুর আয়া। টেগার্ট সাহেব কো পাশ বোলা কেয়া—চাঁদবিবি উস্‌কা সাথ আয়া ঢাকাসে

কলকাত্তা। আউর আউরং আচ্ছি হ্যায়, গানা ভি বহুৎ আচ্ছি গাতি হ্যায়।

দোস্ত মহম্মদ। হোগী কৌন চিড়িয়া বুলবুল। আচ্ছা ভাইয়া, যাতা হ্যায়—কিন্ মিলেগী।

[প্রস্থান।

বেয়ারা। ঠিক হ্যায়। [গ্লাসগুলি ট্রেতে গুছিয়ে নেয়] হোগী কোন চিড়িয়া বুলবুল··[দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে] হোগী কোন চিড়িয়া বুলবুল, চিড়িয়া বুলবুল····[মৃদু হেসে] চিড়িয়া বুলবুল—

[প্রস্থান।

———

—দুই—

কলিকাতা—চাঁদবিবির ঘর।

চাঁদবিবি প্রবেশ করে। সুন্দর সুঠাম চেহারা, বাঈজীর রূপসজ্জায় ঝলমল চাঁদবিবির সারা অঙ্গ। তার কণ্ঠে নজরুলের একটি গজল গান।

চাঁদবিবি।—

গান।

বাগিচায় বুলবুলি তুই, ফুল শাখাতে
দিসনে আজি দোল।
আজও তার ফুল কলিদের ঘুম টোটেনি;
তন্দ্রাতে বিলোল॥

গানের মধ্যে চাঁদবিবির অলক্ষ্যে রায়বাহাদুর ও ধূতি পাঞ্জাবী পরে টেগার্ট সাহেবের প্রবেশ।

রায়বাহাদুর। কেমন শুনলেন মিঃ···

[চাঁদবিবি ওড়নায় মুখ ঢাকে]

টেগার্ট। [হাত দিয়ে ঠেলা দিয়ে] উঁ···, চমৎকার, সুন্দর।

রায়বাহাদুর। বাংলা গজল এখন খুব চলছে।

টেগার্ট। জানি। এর রচয়িতাকে জানি। উনি শুধু গজল গানই লেখেন না, বেশ গরম গরম কবিতাও লেখেন।

রায়বাহাদুর। পড়েছেন বুঝি? ওর একটা কবিতা আছে নাম "বিদ্রোহী" "বল বীর চির উন্নত মম শির।"

টেগার্ট। নঃ না না, আপনার মুখে এ শোভা পায় না....এ যাঁরা বলে তাঁরা যে জেলে যায় রায়বাহাদুর! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

রায়বাহাদুর। তা যা বলেছেন—হে-হে-হে। যাকগে ওসব কথা থাক। চাঁদবিবি! আরে ওড়না খোল...এঁকে কোন লজ্জা নেই...উনি আমাদের বন্ধুলোক, আমেরিকান সাহেব, বাঙালীকে খুব ভালবাসেন, বাংলা বলতেও পারেন চমৎকার। দেখ না ধুতি পাঞ্জাবীতে সাহেকে কেমন মানিয়েছে।

[চাঁদবিবি কুর্নিশ জানাল]

টেগার্ট। নমস্কার—নমস্কার।

রায়বাহাদুর। জান চাঁদ...ইনি আমার বিশেষ উপকারী বন্ধু, কলকাতাতেই থাকেন। বলছিলাম, চলুন না আমাদের ঢাকায়, তোমার কথা হচ্ছিল ত? ঢাকায় যাবার এখন ওর অবসর হবে না। আমিই বল্লাম, বেশতো চলুন না, আজই ওর গান শুনে আসবেন।

চাঁদবিবি। গান ত' চুরি করে শুনেই নিয়েছেন। আপনারা তো চোর।

টেগার্ট! চোর? হাঃ-হাঃ-হাঃ।

রায়বাহাদুর। কিন্তু যাই বলুন না কেন, বলেছে খুব।

টেগার্ট। চুরি করে না শুনলে, এতো মজা হতো নাকি? বড় ভাল লাগল আপনার গান, ভাল লাগল আপনার কথা। বুঝতে সময় লাগে না....আপনি বুদ্ধিমতী। রায়বাহাদুর আমাদের বিশেষ আপনার জন। আশা রাখি, আপনিও আমাদের আপনার জন হবেন।

রায়বাহাদুর। সে কথা বলতে। চাঁদ আমাদের বন্ধুকে আর গান শোনাবে না?

টেগার্ট। অবশ্য চুরি করে যে গান শুনেছি, তার ত' তুলনা হয় না।

রায়বাহাদুর। গাও না, ওই গজলই গাও—

টেগার্ট। আপনি সম্ভ্রান্ত মহিলা, রায়বাহাদুরের পেয়ারের নাইটিংগেল। তাই আপনার গান শুনতে বড় ইচ্ছে হলো। অবশ্য যদি কষ্ট মনে করেন আমি অনুরোধ জানাবো না।

চাঁদবিবি। না না, কষ্ট কিসের? আমরা বাঈজী, গান গাওয়াই আমাদের কাজ। রায়বাহাদুর ত' আছেনই, কত লোক কতদিন ওর সঙ্গে আসেন…এমনি আসেন গান শুনতে। গান গাই, মুজরো মেলে, এইতো আমাদের জীবন। একটু হুইস্কি চলবে ত'?

রায়বাহাদুর চলবে বৈকি, ওঁদের দেশে ওটা তো জল।

চাঁদবিবি। মনসুর—

দোস্ত মহম্মদ প্রবেশ করে।

দোস্ত মহম্মদ। বহিন!

চাঁদবিবি। দু' গ্লাস হুইস্কি।

দোস্ত মহম্মদ। আচ্ছা বহিন। [প্রস্থান।

চাঁদবিবি।—

গানের শেষাংশ

কবি তুই গঙ্গে ভুলি ডুবলি জলে,
কূল পেলিনে আর।
ফুলে তোর বুক ভরেছিস আজকে জলে
ভরবে আঁখির কোল।

একটি ট্রে-তে হুইস্কি নিয়ে আসে দোস্ত মহম্মদ। গানের মধ্যেই চাঁদবিবি হুইস্কির গেলাস নিয়ে ওদের দেয়।

দোস্ত মহম্মদের প্রস্থান।

চাঁদবিবি। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে। যদি কিছু মনে না করেন ··

টেগার্ট। বলুন না ···কিন্তুর কিছু নেই।

রায়বাহাদুর। বল না···ইনি খুব সহজ ও সরল লোক।

চাঁদবিবি। না বলছিলাম কি, আপনি বাঙালীর ধুতি কাপড় পরেছেন, খুব ভাল লাগছে আপনাকে! মনে মনে বাঙালী হয়েছেন কিনা জানি না। জিজ্ঞাসা করছি···বাঙালী জাতটাকে আপনার কেমন লাগে?

টেগার্ট। এ বড় শক্ত কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন। কিন্তু আপনি আমাকে কোন্ বাঙালীর কথা জিজ্ঞাসা করছেন? রায়-বাহাদুর বাঙালী, না সুভাষচন্দ্র বাঙালী?

চাঁদবিবি। মানে?

[বঙ্কিম-কটাক্ষে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে]

টেগার্ট। মানে, সুভাষচন্দ্র বাঙালীদের আমরা দূর থেকে শ্রদ্ধা জানাই, আর রায়বাহাদুর বাঙালীদের আমরা কাছে ডেকে পেয়ার করি।

রায়বাহাদুর। আবার মাঝে মাঝে ধমকও দেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[হাসিটা কেমন ফাঁকা হ'য়ে গেল যেন]

চাঁদবিবি। [কি যেন বুঝে ফেলে] গোস্তাকী মাপ করবেন, আপনি কি সত্যিই আমেরিকান?

দোস্ত মহম্মদ পুনরায় একখানা চিঠি নিয়ে প্রবেশ করে।

দোস্ত মহম্মদ। বহিন, নীচুমে এক আদমি আয়া, এহি চিট্‌ঠি ভেজা।

রায়বাহাদুর। কার চিঠি দেখি। [চিঠি দেখেন]

টেগার্ট। কার চিঠি রায়বাহাদুর?

রায়বাহাদুর। আপনার চিঠি। ভাগ্যিস ঠিকানাটা দিয়ে এসেছিলেন মিসেসকে। এই নিন।

টেগার্ট। [চিঠি পড়েন] এখনি বাসায় ফিরতে হবে। লাট-সাহেবের বাড়ী থেকে ফোন এসেছে। এখুনি একটা জরুরী কাজে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে, কিছু মনে করবেন না, আর একদিন এসে ভাল করে আপনার গান শোনা আমার কিন্তু পাওনা রইল। আপনার সঙ্গে পরিচয় হলো···খুব ভাল লাগল। তবে একটা কথা আপনাকে বলি, আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি আমেরিকান নই।

[প্রস্থান।

রায়বাহাদুর। দাঁড়ান স্যার দাঁড়ান, আপনাকে পৌঁছে দিতে হবে তো—পৌঁছে দিতে হবে তো। মনসুর—একবার এস তো আমার সঙ্গে, জলদি এস।

[রায়বাহাদুর ও মনসুরের প্রস্থান।

চাঁদবিবি। কে এই সাহেব? রায়বাহাদুরের বন্ধু যখন, নিশ্চয়ই ইংরাজ।

সম্ভ্রান্ত রইস মুসলমানের বেশে হরিদাস দত্ত
প্রবেশ করেন।

হরিদাস। শুধু ইংরাজই নন—উনি একজন ধূর্ত ইংরাজ। কলকাতা পুলিশের চাঁই—চার্লস টেগার্ট।

চাঁদবিবি। টেগার্ট সাহেব। বল কি মেজদা?

হরিদাস। উনিও ছদ্মবেশে আমাদের মত ওস্তাদ। পকেটে হাত দিতেই চকিতে গাড়ীটা বেরিয়ে গেল, লোকটার কপাল ভাল, খুব কপাল জোর। যাই হোক, আমাকে কেমন দেখছিস?

চাঁদবিবি। নবাব উলমুলুক খান মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব! কে বলবে তুমি আমাদের মেজদা হরিদাস দত্ত।

হরিদাস। থাক্ খুব হ'য়েছে। কেমন আছিস?

চাঁদবিবি। ভাল আছি। তুমি কেমন আছ মেজদা?

হরিদাস। ভাল। দোস্ত মহম্মদকে তোর কাজে লাগিয়ে দিয়েছি. ভাল হয়নি?

চাঁদবিবি। খুব ভাল হয়েছে। দোস্ত মহম্মদ আলি মনসুর হয়ে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছে. চমৎকার হয়েছে। ওই মনসুর আসছে, মেজদা, তুমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলো, তোমার জন্যে একটু সরবৎ আর খাবার নিয়ে আসি। না করতে পারবে না কিন্তু মেজদা।

[দ্রুত প্রস্থান।

দোস্ত মহম্মদ প্রবেশ করে।

দোস্ত মহম্মদ। সেলাম মেজবাবু।

হরিদাস। নতুন কিছু খবর আছে নাকি দোস্ত মহম্মদ?

দোস্ত মহম্মদ। হোটেলমে আজ কুছ্ খবর মিলা বাবুসাব!

হরিদাস। কি খবর দোস্ত?

দোস্ত মহম্মদ। লাটসাহাব আউর লোম্যান সাহাব ঢাকা যায়েগা।

হরিদাস। লাটসাহেব আর লোম্যান? কবে যাবে?

দোস্ত মহম্মদ। জলদিই যায়েগা। রায়বাহাদুর তো উসিকে লিয়ে আয়া সাব, দোনো কো লে জানে কো ওয়াস্তে।

হরিদাস। আচ্ছা, তাহ'লে তো বিনয়কে চিঠি দিতে হয়। ওতো এখন গরমের ছুটিতে আছে কটকে।

খাবার ও সরবৎ নিয়ে চাঁদবিবি প্রবেশ করে।

চাঁদবিবি। এইটুকু তোমায় খেয়ে নিতেই হবে মেজদা। মনসুর তুমি একটু নীচের থাক, কেউ যেন এখানে না আসে। রায়বাহাদুর কোথায় গেলেন?

দোস্ত মহম্মদ। সাহাব কো সাথ গিয়া, ফিরনে দের্ হোগা। ম্যায় চল্ রহা হ্যায়।

[প্রস্থান।

হরিদাস। [খেতে খেতে] তুই আমাদের এত ভালবাসিস্ বোন?

চাঁদবিবি। কতটুকু ভালবাসতে পারলাম তোমাদের? তুমি, সুপতিদা, বিনয় বাদল, দীনেশ, নিকুঞ্জদা, তোমরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছো, শত দুঃখ কষ্টকে তুচ্ছ করে···যজ্ঞ-বহ্নির সামনে দাঁড়িয়েছ তোমরা, সে তুলনায় কি নগণ্য আমি, কি সামান্য আমি।

হরিদাস। না—তুমি পঙ্কজিনী চাঁদী। তোমার মত এমন বন্ধু আমাদের কে আছে? একদিকে রায়বাহাদুর, অন্যদিকে আমরা, তোমর বিপ্লবী ভাইয়েরা। তোমার ব্রত কত যে কঠিন, সে কথা আমিও জানি, আমি তো জানি চাঁদী।

চাঁদবিবি। আমি চাঁদবিবি—আবার চাঁদীও—

হরিদাস। [হেসে] জানিস ত'—চাঁদবিবিও একদিন দেশের জন্তে অস্ত্র ধরেছিলেন। সে অস্ত্র তো তুইও ধরেছিস বোন। তোর মারফত আমরা কত অস্ত্র ঢাকায় পাঠাচ্ছি। এবারও তোকে অস্ত্র নিয়ে যেতে হবে। এই নে ধর, খিদিরপুর ডক থেকে স্মাগল করা এই পিস্তল ক'টি। কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ঢাকায় নিয়ে যাবি। তারপর যথাস্থানে পৌছে দিবি। কেমন ?

[পকেট থেকে কয়েকটা পিস্তল বের করে চাঁদবিবির হাতে দেয়।]

চাঁদবিবি। আমি ঠিকই নিয়ে যাব মেজদা। বিনয়-বাদল-দীনেশ ওদের খবর কি ? ভাল আছে তো ওরা ?

হরিদাস। বিনয় গরমের ছুটিতে কটক গেছে! ওর মায়ের কাছে। ওর বাবা এখন কটকে আছেন। রেলওয়েতে কাজ করেন তো। বাদল, দীনেশ ওরা ঢাকাতে ভালই আছে।

চাঁদবিবি। ওদের কথা বরুণের মুখে শুনি তো ? বরুণের কাছেই শুনেছি বিনয় তো মিডফোর্ডে ডাক্তারি পড়ে ?

হরিদাস। হ্যাঁ, তুই কোন বরুণের কথা বলছিস্ ? সুপতির মেসের বরুণ ?

চাঁদবিবি। হ্যাঁ।

হরিদাস। ছেলেটি আমাদের খুব উপকার কচ্ছে, যেমন কচ্ছিস্ তুই। তুই মাঝে মাঝে কলকাতা আসিস্ আমি কত কিছু পাঠাতে পারি তোর সঙ্গে। এ উপকার কি কম কথা ?

চাঁদবিবি। উপকার কেন বলছো মেজদা; এত আমার কর্তব্য, স্বাধীনতাকামী দেশের প্রত্যেক নরনারীর কর্তব্য। কিন্তু সে কর্তব্যের আমি কতটুকু করতে পারি মেজদা! কোথায় সেই সাহস—যা

তোমাদের মধ্যে বিদ্যুতের মত ঝলক দেয়। কোথায় আমার সেই শক্তি, যা মৃত্যুকে হেলায় দলিত করে, জীবনকে করে মহান!

হরিদাস। চাঁদী—বোন!

চাঁদবিবি। তবু আমার দাদারা, আমার ছোট-ছোট ভাই-এরা যখন এই অস্ত্র নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করবে, আর তাদের হাতের অস্ত্রে শত্রু ধুলায় পড়বে লুটিয়ে, তখন এই কথাই ভেবে গর্বে আমার বুকখানা ভরে যাবে, আমি—আমিও এই অস্ত্র সরবরাহে হয়তো এতটুকু কাজে লেগেছি—এতটুকু কাজে লেগেছি।

[প্রস্থান।

হরিদাস। কি সাংঘাতিক এই অভিনয়। কি ধৈর্য্য, কি বুদ্ধির প্রখরতা।

"আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা।
করি, শত্রুর সাথে গলাগলি,
ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা।"

দোস্ত মহম্মদ পুনরায় প্রবেশ করে।

দোস্ত মহম্মদ। চলিয়ে মেজবাবু। ঔর দেরী করনা ঠিক নেহী হোগা।

হরিদাস। দোস্ত মহম্মদ আলি!

দোস্ত মহম্মদ। মেজবাবু!

হরিদাস। কটক যেতে পারবে?

দোস্ত মহম্মদ। কটক?

হরিদাস। ঠিক আছে—আমিই যাবো।

দোস্ত মহম্মদ। কটক কিস্ লিয়ে যায়েগা বাবুজী?

হরিদাস। কটক সুভাষচন্দ্রের জন্মস্থান। তাই কটকের মাটি আমাদের কাছে তীর্থভূমি। সেই তীর্থযাত্রায় আমি যাবো। সেই তীর্থভূমির মাটির তিলক পরবো কপালে, পরিয়ে দেবো আমার আর এক ভাই-এর কপালে। তাকে বলবো, ওরে—এই মাটির গৌরবে দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হোক তোর সৌরভ! সার্থক হোক আমাদের স্বপ্ন—সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন—দেশজননীর স্বপ্ন।

দোস্ত মহম্মদ। ম্যায়ভি আপকা সাথ যায়েগা।

হরিদাস। যাবে? তুমিও আমার সঙ্গে যাবে? তাহ'লে চল—চল দোস্ত মহম্মদ! তোমাকে দেখে আজ একটা কথা মনে হয়, তুমি আমাদের কত বড় দোস্ত। তুমি তো মুসলমান, তুমি তো বিহারী, তুমি বাঙালীও নয়, ৭নং ওয়ালিউল্লা লেনের কয়েকটি রিক্সাওয়ালার সর্দার মাত্র। তবু তুমি তো এগিয়ে এলে তোমার সাহস নিয়ে, বুদ্ধি নিয়ে, দরিয়ার মত দিল্ নিয়ে, হিন্দুর পাশে এসে দাঁড়ালে মুসলমান। ইংরাজ দুষমন ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধিয়েছে। কিন্তু ওরা জানে না ও কত মিথ্যা। ও মিথ্যার বেড়াজাল আমরা ভেঙে ফেলবো, চূর্ণ বিচূর্ণ করে ধূলোর সঙ্গে উড়িয়ে দেবো।

দোস্ত মহম্মদ। বাবুজী···।

হরিদাস। দোস্ত মহম্মদ আলি এক মুসলমানের ছেলে, আমি এক হিন্দুর ছেলে, আজ দাঁড়িয়েছি আমরা পাশাপাশি, ইংরাজ শাসনের সমাধি রচনা করে, স্বাধীন ভারতে আমরা এমনি করেই দাঁড়াব। অটুট আমাদের দোস্তী, অসীম আমাদের ভালোবাসা, কোন ঘৃণ্য দাঙ্গা, কোন হীন ষড়যন্ত্র, কোন বিরুদ্ধ রাজশক্তি, এই দোস্তীর বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে পারবে না—পারবে না—পারবে না।

[দোস্ত মহম্মদকে বাঁ হাতে জড়িয়ে ধ'রে উভয়ের প্রস্থান।

—তিন—

কটক বিনয়দের বাসা

একখানা বই পড়তে পড়তে বিনয় প্রবেশ করে
তার ঘরে, এবং তার খাটের উপরে
এসে বসে। পড়া চলতে থাকে।

বিনয়। না, না, ছিঁড়ে ফেলতে পারবে না ইংরাজ এই বিদ্রোহের সূত্র।

সিপাহী বিদ্রোহের পরে, আবার বিদ্রোহের অগ্নিগর্ভ প্রকাশ হয় ১৯০৫ সালে, লর্ড কার্জন যখন বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাব করেন। লর্ড কার্জন বলেন, "পার্টিসন অফ বেঙ্গল ইজ এ সেটেলড্ ফ্যাক্ট।" খণ্ডিত বাংলার দুই অংশ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে ওঠে—"উই মাষ্ট আনসেটেল দি সেটেলড্ ফ্যাক্ট।" দিকে দিকে জাগরণ ..বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম। রবীন্দ্রনাথ বলেন—বাহিরের কিছুতে আমাদের বিচ্ছিন্ন করিবে, এ কথা কখনই আমরা স্বীকার করিব না। বাংলার পূর্ব ও পশ্চিমকে, একই জাহ্নবী বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন। আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকুলতার দ্বারাই আমরা শক্তি উদ্বোধন করিব।

এমন সময় ক্ষিরোদবাসিনী প্রবেশ করেন।

ক্ষিরোদ। বিনয়—বিনয়, রাত কত হয়েছে ঠিক আছে? রাখ তো এখন বই পড়া। ঘুমো দেখি, রাত বোধ হয় তিনটে

বাজে—রাত জেগে কি এমন বই পড়ারে তোর? শুয়ে পড দেখি, আর বই পড়তে হবে না।

[ক্ষিরোদ বিনয়ের হাত থেকে বইখানা নিয়ে বালিশের পাশে রাখেন। বিনয় শুয়ে পড়ে। ক্ষিরোদ ছেলের গায়ে চাদর টেনে দিয়ে বলেন।]

সকালে আমি খাবার তৈরী করে তবে ডাকতে আসবো…। তার আগে উঠ্‌বি না কিন্তু। দেখ দেখি, রাত যেন ঝাঁ ঝাঁ করছে। [প্রস্থান।

[বিনয় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে…দূরে চৌকিদারের হাঁক শোনা যায়। তখন বিনয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজে ঘুমের মধ্যে একবার নড়ে ওঠে, আবার শান্ত হয়ে ঘুমায়।]

গীতকণ্ঠে ক্ষুদিরামের প্রবেশ।

ক্ষুদিরাম।— গান।

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পরবো ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী॥
শনিবার দিন দশটা বেলা,
হাইকোর্টেতে গেল জানা, (মাগো)
ওমা, অভিরামের দ্বীপ চালান আর ক্ষুদিরামের ফাঁসি॥
কলের বোমা তৈরী করে,
দাঁড়িয়েছিলেম লাইনের ধারে, (মাগো)
ওমা, লাটসাহেবকে মারবো বলে মারলাম ভারতবাসী॥
হাতে যদি থাকতো ছোরা,
তোর ক্ষুদি কি দিত ধরা, (মাগো)

পুনঃ ক্ষিরোদবাসিনী প্রবেশ করেন।

ক্ষিরোদ। না না, তুমি ও গান গেও না, চলে যাও····চলে যাও এখান থেকে, চলে যাও।

ক্ষুদিরাম।—

গানের শেষাংশ।

ওমা, রক্ত মাংসে এক করিতাম, দেখতো লণ্ডনবাসী।
দশমাস দশদিন পরে,
জন্ম নেব খুড়ির ঘরে, (মাগো)
ওমা; চিনতে যদি না পার মা, গলার দেখ ফাঁসি।
একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি।

[ক্ষুদিরাম গাইতে গাইতে প্রস্থান করে।

ক্ষিরোদ। বিদায় দাও·····বিদায় দাও। তোমরা কেবল ফাঁসির দড়ি গলায় পরে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে আসতে পার, তোমরা কেবল মরতে পার। কেন, পার না মারতে তাদের—যারা মায়ের কোল থেকে কাণে মন্ত্র দিয়ে তোমাদের ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, পার না······পার না তাদের মারতে? পার না?

বিনয় জাগিয়া উঠিল।

বিনয়। না মা এ তোমার ভুল ধারণা। মারতেই যদি হয়, তবে তেত্রিশকোটি ভারতবাসীর রক্ত চুষে খাচ্ছে যে মুষ্টিমেয় ইংরাজ কায়না, তাকে মারতে হয়, যে শয়তান সরকার বাঙালী মুসলমানকে, বাঙালী হিন্দুর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। দেয় সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি। তাকে শেষ করতে হয়। জান মা, হিন্দুর হাতে মরেছে মুসলমান, মুসলমানের হাতে মরেছে হিন্দু। ঢাকায় কি সে হত্যার বীভৎস তাণ্ডব।

ক্ষিরোদ। বিনয় !

বিনয়। যদি মারতে হয়, এই শয়তান হত্যাকারীদের মারতে হয়। যদি মারতে হয়, তা'হলে মারতে হয় তাদের—যারা মেরেছে প্রফুল্ল চাকীকে, ক্ষুদিরামকে যারা ফাঁসি দিয়েছে। কানাইলালকে প্রকাশ্য রাজপথে নির্মম ভাবে হুইপ মেরেছে যারা, ১৭ বছরের ছেলে সুশীল সেনকে—

ক্ষিরোদ। বিনয় এসব তুই কি বলছিস বাবা।

বিনয়। কোনদিন আমি ত কিছু বলি না মা, আজ একটু বলতে দাও মা বলতে দাও। বলতে পার মা, কারা মেরেছে সত্যেন বোসকে? বুড়ীবালামের তীরে কারা মেরেছে বাঘা যতীন, চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন, সতীশকে? কারা মেরেছে যতীন দাসকে?

ক্ষিরোদ। আমিত এসব কথা জানি না বাবা !

বিনয় জানতে হবে মা আজ এদের কথাই জানতে হবে। আর বলতে হবে—"বাংলার ছেলেদের তোমরা মেরেছো"...... তোমাদের আমরা ক্ষমা করবো না। রক্তের বদলে রক্ত আমরা চাই।

ক্ষিরোদ। বিনু, তুই এসব কথা বলিসনে বাবা......বলিসনে, আমার ভয় করে......ভয় করে।

বিনয়। তোমার ভয় করে? না মা, তুমি আমার "সুভদ্রা মা," ভয় করলে ত চলবে না না। আচ্ছা থাক ও সব কথা। শোন মা, ঢাকা মিডফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে এবারই ত আমার শেষ বছর। বাস্......আগামী বছরেই আমি রীতিমত ডাক্তার। একটা নতুন গাড়ী কিনতে হবে। এসে বসে যাব প্র্যাকটিস্ করতে, বারান্দায়

কিছু সাহায্য হবে। কিন্তু মা, গরীব দুঃখীর কাছ থেকে আমি মোটেই ফি নেবো না। কতলোকের চিকিৎসা করবো, কতলোক ভাল হয়ে উঠবে।

ক্ষিরোদ। তা তোর খুব হাতযশ হবে। পাশের বাসায় ছোটবৌ বলছিল, তুই নাকি ওর মেয়ে বেবীর অসুখ সারিয়ে দিয়েছিস এক ডোজ ওষুধে। ছোটবৌ বলছিল—জান দিদি, বিনয় তোমার মস্তবড় ডাক্তার হবে, আর তেমনি হবে ওর হাতযশ।

বিনয়। বারে তা হবে না কেন? কাকীমাও জানেন না আমার মা যে ক্ষিরোদবাসিনী····অমৃতময়ী, আমি যে তাঁর ছেলে। তাই না মা? তুমি বলো না গো মা? মা—ও মা।

[মাকে জড়িয়ে ধরে]

ক্ষিরোদ। দেখ দেখ ছেলের কাণ্ড। হ্যাঁরে বিনয়, তোর গরমের ছুটি আর ক'দিন আছে রে?

বিনয়। জুলাই মাসের মাঝামাঝি খুলবে।

ক্ষিরোদ। আবার যেতে হবে সেই ঢাকায়। কলকাতায় পড়া যায় নারে?

বিনয়। আর ত এক বছর। তুমি ভেব না মা! দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে যাবে।

ক্ষিরোদ। না সেজন্য ভাবিনে, তবে আমরা থাকলাম কটকে, আর তুই সেই ঢাকায়।

বিনয়। আসলে আমরা ত ঢাকার বাঙাল, এ কথা ত ঠিক?

ক্ষিরোদ। তোর সঙ্গে কথায় পারবো?

বিনয়। বারে, কলকাতা হলেও যেতে হ'তো, ঢাকাও যেতে হবে, যেতে ত হবেই।

ক্ষিরোদ। সেত বুঝি, তবু বুঝেও মন বোঝে না। ওই গান, "একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি,"...শুনলে মন যেন কেমন হয়ে যায়, মন আমার কেন যেন কেঁদে ওঠে, মন আমার কেন যেন কেঁদে ওঠে—কেঁদে ওঠে। [প্রস্থান।

বিনয়। "একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি," এ গান শুনে কোন মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠবে না? তবু যখনই এ গান শুনি, দেখতে পাই যেন ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী, বোমা হাতে করে মজঃফরপুরের পথে ছুটে চলেছে, ওই...ওই কিংসফোর্ডের গাড়ী, মার—মার! মার বোমা। কি সাহস! কি দুর্জয় সাহস?

ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি পরে সুপতি প্রবেশ করে।

সুপতি। দুর্জয় সাহস না থাকলে, মৃত্যুকে জয় করা যায় না। তাই মনে আছে, বিচারক যখন জিজ্ঞাসা করেছিল, মরতে তোমার ভয় পায় না? উত্তরে কি বলেছিল ক্ষুদিরাম?

বিনয়। ক্ষুদিরাম বলেছিল—"না।"

সুপতি। মরতে তুমি ভয় পাও না?

বিনয়। না। কিন্তু আপনি কে?

সুপতি। দেখ ত, চিনতে পার না কি? [দাড়ি খুলে ফেলে]

বিনয়। আরে সুপতি! কি ব্যাপার, তুমি?

সুপতি। পুলিশের ভয়ে মুরারী চক্রবর্তী সেজে, তোমাকে ঢাকায় নিয়ে যেতে এসেছি।

বিনয়। ঢাকায়! কেন?

সুপতি। দলের নির্দেশ। জানি. তোমার স্কুল খুলতে এখন দেরী আছে, তবু তোমাকে তার আগেই যেতে হবে। হিন্দু-

মুসলমান নিজেরা মারামারি কাটাকাটি করে মরছে। আর সরকার দাঁড়িয়ে হাসছে।

সাধারণ বেশে চাঁদীর প্রবেশ।

চাঁদী। সে হাসির তাণ্ডব বুঝি হত্যা তাণ্ডবকেও ছাপিয়ে উঠেছে। ইংরেজের কি সে উল্লাস? চট্টগ্রামের বীরদের খোঁজে তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। সূর্য্যসেনকে তাদের চাই, সূর্য্যসেনকে চাই!

বিনয়। চাঁদিদি! মাষ্টারদা সূর্য্যসেন কি ঢাকায়?

চাঁদী। ওরা বুঝি তাই মনে করে। খানাতল্লাসী, লুঠ-তরাজ দাঙ্গা, অত্যাচার, নির্য্যাতন··এইত আজ ঢাকার পরিচয়। কেউ বলার নেই, কেউ প্রতিবাদ করার নেই, তাই আমিও এসেছি তোকে ঢাকায় নিয়ে যেতে। শুনতে পাচ্ছিসনে বিনয়···ঢাকা যে কাঁদছে ঢাকা কাঁদছে।

বাহাদুরশাহের বেশে হরিদাসের প্রবেশ।

হরিদাস। ঢাকাই শুধু কাঁদছে না—কাঁদছে সারা ভারত।

সুপতি।
চাঁদী।
বিনয়। } কে! কে, আপনি?

হরিদাস। আমি? আমাকে চিনতে পারছ না? আমি ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাট বাহাদুর শাহ। আমি বর্মা থেকে এলাম। কই আমাকে তোমরা কুর্নিশ করলে না?

সুপতি।
চাঁদী।
বিনয়। } বন্দেগী জাঁহাপনা।

হরিদাস। জাঁহাপনা—জাঁহাপনা—জাঁহাপনা, হাঃ-হাঃ-হাঃ—। জান-জান তোমরা, ভারতে আমার এতটুকু মাটির ব্যবস্থা হয়নি। আমার কফিনটাকে শুইয়ে রাখার মত মাটি ভারতে মেলেনি। অথচ আমার জন্ম এই ভারতে।

সুপতি। জাঁহাপনা!

হরিদাস। শুধু আমি কেন, আমার মা বাবা জন্মেছিলেন এই ভারতে এই ভারত আমার জন্মভূমি জননী। জান জান, ওই ওরা আমাকে বন্দী করে হাতে পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে, টানতে টানতে নিয়ে এল, ছেলে দু'টোকে আমারই সামনে দিল্লীর রাজপথে নির্মম ভাবে হত্যা করলো, ছেলে দু'টো চীৎকার করে উঠছিল —আব্বাজান—তারপর সব শেষ। রক্তে লাল হয়ে গেল রাজপথ। [অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে] আমাকে—আমাকে সেই রক্তের উপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এল, ছেলেদের তাজা খুনে আমার পা লাল হয়ে গেল। [চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে]

সুপতি। জাঁহাপনা!

বিনয়। } জাঁহাপনা—শাহানশা!
চাঁদী। }

হরিদাস। শাহানশা—হাঃ-হাঃ-হাঃ। তারপর—বেগম জিন্নৎ-উন্নিসার কথা শুনবে না? না, সে কথা তোমরা শুনো না। ফুটন্ত গোলাপটিকে নিয়ে ওরা এক এক করে তার সব পাপড়ী ছিঁড়ে ফেলে দিল, কি সেই উলঙ্গ উল্লাস, আর বীভৎস অঙ্গনির্য্যাতন। চীৎকার করে উঠলাম—"খামোস", চড় মেরে আমার মুখ বন্ধ করে দিল, ওরা আমায় নিয়ে গেল বর্মায়।

বিনয়। ওরা কারা?

হরিদাস। ওই বেইমান ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়া ইংরেজ। যারা বেইমানী করে পলাশীর প্রান্তরে ভারতের সিংহাসন কেড়ে নিয়েছিল। ঠিক তার একশ' বছর পরে, আমরা তাই বারুদের স্তূপের মত জ্বলে উঠেছিলাম। মঙ্গল পাঁড়ে, কুমার সিং, তাঁতিয়াটোপী, আজিমুল্লা, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব আর আমি। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল বিদ্রোহের দাবানল, জ্বলে উঠল—বহরমপুর, ব্যারাকপুর, বিহার, কানপুর, লাকনৌ, মীরাট, দিল্লী। ওরা বলে সে সিপাহী মিউটিনি। না—না—না, সে সিপাহী মিউটিনি নয়! সে আমাদের মিলিত হিন্দু-মুসলমানের জন্মভূমি এই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

বিনয়। জানি বিশ্বাস করি, সে আমাদের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

সুপতি। জাঁহাপনা! সে সংগ্রাম আপনার বিফলে যায় নি। স্বাধীনতা সংগ্রাম কোনদিন বিফল হয় না—বিফল হবে না।

বিনয়। স্বাধীনতা সংগ্রাম আবার আরম্ভ হয়েছে জাঁহাপনা!

সুপতি। মৃত্যু দিয়ে এই সংগ্রামকে আমরা অটুট রাখবো। আপনি আমাদের শক্তি দিন জনাব, দিন অসীম সাহস। আপনার স্বাধীন ভারতের স্বপ্নকে আমরা যেন বাস্তবে রূপ দিতে পারি।

হরিদাস। হাঁ্যা—হাঁ্যা, আমাকে যখন হুমায়ুনের কবর থেকে লোহার জিঞ্জির পরিয়ে ধরে নিয়ে এল, তখন একথা আমি বলেছিলাম সেই নরপিশাচদের—

গাজী ও মে বু রহেগী জব তলক্ ইমান কী।
তক্‌তে লন্দন তক্ চলেগী, তেগে হিন্দুস্তান কী॥

সুপতি। আমি বুঝতে পেরেছি জাঁহাপনা! আপনি কেন এই মুহূর্তে সুদূর বর্মা থেকে আমাদের কাছে ছুটে এসেছেন? আপনার পবিত্র

বাণী, আমাদের মন্ত্রগুপ্তির আর এক পথ নির্দেশ। আমরা প্রতিজ্ঞা করছি জনাব, যতদিন ভারতের মুক্তিকামী সংগ্রামীর মনে এতটুকু স্বাধীনতার বিশ্বাস থাকবে, ভারতের মুক্ত তরবারি লণ্ডনের অন্তঃস্থলে অবিরাম আঘাত হানবে, আমরণ আঘাত হানবে।

বিনয়। } অবিরাম আঘাত হানবে, অনিবার আঘাত হানবে —
চাঁদী। }
আমরণ আঘাত হানবে।

হরিদাস। আমি নিশ্চিন্ত।

[মাথার উষ্ণীষ ও সাদা দাড়ি খুলে ফেললেন]

স্থপতি। }
বিনয়। } মেজদা !
চাঁদী। }

স্থপতি। বাহাদুর আছ মেজদা, কে বলবে তুমি বাহাদুরশা নয়।

হরিদাস। ছদ্মবেশ আমাদের নীতির অঙ্গ। আমিও ঠগ, স্মাগলিং করি। কত আমার বেশ, কত আমার সাজ। আজ বাহাদুরশা সেজেছি, আগামীকাল হয়তো আবার সাজতে হতে পারে ঢাকার কোচম্যান নাসির মিঞা, তখন যদি তুই ঢাকার নবাব বাড়ীর রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিস, "নাসির মিঞা কেমন আছ গো? আমি বলবো, "খোদার দোয়ায় ভালই ত আছিলাম বাবু, সোনার দ্যাশে শয়তান আইস্যা, দ্যাশে আগুন জ্বালাইল। আমাগো ফকির বানাইল। ইংরাজ হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধাইয়া, আমাগো ব্যবসা সব ছিকায় তুলছে।" আবার যদি কোন দারোগা এসে জিজ্ঞাসা করে, বুড়ীগঙ্গার ঘাটে লইয়া চল কোচম্যান, আমি কই—কত দিবেন? দারোগা কয় দশ পয়সা—, আমি কই—কইবেন না, কইবেন না মহারাজ, গোরায় হইস্থা হাসবো। [সকলের হাসি]

হরিদাস। শোন সুপতি, গভর্ণর আর "আই জি" মিঃ লোম্যান, ঢাকায় যাচ্ছে।

চাঁদী। ঢাকায় ফিরে গিয়ে দেখি, হিন্দু মুসলমানের রক্তে বুড়ীগঙ্গা লাল হয়ে গেছে। ঢাকায় এই রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে ইংরেজ, আর তার মধ্যে ঢাকার মানুষগুলো মুখ থুবড়ে মরছে, তোরা কি এসব দেখে এখনও চুপ করে থাকবি? ওরে বিনয়···ঢাকার মানুষগুলোকে বাঁচা, চল—চল, ঢাকায় চল।

হরিদাস। হ্যাঁ ও যাবে। আবার বাহাদুর শাহ।

[উষ্ণীষ ও দাড়ি পরেন]

সুপতি। বন্দেগী জাঁহাপনা!

হরিদাস। চল তোমরা আমার সঙ্গে, আমরা যাই। বিনয়, নির্দেশ এলেই তুমি ঢাকা চলে যাবে। সুপতি, চাঁদী, এস, বল—

"গাজী ও মে বু রহেগী জব তলক্ ইমান কী।
তক্তে লন্দন তক্ চলেগী, তেগে হিন্দুস্তান্ কী।"

[ওরা সকলে একসঙ্গে এই বাণী উচ্চারণ করতে করতে বেরিয়ে যায়। বিনয় মন্ত্রমুগ্ধের মত ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে।]

বিনয়। যেমন করেই হোক ১১ই জুলাই ঢাকায় আমাকে রওনা দিতেই হবে।

ক্ষুদিরামের বেশে দীনেশের প্রবেশ।

দীনেশ। ১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট-এর কথা মনে আছে?

বিনয়। কেন?

দীনেশ। সেদিন যে আমার ফাঁসি হয়েছিল, আমি ক্ষুদিরাম।

বিনয়। ক্ষুদিরাম!

কানাইলালের বেশে বাদল প্রবেশ করে।

বাদল। ১৯০৮ সালের ১০ই নভেম্বরের কথা মনে আছে?

বিনয়। কেন?

বাদল। সেদিন যে আমার ফাঁসি হয়েছিল, আমি কানাইলাল।

বিনয়। কানাইলাল?

বাদল। আমাদের ফাঁসি মিছেই দিয়েছিল ক্ষুদিরাম। আমাদের আত্মাকে ত ওরা মারতে পারেনি। তোমার পিস্তল তুমি আমাকে দিয়েছিলে, সেই পিস্তল আমি দিয়ে যাবো বিনয়দাকে।

বিনয়। বিনয়দা! কে তুমি?

বাদল। আমি কানাইলালের আত্মা।

বিনয়। হ'তে পারো তুমি কানাইলালের আত্মা, তুমি বাদল।

বাদল। তাহ'লে ক্ষুদিরাম কি?

বিনয়। ওকেও আমি চিনেছি, ও দীনেশ।

পুনরায় চাঁদীর প্রবেশ।

চাঁদী। আমিও দেখছি—প্রফুল্লচাকী কানাইলাল আর ক্ষুদিরাম; বিনয় বাদল আর দীনেশ। ওরে, মেজদা সুপতিদা ওরা সব ছড়িয়ে আছেন, আয়—আয়—তোরা আয়।

দীনেশ। ঢাকার মর্মভেদী আর্তনাদ নিয়েই তুমি এসেছ চাঁদীদি। আমি শুনেছি সেই অসহায় বিপন্ন নগরীর করুণ ক্রন্দন। তাই মেদিনীপুরের সব কাজ অন্যের উপরে ন্যস্ত করে, আমি ছুটে চলেছি ঢাকায়। ঢাকার প্রতিটি ছেলেকে আজ এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করবো—

যে, ঢাকায় ইংরেজের এই সুপরিকল্পিত দাঙ্গা, আমরা কোনমতেই হ'তে দেবো না। কিছুতেই হ'তে দেবো না, না—না—না। [প্রস্থান।

বাদল। না, কিছুতেই না। এই দাঙ্গা বাংলার মুসলমানকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে বাংলার হিন্দুর বিরুদ্ধে। হিন্দুরাও তাই মরিয়া হ'য়ে উঠেছে, প্রতিহিংসায় হয়ে উঠেছে উন্মত্ত। আর ইংরাজ তুমি হাসছো তোমার তৃপ্তির হাসি? না, ওই নিষ্ঠুর হাসি যাতে আর তুমি না হাসতে পার, তার ব্যবস্থা আমরা করবো, নিশ্চয় করবো - নিশ্চয় করবো। [প্রস্থান।

বিনয়। নিশ্চয় করবো এর যোগ্য ব্যবস্থা, নিশ্চয়। তাই আর এক মুহূর্ত এখানে আমার থাকতে ইচ্ছে কচ্ছে না চাঁদীদি। ঢাকা আমায় ডাকছে, ঢাকায় অত্যাচারিত প্রপীড়িত মা, ভাই-বোনেরা আমায় ডাকছে। পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলে দিতে আমি ছুটে যাবো সংগ্রামের পথে। সেই পথে যেতে যদি আমার মৃত্যুও হয়, সে মৃত্যুকে আমি হাসিমুখে বরণ করবো। শুধু বলে যাবো অত্যাচারী ইংরেজ শাসককে মেরে আমি মরেছি, দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্যে আমি মরেছি, হিন্দু যাতে মুসলমানকে ভাই বলে বুকে টেনে নেয়—তার জন্যে আমি মরেছি। বন্দেমাতরম্। [প্রস্থান।

চাঁদী। আর ভয় নেই—আর ভয় নেই। ওরা জেগেছে, জেগেছে বাংলার তরুণ কিশোর। ওরা মৃত্যুকে ভয় করে না, ওরা প্রলয় ঝঞ্চার টুঁটি চেপে ধরে, ওরা কালীয়দমন, ওরা সাপের মাথায় নাচে, ওরা বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে, ওরা শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বলে....ওরে ওরে ধূর্ত ইংরেজ—

"কতদিন আর এমন করিয়া শাসন চালাবি তোরা।
আমরা বাঙালী মোদের বাংলা রক্ষা করিব মোরা॥
রক্ষা করিব মোরা।" [প্রস্থান।

—চার—

নীলগঞ্জ থানা

দীনেশ ও বাদল কথা বলতে বলতে প্রবেশ করে।

দীনেশ। আমরা বাঙালী, আমাদের বাংলা, আমাদেরই তাকে রক্ষা করতে হবে। সেদিন আবগারী দোকানের সামনে পিকেটিং-এর সময়ে ঢাকার পুলিশ সুপার হডসন সাহেবকে তা বুঝিয়ে দিয়েছি।

বাদল। হডসন কিন্তু তোমার কথায় খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল।

দীনেশ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলেই একথা বুঝবি—

"যারে তুমি কর ভয়,
সে যে হায় ভীরু তোমা চেয়ে।"

আসলে মনে মনে ওরা ভীরু—সেই কথাটাই ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে, আমরা নীলগঞ্জ থানায় এসে গেছি রে বাদল!

বাদল। দীনেশ দা, নীলগঞ্জের দারোগার কাছ থেকে সেদিন রুট মার্চের সময়, তুমি জ্যোতিষদা খুব মিষ্টি খেয়েছিলে তোমরা?

দীনেশ। হ্যাঁ, সাধু ময়রার খাবারের দোকান একেবারে সাবাড় করে ফেলেছিলাম। আজও খাবো, তুই ত মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসিস, দেখবি, কি করে তোকে আজ মিষ্টি খাওয়াই। আসল কথা দারোগার রিভলবারটা নিতে হবে। তোকে আমার সহকারি লিটারেট কনেষ্টবল সাজতে হবে। পারবি ত?

বাদল। মুনসীগঞ্জে টেলিগ্রাফের তার কেটে সমস্ত যোগাযোগ

বন্ধ করে দিয়েছিলাম, এইটুকু ভয় করেনি, আর এটুকু পারবো না?

দীনেশ। পুলিশ সুপার হডসনকে আমি অনেকবার দেখেছি। সেই মাফিক ড্রেস সুপতিদা তৈরী করে দিয়েছে। লিটারেট কনেষ্টবলের ড্রেসও এনেছি। কায়দা-কানুন সুপতিদা সব শিখিয়ে দিয়েছে। মনে আছে ত?

বাদল। আছে।

দীনেশ। ড্রেসগুলো ওই ঝোপে গিয়ে বদলে ফেলি আয়।

বাদল। তুমি ত সাজবে পুলিশ সুপার হডসন।

দীনেশ। আর তুই আমার সহকারী L. c. আয়—

[উভয়ের প্রস্থান।

নীলগঞ্জ থানার দারোগা কামদেব গোস্বামী প্রবেশ করে, সঙ্গে একজন সাধারণ কনেষ্টবল।

কামদেব। L. c.-ই বা কোথায়, আর তোমরাই বা কোথায়? ডাকলে কারও সাড়া পাওয়া যায় না? কোথায় থাকা হয় বাবুদের?

পুলিশ। আমি ত কোথাও যাইনি।

কামদেব। চুপ কর। যাওনি মানে? তোমরা মনে কর আমি বোকা? টুয়েল্‌ভ ইয়ারস্ এক্সপিরিয়েন্স ইন্ পুলিশ লাইন, আমি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোই না? তোমাদের যে রস হয়েছে—রস। ঠিক সন্ধ্যের পরই মন বাজারের দিকে যেতে উসখুস করে যে, সে সব আমি জানি। জান, হডসন সাহেবকে বলে হিঁয়াসে হুঁয়া, হুঁয়াসে হিঁয়া করিয়ে বারঘাটের জল খাওয়াতে পারি।

পুলিশ। জানি বৈকি স্যার।

কামদেব। সাট্ আপ, জান না, জানলে এইসব বেয়াদবি করতে পার তোমরা? ঢাকার রায়বাহাদুর বসাককে চেন?

পুলিশ। চিনি বৈকি স্যার।

কামদেব। সাট্ আপ্, চিনলে এইসব বদমাইসী করতে পার তোমরা? টুয়েলভ ইয়ারস্ এক্সপিরিয়েন্স ইন্ পুলিশ লাইন। এই ঢাকার সরকারী উকিল সত্যনারায়ণ বাবু, চেন তাঁকে?

পুলিশ। চিনি বৈকি স্যার।

কামদেব। সাট আপ্, চেন না। চিনলে এই সব বেতমিজি করতে পার তোমরা? জান এরা সব আমার শালা-সুমুন্দির মধ্যে।

পুলিশ। বলেন কি! রায়বাহাদুর আপনার শালা?

কামদেব। শুধু আমার শালা কিরে—রায়বাহাদুর দেশের সব লোকের শালা।

পুলিশ। তাহ'লে ত' রায়বাহাদুরকে আমিও শালা বলতে পারি।

কামদেব। সাট্ আপ। তুই কি দারোগা যে, যাকে তাকে শালা বলবি?

পুলিশ। দেখুন, তুই-তোকারি করবেন না। তাহ'লে আপনাকেই আমি শালা বলে ফেলবো।

কামদেব। হোয়াট? এতবড় আস্পর্ধা, আমাকে তুই শালা বলে ফেলবি, এতবড় কথা?

পুলিশ। বড় গলা করেই বলছি, আপনি আমার শালা।

কামদেব। শালা! আমি তোমার শালা? দেখছিস আমি কেমন রেগে উঠ্ছি? শালা? আমি শালা?

পুলিশ। কেন আমি আপনার মামাতো বোন পুঁটিকে বিয়ে করিনি?

চোর।]

কামদেব। কি ?

পুলিশ। বলছি—আমি কি আপনার মামাতো বোন পুঁটিকে বিয়ে করিনি।

কামদেব। হে-হে-হে···হ্যাঁয়ে নগেন, তোর ত খুব বুদ্ধি ? ওই আমি যেমন রায়বাহাদুরের পিসতুতো বোনকে বিয়ে করেছি।

এক হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে সাধু ময়রা প্রবেশ করে।

সাধু। বিয়ের কথা হচ্ছে বুঝি ? বায়না টায়না আছে নাকি বড়বাবু ? কিছু গরম রসগোল্লা এনেছিলাম—

কামদেব। [খুব গম্ভীরভাবে] সাট্ আপ্, টুয়েলভ ইয়ারস্ এক্সপিরিয়েন্স ইন্ পুলিশ লাইন। যা তা মনে করোনা। দেখ তুমি একজন অসাধু ব্যবসাদার [চীৎকার করে] কেন—কেন তুমি এ রসগোল্লা এনেছ ?

সাধু। আপনি খাবেন বলে এনেছি।

কামদেব। তুমি কি আমাকে ঘুষ দিতে চাও ?

সাধু। কেন ! ঘুষ দেবো কেন ? আপনারা কি ঘুষ নেন ? রাম বলো। কলাটা মুলোটা মাছটা আমটা কইমাছের মত কানে হেঁটে হেঁটে আপনার কাছে এসে পড়ে। এটাও তেমনি এসে গেছে।

কামদেব। বেশ বড় বড় আছে ত' ?

সাধু। বিলক্ষণ, আপনি হলেন বড়বাবু···আপনার জন্যে বড় বড় রসগোল্লা। ছোট রসগোল্লা আপনাকে দিতে পারি ? ওই ছোটবাবুদের দেবো ছোট রসগোল্লা।

[একটি রসগোল্লা খায়]

কামদেব। ওইখানে রেখে দিয়ে যাও। বড় বলে মান, তাই ভালবেসে রেখে গেলে, কেমন?

[সাধু রসগোল্লা রেখে চলে যেতে উদ্যত হয়]

কামদেব। কিন্তু সাধু, তোমাকে যে সাতকড়িকে সঙ্গে নিয়ে আসতে বলেছিলাম।

সাধু। সাতকড়িকে পাওয়া যাচ্ছে না।

কামদেব। সাট্ আপ্। পাওয়া যাচ্ছে না মানে? বলি পাওয়া যাচ্ছে না মানেটা কি? শোন, স্বদেশী ডাকাত দীনেশের সেদিনের ব্যাপারে সাতকড়িকে আমার চাই।

সাধু। সাতকড়িকে পাওয়া যাচ্ছে না।

কামদেব। সাট্ আপ্—টুয়েলভ্ ইয়ারর্স এক্সপিরিয়েন্স ইন পুলিশ লাইন। কত "হাঁ"-কে না করেছি, কত "না" কে "হাঁ" করেছি। পাওয়া যাচ্ছে না....মানে? বলি মানেটা কি? মানে?

পুলিশ। তা তুমি এক কাজ কর না কেন ময়রা মশাই!

কামদেব। নগেন, তুমি আবার এর মধ্যে নাক গলাচ্ছ কেন? জান, আমি তোমাকে বরখাস্ত করিয়ে দিতে পারি। এক্ষুনি পারি, এই মুহূর্তে পারি।

পুলিশ। বলি আপনার ত' সাতকড়িকে চাই?

কামদেব। হ্যাঁ, সাতকড়িকে আমার চাই-ই চাই।

পুলিশ। ময়রা মশাই, সাতকড়িকে যখন পাওয়াই যাচ্ছে না তখন এক কাজ করুন, আপনি ওর বাবা পাঁচকড়িকে আর ছোট ভাই দু'কড়িকে ডেকে নিয়ে আসুন, পাঁচে দুই-এ সাত হ'লো।

কামদেব। ঠিক—ঠিক, নগেনের কি বুদ্ধি। বেশ...তাই কর। ওদেরই ডেকে নিয়ে এস। পাঁচে দুই-এ সাত, এত অঙ্কে মিলে

যাচ্ছে। হবে—হবে, তাই আন। বুঝেছ সাধু, নগেনের বুদ্ধিতে তুমি খুব বেঁচে গেলে, নইলে খুব সাংঘাতিক ব্যাপার হ'য়ে যেত, আমি গুলি করতাম।

[পিস্তল বের করে]

সাধু। [হাত উঁচু করে] কাকে ?

কামদেব। সাতকড়িকে। সাতকড়ি আমার কি ক্ষতি করেছে জান ? সেদিন···বুঝেছি··সেদিন সেই স্বদেশী ডাকাত দীনেশের দল যখন এসেছিল মার্চ করে। বাধা দিয়েছিলাম কিনা ?

সাধু। দিয়েছিলেন ত'। আর ওরা আমার দোকানের সিঙাড়া নিমকি থেকে আরম্ভ করে—পচা রসগোল্লাগুলো পর্যন্ত খেয়ে সাবাড় করে দিল।

কামদেব। মিষ্টি খাইয়ে, মিষ্টি কথা বলে, ওদের সেদিন ফেরৎ দিয়েছিলাম কিনা ?

সাধু। দিয়েছিলেন ত।

কামদেব। কিন্তু সাতকড়ি, সাতকড়ি কি করলে জান ? সাতকড়ি সাত তাড়াতাড়ি সেই দীনেশ জোয়ানটার কাছে গিয়ে বল্লে, দারোগাবাবু যদি আপনাদের না খাওয়ান, আমি আপনাদের ওঁর স্ত্রীর কমলাদির কাছে নিয়ে যাবো, তিনি দেখতেও খুব ভাল, মানুষও ভাল।

সাধু। সেত চুকে বুকে গেছে, তা নিয়ে আপনার অত মাথাব্যথা কেন ?

কামদেব। মাথাব্যথা কি আর সাধে ? আমার স্ত্রী তার কমলাদি হ'লো কবে ? আর তাছাড়া আমার স্ত্রী যে দেখতে ভাল তা ও জানল কি করে ? আর সে কথা ওই সব জোয়ান ছেলেদের

কাছে বলার কি দরকার? যখনই ভাবি....রাগে আমার শরীর কাঁপতে থাকে, ওকে গুলি করে মারতে ইচ্ছে করে। নগেন যদি রসিকতাটুকু না করতো, তাহ'লে ত' একটা খুন খারাবি হয়ে যেতে পারতো?

নগেন। তাইত বলি, মাঝে মাঝে আমার কথা শুনবেন।

হডসনবেশে দীনেশ ও কনষ্টেবলবেশে বাদল প্রবেশ করে।

দীনেশ। হ্যাঁ....মাঝে মাঝে আমার কথাও শুনবেন।

বাদল। হডসন সাহেব।

কামদেব। মিঃ হডসন! গুড ইভিনিং স্যার—

[নগেন স্যালুট জানায়—সাধু জোড়হাত করে নমস্কার জানায়।]

বসুন স্যার.......

দীনেশ। একজন স্পেশাল এল, সি, কে নিয়েই...সিভিল ড্রেসে গোপনে বেরিয়েছি। শুনলাম একদিন স্বদেশী ডাকাত বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম বলে এই গাঁ লুঠ করতে এসেছিল?

কামদেব। এসেছিল ঠিক। তবে স্যার লুঠ-তরাজ কিছু করেনি।

দীনেশ। আপনি তাদের সিঙ্গাড়া, কচুরী, সন্দেশ, রসগোল্লা খাইয়েছেন?

কামদেব। খাওয়াইনি, তবে তারা খেয়েছে। এই ত' সাধু এখানেই আছে ওর দোকানই ত' তারা সাবাড় করেছিল। আর স্যার দীনেশ বলে ছেলেটা কি খাওয়াই না খেলে, বাপ...দেখতেও তাগড়া আর খেলেও খুব।

দীনেশ। চুপ করুন।

কামদেব। হ্যাঁ স্যার।

দীনেশ। হ্যাঁ স্যার কি?

কামদেব। না স্যার…। এই নগেন, এই সাধু! দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও…যাও ..স্যারেদের জন্যে রেকাবি ভরে খাবার নিয়ে এস। জলদি যাও…

দীনেশ। না…না…আবার খাবার কেন? আমরা ঢাকায় গিয়ে খাবো।

[কামদেবের ইসারায় নগেন ও সাধু চলে যায়।

কামদেব। তাই কি হয় স্যার? আমার ত' সৌভাগ্য…আপনি পায়ের ধূলো দিয়েছেন আমার থানায়।

দীনেশ। [রেগে মেজাজ দেখিয়ে] কিন্তু এতবড় একটা ডাকাতের দলকে হাতে পেয়ে, আপনি তাদের মিষ্টি খাইয়ে ছেড়ে দিলেন? কোন রিপোর্ট করলেন না আমার কাছে? পায়ের ধূলো ত' সেই জন্যেই দিতে হ'লো।

কামদেব। তারা ত' ডাকাতি করেনি স্যার!

দীনেশ। তা হ'লেও রিপোর্ট দেওয়া উচিত ছিল। এ আপনার কর্তব্য কর্মে গাফিলতি। তারপরে একথাও আমার কানে গেছে, সাতকড়িকে আপনি খুন করতে চান?

এই সময়ে খাবার নিয়ে আসে নগেন
আর জল নিয়ে আসে সাধু।

কামদেব। একটু মিষ্টিমুখ করে নিন স্যার, তারপরে গালমন্দ যা হয় করবেন। নগেন, পাখা আন—পাখা। স্যারেদের বাতাস কর…বাতাস কর।

[দীনেশ ও বাদল নিশ্চিন্তে খায়। নগেন
পাখা এনে বাতাস করে।]

কামদেব। ওহে সাধু, ঢাকাই অমৃতি দাওনি?

সাধু। ভুলে গেছি তাড়াতাড়িতে, আনবো?

কামদেব। ভুলে গেছি, এদিকে যে চাকরী নট্ হয়ে যাবে। কয়েকটা ঢাকাই অমৃতি এনে দিই স্যার। এই সাধু, অমৃতি… অমৃতি নিয়ে এস।

দীনেশ। না না—আর দরকার নেই, খেয়েছি ত সবই। ওই হাঁড়িতে কি?

কামদেব। গরম রসগোল্লা আছে, বেশ বড় বড় স্যার! দেবঃ স্যার?

দীনেশ। রসগোল্লার হাঁড়ি এখানে কেন?

কামদেব। ওই সাধু স্যার—

দীনেশ। সাধু কি?

কামদেব। সাধু ওর বোনের বাড়ী যাচ্ছিল, আমি ডাকলাম, —তাই এখানে রেখে, আমার সঙ্গে কথা বলছিল।

দীনেশ। না ভেট এসেছে?

কামদেব। [জিব বের করে দুই কান ধরে] ওকথা বলবেন না স্যার।

দীনেশ। কেন বলবো না! আমি এস, পি.। আপনি আমাকে বুদ্ধি দেবেন না। আপনার মত অনেক ইডিয়ট "ও. সি."কে আমায় চালাতে হয়। আপনার বিরুদ্ধে দু'টি চার্জে আপনাকে আমি ডিগ্রেড করে দেবো।

কামদেব। দু'টো চার্জ? স্যার—

দীনেশ। দু'টো কেন, এখন ত দেখছি তিনটে।

কামদেব। দু'টোও নয়—তিনটে?

দীনেশ। হ্যাঁ, প্রথম চার্জ—আপনি স্বদেশী ডাকাতদের ধরতে পেরেও, মিষ্টি খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় চার্জ—সাতকড়িকে আপনি গুলি করে মারতে চেয়েছিলেন।

কামদেব। ওটা নিছক রসিকতা স্যার।

দীনেশ। গুলি করে মারতে চাওয়া রসিকতা নয়। আর তিন নম্বর চার্জ—আপনি ঘুষখোর। ওই রসগোল্লার হাঁড়িই তার প্রমাণ! এল, সি, ওই হাঁড়িটা উঠিয়ে নাও ত'। হেডকোয়াটার্সএ জমা দিতে হবে।

[বাদল হাঁড়িটা নিয়ে নেয়।]

শুনুন, আপনি একজন অপদার্থ, আহাম্মক, ঘুষখোর মূর্খ দারোগা। কে যে আপনাকে দারোগা করেছে জানি না। আপনি বড় দারোগা হবার যোগ্য নন। সে যোগ্যতা আপনার নেই।

কামদেব। স্যার!

দীনেশ। তাই সবদিক বিবেচনা করে আমি আপনাকে ও, সি, থেকে কনষ্টেবল-এ নামিয়ে দিলাম। আজ থেকে আপনি আর এ থানার ও, সি, নন, সামান্য একজন কনষ্টেবল মাত্র। এস "এল, সি।" [চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ফিরে এসে] হ্যাঁ—দেখি পিস্তলটা—

কামদেব। পিস্তল স্যার—

দীনেশ। [ধমক দিয়ে] দিন। [দারোগা পিস্তল দিয়ে দেয় দীনেশের হাতে] চল—

[দীনেশ ও বাদল বেরিয়ে যায়।

[কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে কামদেব দারোগা। তাকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে নগেন আর সাধু।]

কামদেব। পিস্তলটাও নিয়ে গেলেন?

নগেন। পিস্তল ত সাহেব নেবেই, আপনি ত আর এখন ও, সি, নয়।

কামদেব। [উঠে] নিশ্চয়ই আমি "ও, সি", বল্লেই হলো "ও, সি" নয়? হডসন সাহেব জানে না, রায়বাহাদুর বসাক আমার শ্যালা। এইতো সেদিন লাটসাহেব এসে গেল তাঁর বাড়ীতে। আমি দেখে নেবো হডসনকে। ও আমাকে হেঁচি-পেঁচি মনে করেছে বুঝি? তা-বড়, তা-বড় সাহেব সুবার সঙ্গে রায়বাহাদুরের দোস্তী। আমি ডিগ্রেড? আমি কনষ্টেবল? দেখবো—দেখবো—দেখবো। আমিও বলে রাখছি, আমি ও, সি, থেকে ইনস্পেক্টর হবো, নিশ্চয়ই হবো। নচেৎ ওই স্বদেশী ডাকাতদের সঙ্গে মিশে গলা ফাটিয়ে বলবো—বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম—বন্দে—চুপ—

[মুখে হাত চেপে চুপি চুপি বেরিয়ে যান। সঙ্গে যায় নগেন আর সাধু]

—পাঁচ—

পুলিশ ক্লাব—ঢাকা।

চাঁদবিবিকে নিয়ে রায়বাহাদুর প্রবেশ করে।

চাঁদবিবি। বন্দে মাতরম, আমি একেবারে শুনতে পারিনে রায়বাহাদুর।

রায়বাহাদুর। শুনতে পারবে কেন? ওটা হলো স্বদেশীদের ডাকাতি করবার মন্ত্র। বঙ্কিমবাবুও আর খেয়ে দেয়ে কাজ পান নি, সুজলাং সুফলাং লিখলেন ভাল, কিন্তু বন্দে মাতরম কেন? বন্দে মাতরম বলে স্বদেশীগুলো এখন ডাকাতি করছে।

চাঁদবিবি। রায়বাহাদুরের মত এমন সাধু লোক হয় না। তোমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে, বড় বড় সাহেব সুবার নজরেও পড়ি। তোমরাও সময়ে অসময়ে কিছু পয়সাকড়ি, গয়না-গাটি দাও। কিন্তু সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকি, কখন এই স্বদেশী ডাকাতরা বাড়ীতে না হানা দেয়।

রায়বাহাদুর। সে কথা হডসন ও লোম্যান সাহেবকে বলে রাখতে হবে। তারপর তুমি যদি গোপনে গোপনে আমাদের কাজ কর, সবরকম ব্যবস্থাই তোমার জন্যে করতে হবে। ওই যে ওঁরা এসে গেছেন।

মিঃ হডসন ও মিঃ লোম্যানের প্রবেশ।

রায়বাহাদুর। গুড মরণিং সারস্।

মিঃ লোম্যান। ঢাকায় এলে, রায়বাহাদুরের আয়োজনটা বেশ ভাল হয়। বেশ মজাদারি।

মিঃ হডসন। এই দেখুন না—কেমন খুবসুরৎ ইণ্ডিয়ান ওম্যান এনেছেন রায়বাহাদুর।

রায়বাহাদুর। ঢাকার সেরা বাঈজী। যেমন নাচে, তেমন গান গায়, নাম চাঁদবিবি। নাম শুনেছেন নিশ্চয়, বলেছিলাম কলকাতায়?

[চাঁদবিবি একবার কুর্ণিশ করে।]

মিঃ লোম্যান। চাঁদবিবি? আচ্ছা! সুলতানা চাঁদবিবি।

[চাঁদবিবি আবার কুর্ণিশ করে।]

রায়বাহাদুর। নাইটিংগেল মানে ও ঢাকার বুলবুল। মিঃ লোম্যান, ওর গান শুনে আপনি প্রশংসা না করে পারবেন না।

মিঃ লোম্যান। বেশ—তাহ'লে গান হোক। কি বলেন মিঃ হডসন?

মিঃ হডসন। হ্যাঁ—হোক না।

রায়বাহাদুর। চাঁদ—একেবারে জমিয়ে দিতে হবে কিন্তু।

[চাঁদবিবি গান আরম্ভ করে—সঙ্গে সঙ্গে মৃদু অঙ্গ
সঞ্চালন। রায়বাহাদুর মদের ব্যবস্থা
করেছেন। মদ চলে।]

চাঁদবিবি।—

গান

আঁখে তুঝকো দেখ রাই হ্যায়।
দিল ত' গিরিগার হ্যায়।
সবকি সুরৎ দিদা হ্যায় তুঝ্‌কি।
সুরৎ না—দিদা হ্যায়।

ইসক্ ইসক কি লহর যব উঠ্‌তা হ্যায়,
রুহ জিসম্ সে খাক হোতা হ্যায়,
ইসি ইসক্ কা ক্যায়া বুরা হ্যায়,
লাখো আদমি বিগড় গিয়া হ্যায়।

রায়বাহাদুর। বাঃ—বাঃ!

মিঃ লোম্যান। চমৎকার! Excellent! (একসেলেণ্ট)

মিঃ হডসন। খুব ভাল গান—এর মানে কি হলো রায়বাহাদুর?

রায়বাহাদুর। প্রেমবিষয়ক, আর প্রেম করে কত লাখো আদমি বিগড গিয়া হ্যায়—মানে বিগড়ে গেল।

মিঃ হডসন। তাই নাকি—হাঃ হাঃ হাঃ!

মিঃ লোম্যান। ঠিক আছে—এই নাও নজরানা। আচ্ছা রায়বাহাদুর, তাহ'লে আসুন—আসল কথায় আসা যাক।

রায়বাহাদুর। হ্যাঁ—নিশ্চয়—নিশ্চয়, কাজের কথায় আসতে হবে বৈকি।

মিঃ লোম্যান। শোন চাঁদবিবি, আসল কথা, তোমাকে আমরা এখন থেকে আমাদের লোক বলে মনে করবো। অবশ্য, আমাদের জন্য তুমি যে কাজ করবে তার জন্যেও তুমি নজরানা পাবে।

চাঁদবিবি। কি কাজ আমাকে করতে হবে সাহেব?

মিঃ লোম্যান। তুমি যে এলাকায় থাক, সেখানে সাধারণ ভদ্রলোক বেশী থাকে না।

রায়বাহাদুর। বিশেষ করে রাতজাগা পাখীরাই ও অঞ্চলে ভীড় জমায়।

মিঃ হডসন। ঠিক কথা।

রায়বাহাদুর। ঠিক কথা, মানে—একেবারে ঠিক।

মিঃ লোম্যান। সে কারণে, ওই অঞ্চলে স্বদেশী ডাকাতদের বা চট্টগ্রামের পলাতক আসামীদের কেউ কেউ আত্মগোপন করে থাকতে পারে। চট্টগ্রামের নেতারা নাকি কেউ কেউ এই অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে আছে।

রায়বাহাদুর। তুমি একটু নজর রাখবে, কারও বাড়ীতে কেউ লুকিয়ে আছে নাকি? টুক করে খবরটা আমাকে দেবে, আমি টুক করে সাহেবদের কানে কথাটা উঠিয়ে দেবো, আর ওরা টুক্ করে তাকে ধরে নিয়ে আসবেন।

চাঁদবিবি। তা ত' বটেই—টুক্ টুক্ করে সব ব্যাপারটা কেমন টুক করে হয়ে যাবে। বেশ হবে—না? শুনেছি ওদের কাছে পিস্তল থাকে। যদি জানতে পারে তাহলে যে আমাকে গুলি করে মারবে।

মিঃ লোম্যান। আমি তোমাকে পিস্তল দেবো। তোমার ভয় কি? আমরা ত' আছি তোমার পিছনে। পিস্তল চালাতে পারবে ত'?

রায়বাহাদুর। পারবে—পারবে, না হয় আমি ওকে হাতে ধরে শিখিয়ে দেবো।

মিঃ হডসন। আসামী ধরিয়ে দিতে পারলে, বহুৎ বকশিস্ পাবে চাঁদবিবি!

মিঃ লোম্যান। কি রাজী ত?

চাঁদবিবি। আমি চাঁদবিবি, নাচতে পারি, গাইতে পারি, চোখের কটাক্ষে তোমাদের মন হরণ করতে পারি, আমি কি না পারি, সব পারি। আর আমাদের দেশে ছিলেন আর এক নারী চাঁদবিবি। সুলতানা চাঁদবিবি, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিলেন, কি বোকা মেয়ে। আর আমি চাঁদবিবি, চাঁদীর জন্যে

দেশের সোনারচাঁদ ছেলেগুলোকে তোমাদের হাতে ধরিয়ে দেবো, কেমন মজা হবে—তাই মা গো?

রায়বাহাদুর। বুঝতে পারবে ব্যাটারা কত ধানে কত চাল।

মিঃ লোম্যান। That's all right. (দ্যাটস্ অল্ রাইট)। ঠিক আছে।

চাঁদবিবি। এখন যাই সাহেব।

মিঃ লোম্যান। Oh! yes (ওহ্ ইয়েস্)—রায়বাহাদুর, ওকে পৌঁছে দিয়ে আসুন। হ্যাঁ, মিঃ হডসন, ওকে একটা পিস্তলের ব্যবস্থা করে দেবেন। কেমন?

চাঁদবিবি। আসি সাহেব, পিস্তলটা একটু তাড়াতাড়ি দিও সাহেব।

মিঃ হডসন। আমি কালই পাঠিয়ে দেবো।

রায়বাহাদুর। পিস্তল কালই পাবে—চল।

চাঁদবিবি। চল রায়বাহাদুর! সেলাম সাহেব—সেলাম!

রায়বাহাদুর। আমি যাই স্যার।

[রায়বাহাদুরের সঙ্গে চাঁদবিবি বেরিয়ে যায়।]

মিঃ লোম্যান। খুব ক্লেভার আছে মেয়েটি, খুব বুদ্ধিমতী। একটু নজর রাখবেন, ও কাজের হবে, কাজ পাবেন ওর কাছে। টেগার্ট সাহেব আমাকে বলেছিলেন ওর কথা। স্পাই হবার যোগ্যতা রাখে।

রায়বাহাদুর পুনরায় ফিরে এলেন। সঙ্গে তাঁর নীলগঞ্জের দারোগা কামদেব।

রায়বাহাদুর। ফিরে এলাম স্যার, একটা দরবার নিয়ে। এই ভদ্রলোক—ইনি নীলগঞ্জের ও. সি.। আমার একরকম আত্মীয়।

[কামদেব স্যালুট করে।]

ওর একটা আরজি আছে আপনার কাছে। শুনবেন অনুগ্রহ করে। ও আমাদের খুব অনুগত। যাও হে কামদেব, এগিয়ে যাও, বলে ত দিলাম। আমি চলি মিঃ লোম্যান, মিঃ হডসন—বাই বাই।

[রায়বাহাদুরের প্রস্থান।

কামদেব। স্যার আমাকে রক্ষা করুন স্যার! [পায়ে পড়ে]

মিঃ লোম্যান। কি হয়েছে তোমার? ওঠ—ওঠ, কি ব্যাপার?

কামদেব। স্যার, আমি নীলগঞ্জ থানার ও. সি। ক'দিন আগে এক দল স্বদেশী ডাকাত এসেছিল গাঁ লুঠ করতে। আমি তাদের মিষ্টি খাইয়ে বাধা দিয়েছিলাম স্যার। কিন্তু হঠাৎ হডসন সাহেব সেখানে আমার থানায় একদিন গিয়ে আমার পিস্তল কেড়ে নিয়ে এসেছেন। আর আমাকে হুমকি দিয়ে এসেছেন, আমাকে কনেষ্টবল করে দেবেন। ও. সি. থেকে একেবারে কনেষ্টবল স্যার? আমাকে দয়া করুন স্যার। আপনি বললে হড্‌সন্ সাহেব শুনবেন স্যার।

মিঃ লোম্যান। হড্‌সন্ সাহেবকে তুমি চেন? ডু ইউ নো হিম?

কামদেব। না স্যার, চিনতাম না স্যার। সেই দিনই প্রথম দেখি।

মিঃ লোম্যান। দেখ তো, তিনি এখানে আছেন নাকি?

কামদেব। [চারিদিকে তাকিয়ে] না স্যার, তিনি এখানে নেই।

মিঃ লোম্যান। নেই? ভাল করে দেখ, ভাল করে দেখ।

কামদেব। না স্যার, তিনি এখানে নেই।

মিঃ লোম্যান। তুমি ভুল বলছো, তুমি হড্‌সন্ সাহেবকে দেখনি।

কামদেব। দেখেছি স্যার, জলজ্যান্ত মনে আছে। গটমট করে এলেন, বললেন—আমি হডসন।

মিঃ লোম্যান। না, তিনি হড্‌সন্ নন। যিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, এঁরই নাম হড্‌সন্।

কামদেব। [স্যালুট করে] আপনি মিঃ হড্‌সন্‌ ?

মিঃ লোম্যান। হ্যাঁ, উনিই মিঃ হড্‌সন্‌।

কামদেব। তবে ? যাকে দেখলাম তিনি তাহ'লে কে ?

মিঃ লোম্যান। তিনি যেই হোক না কেন, হডসন নন।

মিঃ হডসন্‌। আমি ত তোমার এলাকায় যাইনি অনেকদিন। আর তাছাড়া আমি গিয়ে যদি স্বদেশী ডাকাত ধরতাম, তাহলে ত কাগজে বের হতো।

মিঃ লোম্যান। নাও দি থিং ইস ক্লিয়ার। ব্যাপারটা এখন স্পষ্ট। স্বদেশীরা হারুণ-অল-রসীদের মত. সম্রাট আকবরের মত ছদ্মবেশে ওস্তাদ। আমার মনে হয় ছদ্মবেশে কেউ হড্‌সন্‌ সেজে এসেছিল।

কামদেব। আমারও অবশ্য একটু খট্‌কা লেগেছিল।

মিঃ হডসন। শোন সেই নকল হডসনটিকে তুমি খুঁজে বের করতে পারবে ?

কামদেব। নিশ্চয় পারবো। কিন্তু স্যার আমার পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে গেছে যে।

মিঃ হডসন। রিপোর্ট দিয়েছো ?

কামদেব। না স্যার, ভেবেছিলাম আপনি নিয়ে এসেছিলেন।

মিঃ হডসন। Stop! You are a fool (স্টপ্‌ ইউ আর এ ফুল)। রিপোর্ট দিয়ে নতুন পিস্তলের দরখাস্ত দিয়ে যাও। আর শোন, তুমি যদি ওই নকল হডসনকে ধরে দিতে পার, তোমাকে ও. সি থেকে Inspector করে দেবো, নইলে কনেষ্টবলই তোমাকে হ'তে হবে।

কামদেব। ওকথা বলবেন না স্যার। বেটারা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে

[প্রবাহ।

বটে, কিন্তু স্যার, I am a loyal servant. (আই অ্যাম এ লয়্যাল সারভেণ্ট) রাজভক্ত প্রজা। আমি ব্যাটাদের ধরে ধরে ঠ্যাঙাবো।

মিঃ লোম্যান। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি বাইরে অপেক্ষা কর।

কামদেব। আচ্ছা স্যার। স্যার, আমি Inspector হলে, আমি বলছি স্যার—স্বদেশী করলে, যদি দরকার হয়, আমি আমার বাবাকে পর্যন্ত ধরিয়ে দেবো।

[প্রস্থান।

মিঃ লোম্যান। লোকটা বোকা বটে, কিন্তু লোভ দেখিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু আপনার সেই চাঁদু আর রাজু কই? গভর্ণরের পুরস্কার ওদের দিয়ে দিতে হবে।

একজন পুলিশ চাঁদু গুণ্ডা ও রাজু গুণ্ডাকে সঙ্গে করে প্রবেশ করে।

চাঁদু। [বলতে বলতে আসে] কাজ ত একরকম সবই কইরা দিছি। লোম্যান সাহেব ডাকছে—ভালই করছে।

মিঃ হডসন। আরে এস—এস চাঁদু, এস রাজু, তোমাদের কথা বলেছি মিঃ লোম্যানকে। লাটসাহেবের হয়ে উনিই তোমাদের পুরস্কৃত করবেন।

মিঃ লোম্যান। তোমরা সরকারের পক্ষ নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যেমন জিইয়ে রেখেছ, তাতে আমরা খুবই সন্তুষ্ট। বিশেষ করে গভর্ণর সাহেব। তিনিই তোমাদের পুরস্কার দিচ্ছেন।

চাঁদু। সে আপনাগো মেহেরবানী। সেলাম জানাই সাহেব—সেলাম। আপনেরা য্যামন য্যামন চাইছেন, ত্যামন ত্যামন দাঙ্গা বাধাইয়া দিছি। দাঙ্গা ত এখনও জোরদার আছে সাহেব।

মিঃ লোম্যান। জানি সে কথা। তোমরা আমাদের প্রকৃত বন্ধু। ঢাকায় এসে আমি চারিদিকে যা দেখেছি, গভর্ণর নিজেও যা দেখেছেন, তাতে তোমাদের প্রশংসা করতেই হয়।

চাঁদু। হ, বেবাক মানুষ মারছি ত। প্রশংসা করবেন না ক্যান? এই ব্যাটা রাজু, হাজার নারীর সতীত্ব নষ্ট করছে।

মিঃ লোম্যান। ও তাই নাকি? সাবাস্! শোন, শুধু মানুষের মনে ভয়টা জিইয়ে রাখবে। আর আমাদের সঙ্গে যারা বেইমানী করছে, এই সুযোগে, আমরা তাদের সায়েস্তা করে দিতে চাই।

চাঁদু। বেইমান কথাডা যখন কইলেন, বেইমান আমরা বেবাকই: বেইমান আপনেরা, বেইমান আমি। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধাইয়া বাঁদরের পিডা ভাগ করবেন তাও আমি জানি। কিন্তু যা করাছ ·· করছি সাহেব, আর না। যখন দেখছি, মুসলমান আইয়া হিন্দু মায়ের কোলের পোলায় ছিনাইয়া লইতাছে, যখন দেখ্‌ছি হিন্দু আইয়া মুসলমান মায়ের কোলের পোলায় ছিনাইয়া লইতাছে, তখন দেখছি যে মা চীৎকার কইরা ডুকরাইয়া কাইন্দ্যা কইতাছে, ওগো, আমার বুকের ধন, আমার দুধের বাছারে, এমন কইর‍্যা ছিনাইয়া নিও না, সে মা হিন্দুও না, মুসলমানও না, সে মা আমাগো বাংলাদেশের একই বাঙালী মা - একই বাঙালী মা।

মিঃ হডসন। চুপ কর রাস্‌কেল! [জোরে চড় মারে।] ওকে arrest (এ্যারেষ্ট) কর।

[পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করে।]

মিঃ লোম্যান। শুধু চড়ে হবে না। ওকে আমার সামনেই ধোলাই দাও। হুইপ মারো হুইপ।

একজন পুলিশ চাবুক নিয়ে আসে।

মিঃ হডসন। Start whipping. (স্টার্ট হুইপিং)

চাঁদু। হুইপ মারবা সাহেব, মারো। [হডসন বার-বার চাবুক মারতে থাকে] অনেক মায়ের চোখের জল ফ্যালাইছি। সেই মা আমার সামনে আইয়া খাড়াইয়া আছে। ওই হুইপের মারে, আর আমি ভুলুম না আমার মায়েরে। ওই বেত মাইর‍্যা আর আমারে মা ভোলাইতে পারবি নারে শয়তানের দল। কিরে রাজু খাড়াইয়া খাড়াইয়া কাঁদো ক্যান? ওগো একটারে ঘুষি দিয়া মাইর‍্যা মর না হারামজাদা—মর না!

[লুটিয়ে পড়ে চাঁদু]

মিঃ লোম্যান। রাইফেল নিয়ে এস।

তাড়াতাড়ি দুইজন পুলিশ দুটি রাইফেল নিয়ে আসে।

চাপ মার।

[পুলিশ দুইটি চাঁদুকে ধরে চাপ দিল পেটে রাইফেল দিয়ে।
চাঁদু চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার উপরে
লোম্যান সাহেব বুট দিয়ে মারে।]

রাজু। [আঁতকে ওঠে] ওঃ!

মিঃ লোম্যান। কি, তুমি আমাদের কথা শুনবে না—চাঁদুর মত ধোলাই খাবে?

রাজু। না না, অত্যাচারে তোমরা আমাগো বাবা সাহেব। আমরা এত পারি নাই। আমি শুনুম সাহেব, আমি তোমাগো কথা শুনুম। চাঁদু মরছে মরুক। আমি মরতে পারুম না সাহেব—আমি মরতে পারুম না। [পায়ের তলায় বসে পড়ে]

মিঃ লোম্যান। এই তোমরা একে নিয়ে যাও। [দু ইজন পুলিশ চাদুকে নিয়ে যায়।] রাজু!

রাজু। সাহেব!

মিঃ হডসন। তোমার গলা কেঁপে উঠল কেন?

রাজু। না, কাঁপে নাই ত! ঠিকই আছে। শক্ত লোহার মতই আছে। কন না কি করতে হইব।

কামদেব একটা যুবতী মেয়েকে ধরে নিয়ে আসে।

কামদেব। স্যার, এই মেয়েছেলেটির বাড়ীতে চাটগাঁর আসামী ছিল, চড়াও হ'তেই আসামী পালিয়েছে।

মিঃ লোম্যান। আসামী পালাল? কোথায় পালাল?

কামদেব। কিছুতেই বলতে চায় না স্যার। ওর হাতে পিন ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে। গরম ডিম ভরে দেওয়া হয়েছে ওর শরীরে। [পিনের রক্ত ওর হাতে ছিল।]

মিঃ হডসন। তবু রাজী নয়! আবার পিন লাগাও।

কামদেব। আমি লাগাবো স্যার?

মিঃ হডসন। হ্যাঁ, ভারতবাসীকে দিয়েই ভারতবাসীর গায়ে আমরা পিন ফোটাব। রাজু, মেয়েটাকে ধরে রাখ, আর তুমি ওর হাতে পিন মারো।

[রাজু এগিয়ে আসে, এবং মেয়েটির চুল ধরে
উঁচু করে ধরে। কামদেব পিন মারে।]

মেয়েটি। [চীৎকার করে ওঠে] রাজু ভাই!

রাজু। না!না, আমি পারুম না সাহেব, ও আমার মামুর মাইয়া—আমার মামুর মাইয়া।

মিঃ হুডসন। মামুর মাইয়া? Shat up (সাট্ আপ্)!

রাজু। তুমি আমারেও মারো সাহেব, আমারেও মারো, আমি পারুম না—আমি পারুম না।

মিঃ হুডসন। পারুম না? শালা—

[হুডসন রাজুকে চাবুক মারে, বুটের লাথি মারে, রাজু চীৎকার করে ওঠে।]

শালা কুত্তাকে বাচ্চা, শালা—[মারতে মারতে রাজুকে বাইরে বের করে দেয়] ও. সি—

কামদেব। Yes sir, (ইয়েস স্যার) ওকে আমার উপরে ছেড়ে দিন স্যার। আমি ওর বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো। আমি Inspector (ইন্সপেক্টর) হব ত' Sir?

মিঃ হুডসন। Idiot (ইডিয়ট)। ওকে এখন লক-আপ-এ নিয়ে যাও। আর হাবিলদারকে বলবে, দশজন পাঠান সেপাই ওর ওখানে রাত্রে পাহারা দিতে। স্বীকার করবে না? বাপ বাপ বলে স্বীকার করবে। যাও—নিয়ে যাও।

কামদেব। চল্—স্যার!

[হুডসনকে Salute করে মেয়েটিকে টেনে নিয়ে চলে যায়।

মিঃ হুডসন। বাংলাদেশের মেয়েগুলো খুব সাংঘাতিক, নির্যাতন কর, স্বীকারোক্তি আদায় করা যায় না।

দ্রুত রায়বাহাদুরের পুনঃ প্রবেশ।

রায়বাহাদুর। দুঃসংবাদ স্যার!

মিঃ লোম্যান। কি হয়েছে?

রায়বাহাদুর। বড় দুঃসংবাদ স্যর! মিসেস বার্টের সঙ্গে হাস-

পাতালের পথে দেখা। আমাদের জল-পুলিশ-সুপার মিঃ বার্ট হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আগামীকাল সকালে আপনাদের একবার যেতে বলেছেন মিসেস্ বার্ট। উনি মিডফোর্ড হসপিটালে আছেন।

লোম্যান। মিডফোর্ডে? বেশ, কাল সকালে যাবো। চলুন রায়বাহাদুর, চলুন মিঃ হডসন, গভর্ণরকে সংবাদটা দিয়ে আসি। হয়তো তিনিও যেতে পারেন।

[সকলের প্রস্থান।

—ছয়—

আখড়া।

লাঠিহাতে হরিদাস, বাদল ও দীনেশের একসঙ্গে প্রবেশ।

হরিদাস। দারোগাকে তাহলে তোরাও খুব ঠকিয়েছিস? ভুরি-ভোজ খেয়েও এসেছিস্ আবার পিস্তলটাও নিয়ে এসেছিস? সাবাস! লাঠিখেলাও তো বেশ শিখেছিস তোরা।

দীনেশ। আপনি কি আজই কলকাতা চলে যাবেন মেজদা?

হরিদাস। হ্যাঁ···আজই চলে যাবো। থাকার ব্যবস্থা এক রকম ঠিকই আছে। সুপতির নির্দেশে তোরা কাজ করবি। যাবার আগে তোদের সঙ্গে দেখা করে যেতে এলাম। কিন্তু সুপতি ত এখনও এল না। আমি আর দেরী করতে পারছি না। ঠিক আছে,

বিনয় বাদল দীনেশ

[প্রবাহ ।

সুপতি, তোরা সবাই তো কলকাতা যাবিই···ওখানেই দেখা হবে। তবে তোদের কাছে একটা কথা বলে যাই। আমরা অমৃতের সন্তান, আমাদের মৃত্যু নেই। মৃত্যু জয়ের সেই আত্মশক্তি কাপুরুষের দ্বারা আয়ত্ত হতে পারে না। নয়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।

[প্রস্থান ।

বাদল। দীনেশদা, তুমিও রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, শোনাবে একটা আবৃত্তি ?

নিকুঞ্জ সেনের প্রবেশ।

নিকুঞ্জ। একটা কথাই তোমাদের আজ বার-বার আবৃত্তি করতে হবে,—"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক !" উত্তরাধিকার সূত্রে দেশাত্মবোধের এই নতুন মন্ত্র পেয়েছে বাংলার দামাল ছেলেরা। কত ত্যাগ, কত রক্তাক্ত অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে, আজও দিতে হবে। বিদ্রোহী মনই বিপ্লবকে জন্ম দেয়। বিপ্লবই জাতিকে, একটা পরাধীন জাতিকে দেবে পুনর্জীবন।

সুপতির প্রবেশ।

সুপতি। শুধু বিপ্লব নয়··· সশস্ত্র বিপ্লব। দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করতে বিপ্লব অনিবার্য। জাতির মেরুদণ্ড যখন পঙ্গু হয়ে আসে, রামরাজ্য আবরণে তাকে তখন বাঁচিয়ে রাখা যায় না। তাই আজ কালপুরুষ···সেই কালপুরুষই সঙ্গে নিয়ে আসে বিপ্লব। পচা পুরনো শাসন ও শোষণ-এর কাঠামোকে ভেঙ্গেচুরে নতুন সমাজ, নতুন সভ্যতা গড়েছে এই বিপ্লব, এই বিপ্লবের অর্থ সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। এই বিপ্লববাদে আমরা বিশ্বাসী।

সকলে। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

সুপতি। তাই আমাদের বিপ্লবকে সন্ত্রাসবাদ বলে অনেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও, সুভাষচন্দ্র এই বিপ্লবে বিশ্বাসী। তিনি চেয়ে আছেন বাংলার তরুণদের মুখের দিকে। তিনি বলেছেন, ব্রিটিশের কাছে ভিক্ষা চেয়ে কিছু পাওয়া যাবে না। ব্রিটিশের হাত থেকে বাংলার তরুণ-দল ছিনিয়ে আনবে স্বাধীনতা।

সকলে। স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার।

সুপতি। হ্যাঁ, স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। দুর্গম গিরিপথ আমাদের অতিক্রম করতে হবে, মরুকান্তার, দুস্তর পারাবার পার হতে হবে, তিমির রাত্রি ভেদ করে এগিয়ে যেতে হবে লক্ষ্যের দিকে। প্রাণের ভয় আমরা করবো না।

দীনেশ। প্রাণকে আঁকড়ে ধরে থেকে একটা জাতি মরে।

সুপতি। আর মৃত্যুকে বরণ করে একটা জাতি বাঁচে

দীনেশ। মৃত্যু আমাদের মিত্র।

বাদল। সঙ্গীতের মত শুনি মহামৃত্যুর গর্জন।

নিকুঞ্জ। জীবন দিয়ে আমরা মহাজীবন লাভ করবো।

দীনেশ। সকল মহৎ কার্যে পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে দুঃখ কিছু নয়।
ক্ষতি মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব ভয়,
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার,
কোথা মৃত্যু অন্যায়ের কোথা অত্যাচার।

সুপতি। শুধু মনে রেখ—দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য কোন ত্যাগই বড় নয়। আমাদের প্রেম দেশপ্রেম, আমাদের ভক্তি দেশভক্তি, আমাদের দীক্ষামন্ত্র....বন্দে মাতরম্।

সকলে। বন্দে মাতরম্।

বিনয়ের প্রবেশ।

বিনয়। বন্দে মাতরম্।

সুপতি। বিনয়, তোমার হাসপাতালে আজ ডিউটি আছে—না?

বিনয়। দলের নির্দেশ পালনের সুযোগ এসেছে সুপতি। আমাকে পিস্তল দাও। পিস্তল নিতেই আমি এসেছি।

সুপতি। নিকুঞ্জ—

"আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ।"

সামনে বিষম বন্ধুর পথ। দুর্যোগের ঘনঘটার মাঝখানে—

সুপতি। মাঝখানে, বিনয়কে শুরু করতে হবে তার যাত্রা। বিনয়, বাদল, দীনেশ, তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও।

[ওরা তিনজন একসারিতে দাঁড়ায়।]

নিকুঞ্জ। নির্দেশমত, বাদল ও দীনেশকে নিয়ে যেমন করেই হোক কলকাতা পৌঁছে যাবে কেমন? বিনয়ের কাজই ওর কর্মপথ নির্ধারণ করে দেবে। নিকুঞ্জ, এস তোমরা।

নিকুঞ্জ। দীনেশ। বাদল। } [স্যালুট করে] "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক—"

[তিনজনের প্রস্থান।

সুপতি। বিনয়।

বিনয়। সুপতি।

সুপতি। এই নে চাঁদীর মারফৎ মেজদার পাঠান পিস্তল। আর এই পিস্তলটা দিয়েছে চাঁদী। দুটিই সাবধানে রেখে দে।

বিনয়। দাও।

[পিস্তল দুটি লইয়া উঁচু করিয়া ধরে।]

"রক্তে মোদের সর্বনাশের নেশা লেগেছে আজ—
সাবধান, সাবধান, সাবধান ইংরাজ।"

. সুপতি। বিনয়।

বিনয়। বল সুপতি।

সুপতি। সমস্ত প্ল্যান ঠিক করাই আছে। তুমি রওনা দাও। হুঁসিয়ার—খুব হুঁসিয়ার। [দুইজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন] বন্দে মাতরম্।

বিনয়। জান সুপতি, আজ আমাদের জীবনে একি উল্লাস? একি আনন্দ? আজ আমি এমন একটা কাজের দায়িত্ব পেয়েছি, যার সাফল্য কামনায়। সারা দেহমন আমার নৃত্য করছে। আজ সে আমি আমার শত্রু, আমার জাতের শত্রু, মানুষের শত্রু লোম্যানকে হত্যা করবো। আমার নির্যাতিতা বঙ্গ-জননীর মুখে হাসি ফুটে উঠবে, মা আমায় আশীর্বাদ করে বলবেন,—ওরে বিনয়, সাবধান, সামনে তোর রক্তের সমুদ্র, তবু পাড়ি দিতে হবে ওই পারাবার। আমি শুনেছি তোমার আহ্বান মাগো, আমি শুনেছি তোমার আহ্বান। বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্।

[দৌড়ে প্রস্থান।

সুপতি। [চেয়ে থাকে বিনয়ের দিকে, পরে]
এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি নিতে হবে তরী পার;
দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল কাণ্ডারী হুঁসিয়ার।
কাণ্ডারী হুঁসিয়ার···

[প্রস্থান।

———

—সাত—

মিডফোর্ড হাসপাতাল।

রায়বাহাদুর, মিঃ লোম্যান ও মিঃ হডসনের
কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ।

রায়বাহাদুর। হুঁসিয়ার হ'য়ে কয়েকদিন থাকতে হবে মিঃ বার্টকে। অনেকটা সামলে নিয়েছেন। জলে জলে থাকাতে বুকে ঠাণ্ডাটা বসে গেছে।

মিঃ লোম্যান। হ্যাঁ, নিউমোনিয়া। রোগটাও ভাল নয়। তবে মনে হয়, মিঃ বার্ট এখন বেশ ভালর দিকে।

মিঃ হডসন। মিসেস বার্ট খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।

রায়বাহাদুর। ঘাবড়ে যাবারই কথা স্যার। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পাঠান হয়েছিল তাই রক্ষে। সাংঘাতিক হ'তে ত পারতো।

মিঃ লোম্যান। সে কথা ঠিক। তারপর রায়বাহাদুর, কলকাতা যাচ্ছেন কবে?

রায়বাহাদুর। হুকুম হলেই যাবো।

মিঃ লোম্যান। আপনার রাতের বুলবুলকেও নিয়ে যাবেন তো?

রায়বাহাদুর। আপনাদের জন্যে ওকে ত আমার সঙ্গে নিয়ে যেতেই হয় স্যার।

মিঃ লোম্যান। আমাদের কাজ করছে তো?

রায়বাহাদুর। নিশ্চয়। আপনার চট্টগ্রামের পলাতক আসামীরা ঢাকায় কেউ নেই। ওরা সব গঙ্গা পার। এ সংবাদ ত ও-ই

দিয়েছে স্যার। ঢাকা এখন দেখছেন না একেবারে দুর্জয়লিঙের মত ঠাণ্ডা। মিঃ হডসন বেশ জবরদোস্ত হাতে এদের টিট করেছেন।

মিঃ হডসন। আপনারা সাহায্য করেন, তাই আমরা কাজ করতে পারি।

রায়বাহাদুর। মিঃ লোম্যান, কলকাতা ফেরার পালা ত এবার।

মিঃ লোম্যান। হ্যাঁ, এসেছি ত অনেকদিন।

রায়বাহাদুর। এবার এলে স্যার মিসেস লোম্যানকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। মিঃ হডসনও যাবেন নাকি ওদের সঙ্গে?

মিঃ হডসন। না, আমি আর এ যাত্রায় যাবো না।

রায়বাহাদুর। মিঃ লোম্যান, ঢাকা ঠাণ্ডা করে কলকাতা ফিরে যাচ্ছেন। আমাদের খুব আনন্দ। ঘরে ফিরে গিয়ে মিসেস লোম্যান. মিস্ লোম্যান...সকলের হাসিমুখ দেখ্‌বেন এই প্রার্থনা করি। Wish you happy return! (উইস্‌ ইউ হ্যাপি রিটার্ন্‌)!

[হ্যাণ্ডসেক করে মিঃ লোম্যানের সঙ্গে।]

সন্তর্পণে বিনয়ের প্রবেশ; তার দু'হাতে
দুটি পিস্তল।

বিনয়। Hands up! [সকলে ভীত-ত্রস্ত হয়ে হাত ওঠায় ওপরে] হাত নামিয়েছেন কি গুলি করবো, কেউ বাদ যাবেন না। লোম্যান সাহেব, কত নিরীহ মায়ের সন্তানকে তোমরা হত্যা করিয়েছ, কত প্রাণের চোখের জলে ভিজেছে ঢাকার মাটি।

[হডসনকে গুলী করে।]

হডসন। আঃ—   [টলিতে টলিতে প্রস্থান।

বিনয়। [উত্তেজনায়] কত হিন্দু, কত মুসলমানের ঘরবাড়ী

তোমরা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছো, তাদের পথের ভিখিরী করেছো, কত শিশু, কত অসহায় নরনারীর তাজা রক্তে প্লাবিত ঢাকার রাজপথ। তোমাদের পাশবিক অত্যাচারে অনাচারে হাহাকার করে উঠেছে সমগ্র ঢাকা নগরী। সেই ঢাকা থেকে তোমাকে আমি যেতে দেবো না। ঢাকার সেই রক্তে-ভেজা মাটিতেই তোমাকে আমি চিরদিনের মত ঘুম পাড়িয়ে রাখবো।

[মিঃ লোম্যানকে পর পর গুলি করে]

মিঃ লোম্যান। আঃ—আঃ—

[লোম্যান সাহেব চীৎকার করে পড়ে যায়। রায়বাহাদুর এগিয়ে আসেন। রায়বাহাদুরকে একটা লাথি মেরে বিনয় বেরিয়ে যায়। চীৎকার করে ওঠে রায়বাহাদুর।]

পুলিশ লইয়া হুইশেল বাজাইয়া কামদেবের প্রবেশ।

[রায়বাহাদুর তাকেই জড়িয়ে ধরে।]

কামদেব। [তাড়াতাড়ি লোম্যানের কাছে বসে হাত দেখে] অ্যাঁ, খুন, খুন হয়ে গেলেন মিঃ লোম্যান! ওই ত ওখানে হডসন সাহেব আহত হয়ে পড়ে। এই ধর—ধর—স্ট্রেচার—হাসপাতালের ওই ঘরে নিয়ে চল—ওই সামনের ঘরে। ইস্, কি রক্ত রে বাবা—কি রক্ত—বাপ্—কি রক্ত!

[স্ট্রেচারে মিঃ লোম্যানকে নিয়ে পুলিশ, রায়বাহাদুর ও কামদেবের প্রস্থান।

—আট—

সূত্রধারের প্রবেশ।

সূত্রধার। "রক্তে মোদের সর্বনাশের নেশা লেগেছে আজ—
সাবধান—সাবধান—ওরে ইংরাজ।"

কিন্তু এই সাবধানবাণী শোনেনি ইংরাজ সরকার। তাই বিনয়ের পিস্তলের গুলীতে মরতে হলো পুলিশ আই. জি. মিঃ লোম্যানকে। গুরুতরভাবে আহত হলো ঢাকার পুলিশ-সুপার হডসন। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় চলে ইংরাজের নির্মম দমননীতি। মিডফোর্ড ছাত্রাবাসের ছাত্রদের উপরে চলে অকথ্য নির্যাতন। জানতে পারে ইংরাজ, বিনয়ই লোম্যানের হত্যাকারী। তার ছবির পোষ্টারে পোষ্টারে ছেয়ে গেল নগর, বাজার, বন্দর। পুরস্কার ঘোষণা করা হলো পাঁচ হাজার টাকা। ধরিয়ে দাও,—ধরিয়ে দাও বিনয় বোসকে। পুরস্কার পাবে পাঁচ হাজার টাকা। ধরিয়ে দাও—কিন্তু কোথায় বিনয়? ঢাকায়? না, তবে কোথায়? ঢাকা থেকে চাষড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে এল বিনয়। সুপতি আছেন দাঁড়িয়ে। দুই জনের যাত্রা হলো শুরু। কখনও গাঁয়ের চাষী, কখনও জমিদারের গোমস্তা, কখনও নৌকায়, কখনও ষ্টীমারে। বৈগুবাজার, ভৈরব হয়ে এল ওরা কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনে। সহজ সরল গাঁয়ের চাষী যেন ওরা।

কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশন।

[ট্রেন আসে। পুলিশ অফিসার কামদেব কয়েকজন পুলিশ নিয়ে তল্লাসী করতে এসেছে। যাত্রীরা আনাগোনা করছে। চা, পান, বিড়ি,

সিগারেট হাঁকছে ভেণ্ডারগণ। টিকিট-কালেক্টার একপাশে দাঁড়িয়ে— বিনা পয়সায় চা খান কামদেব—যাত্রীদের পরীক্ষা করেন—মেয়ে পুরুষ সকলকে। বোরখা-পরা মুসলমান রমণীদেরও মুখ না দেখে ছাড়েন না। কাউকে পান না। যাত্রীদের ছেড়ে দেন। যাত্রীরা চলে যায়।]

কামদেব। চল ষ্টেশনের ওদিকে। ধরতে পারলে পাঁচ—পাঁচ হাজার টাকা—কম কথা নয়। এস—এস, ট্রেনের প্রতিটি কামরা খানাতল্লাসী করবে। আর এই চেহারার কোন ছেলেকে দেখতে পেলেই থপ্ করে ধরে আমার কাছে নিয়ে আস্‌বে। বুঝেছো? একটি ছুটো টাকা নয়—পাঁচ হাজার—পাঁচ হাজার। এস—

[পুলিশদের নিয়ে কামদেবের প্রস্থান।

গ্রাম্য মুসলমান চাষীর বেশে সুপতি ও বিনয়ের প্রবেশ।

সুপতি। পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার তোকে ধরিয়ে দিতে পারলে, এই লোভে চারিদিকে দেখ পুলিশের কি তৎপরতা। ট্রেনের কামরায় কামরায় খানাতল্লাসী আরম্ভ করেছে। আমাদের ত টিকিট নেই। না হ'লে সন্দেহ করতে পারে।

[চাওয়ালা ও পান-বিড়ির ভেণ্ডার হেঁকে যায়।]

এই চাওয়ালা, চা দাও। মুন্নু, চা খাও। এই বিড়িওয়ালা, বিড়ি আছেনি?

বিড়িওয়ালা। আছে।

সুপতি। দাও। ম্যাচিস্ আচেনি?

বিড়িওয়ালা। আছে।

সুপতি। দাও। কত দাম—ছুই পয়সা? এই নাও।

[বিনয়কে বিড়ি দেয়, দুজনেই বিড়ি ধরায়। ওরা চলে যায়।]

বিনয়। ওই যে একজন টি-টি এদিকেই আসছে সুপতি।

সুপতি। ঠিক আছে। আরে মশায় কামড়ে তোর মুখে যে একেবারে গোঠা উঠিয়ে দিয়েছে। ভালই হয়েছে। তুই গামছা দিয়ে মাথা ঢেকে বসে থাক, তোর যেন জ্বর হয়েছে—এমন করে কাতরাবি। দেখি বিড়িটা ধরাই। [বিড়ি ধরায়]

টি-টি-র প্রবেশ।

টি-টি। এই বিড়ি সিগারেট···দেখি, দেখি, এক প্যাকেট বিড়ি দিয়ে যাও দেখি।

[নিজের মুখের বিড়িটা ফেলে দিয়ে জোড় হাতে টি-টির
সামনে দাঁড়ায় সুপতি। বিনয় জ্বরে কাতর হয়েছে
এমন অভিনয় করে। ভেণ্ডার আসে]

কি হে, তোমার আবার কি ?

সুপতি। জোর হাত কইরা কই কর্তা। বড়ই অকাম কইরা ফেলাইছি—টকিট করতে পারি নাই। আমাগো দুগা টিকিট কইরা ন্যান কর্তা। চারিদিকে দেখত্যাছি পুলিশের আনাগোনা, ভয় করে কর্তা।

টি-টি। ও পুলিশ তোমাদের জন্য নয়। তোমরা ত দেখছি গাঁয়ের চাষা।

সুপতি। হ কর্তা।

ভেণ্ডার। বিড়ি লন কর্তা।

সুপতি। এই বিড়িওয়ালা, সাহেবেরে বিড়ি দিস না। বিড়ি দিস্ না, সিগ্রেট দে, সিগ্রেট দে, কাঁচি নাই ? কাঁচি সিগ্রেট এক প্যাকেট দাও দেখি—লন সাহেব। মেচিস্ নাই, মেচিস্ ? দে একগা, লন সাহেব, দাম আমি দিত্যাছি।

[টি-টি সিগারেট নিয়ে মুখে দেয়]

ধরাইয়া দেই সাহেব। ধরেন। একটা বিড়ি খামু কর্তা ?

টি-টি। খাও না। আরে বিড়ি কেন, সিগারেট খাও। এই নাও।

[সিগারেট দেয়]

সুপতি। সিগ্রেট—খামু? দিত্যাছেন যখন খাই। হ্যারে নরুদ্দিন—বিড়ি খাইবি?

বিনয়। [জড়িত কণ্ঠে] খামু। [কাতরাতে থাকে]

টি-টি। ও কে?

সুপতি। ও আমার চাচাত ভাই নরুদ্দিন। একেয়ারে হাবাগোবা সাহেব, তার উপর আবার ঠাইস্যা জর আইছে। আপনে একটু দয়া করেন সাহেব। এই লন টাকা দিত্যাছি। আমাগো টিকিট দুইগা কইরা গ্যান।

টি-টি। তোমরা যাবে কোথায়?

সুপতি। যামু তো—হ্যারে নরুদ্দিন, কই যামু রে? মকবুল চাচায় য্যান কি নাম কইছিল?

বিনয়। [জড়িত কণ্ঠে] আমার মাথা ঘুরাইতেছে, আমি কথা কইতে পারতেছি না।

সুপতি। আচ্ছা, আচ্ছা, তুই চুপ কইরা থাক। জানেন কর্তা সাহেব, যামু আমরা—হালায় মনেও আহে না। ওই যে,—হ মনে পড়ছে। মকবুল চাচায় কয়—জানস নসু, কলের তাঁত চলতাছে, কলের মাকু চলতাছে, খটাখট-খটাখট, আর হুড়ুৎ কইরা চট আইয়া পড়তাছে।

টি-টি। ও বুঝেছি, তোমরা চটকলের কথা বলছো।

সুপতি। হ সাহেব কর্তা। মকবুল চাচায় ওহানে কাম করে ত, আমাগো ওই কলে চাকরী হইব কর্তা। মকবুল চাচায় স্টিসানে আইব ত।

টি-টি। তাহ'লে তোমরা কোলকাতা যাবে—মানে শিয়ালদহ?

সুপতি। ইস্—ঠিক—ঠিক কইছেন কর্তা। শিয়ালদহ। ক্যামন কইরা কইলেন কর্তা? শিয়ালদহ ঠিক কইছেন। এই—এই লন কর্তা টাকা।

[কোমর থেকে টাকা দেয়, তিনখানা দশ টাকার নোট]

টি-টি। আরে এত টাকা লাগবে না।

সুপতি। যা লাগে তাই দিয়াই কাইট্যা দেন কর্তা। আপনের হাতে যখন তুইল্যা দিছি—ও বাকী টাকা আর আমি ফেরৎ নিমু না।

টি-টি। আচ্ছা—তোমরা বসো। ধর—ধর, ওকে ধর, ও দেখছি ভীষণ কাতরাচ্ছে—কাঁপছেও বটে। কেউ যদি এসে কিছু জিজ্ঞাস করে, বলো—আমরা টি-টি রায়বাবুর গাঁয়ের লোক—আমি আসছি।

[প্রস্থান।

সুপতি। [বিনয়কে টেনে ওঠায়] বিনয়!

বিনয়। সুপতি!

সুপতি। পিস্তল ঠিক আছে ত?

বিনয়। আছে।

সুপতি। কাঁপতে থাক—কাঁপতে থাক—বসে বড়। পুলিশ দারোগা এদিকেই আসছে যে।

কামদেব ও কয়েকজন পুলিশের প্রবেশ।

কামদেব। কামদেব দারোগাকে চেনে না—এ অঞ্চলে কে আছে? খোঁজ, খোঁজ, তন্ন তন্ন করে খোঁজ। পাঁচ হাজার টাকা—যদি পাই, তোমরাও কিছু পাবে ত। এই, তোমরা এখানে কেন?

সুপতি। সেলাম দারোগাবাবু, চাচাড' ভাইডার বেদম জ্বর আইছে কর্তা। দেখতাছেন ত—কি রকম কাঁপতাছে।

কামদেব। এই, এই চেহারার একটা ছেলেকে দেখেছিস এই পথে ষ্টেসনে যেতে?

সুপতি। না কর্তা—দেখি নাই। কত লোক আইতাছে যাইতাছে—লক্ষ্য করি নাই। আমরা ওইলাম গাঁইয়া চাষী।

কামদেব। জানিস, এই ছেলেটির নাম বিনয় বোস।

সুপতি। কি কইলেন?

কামদেব। বিনয় বোস। ঢাকায় পুলিশের বড় সাহেব লোম্যান সাহেবকে মেরেছে।

সুপতি। কি কইলেন—সাহেব মারছে—মানে খুন করছে? ভয় করে কর্তা।

কামদেব। না-না, তোমাদের ভয় কি? আমি রয়েছি না। শোন—এই ছেলেটাকে ধরিয়ে দিতে পারলে—পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার।

সুপতি। ইস্—ধরাইয়া দিতে পারি যদি—পাঁচ হাজার টাকা পানু ত কার্ত

কামদেব। ওখানে—কে ও?

[এগিয়ে যায়]

সুপতি। আহা-হা…আগাইবেন না—আর বেশী আগাইবেন না কর্তা। আমাগো নরুদ্দিনের বুঝি আপনেগো মায়ের দয়া হইছে।

কামদেব। [থমকে দাঁড়ান] অ্যাঁ—কি হয়েছে?

টি-টির প্রবেশ।

টি-টি। কি হয়েছে দারোগাবাবু?

কামদেব। না, এদের একটু জিজ্ঞাসা করছিলাম এই বিনয় বোসের কথা।

টি-টি। ওরা গাঁয়ের চাষী। ওরা কি ওসব বলতে পারে? আমারই গাঁয়ের লোক। এই নাও তোমাদের টিকিট।

[টিকিট ফেরত দেয়]

কামদেব। [টিকিট দেখে] দেখি টিকিট। শিয়ালদহ? আপনার গাঁয়ের লোক?

নৃপতি। কর্ত্তা সাহেব, নরুদ্দিনের মনে হইতাছে আপনেগো মায়ের দয়া হইছে।

টি-টি। তাইতো মুখে গোটা উঠেছে দেখছি,—হ্যাঁ—তাই ত—**Pox**—বসন্তই ত মনে হচ্ছে। দেখুন তো দারোগাবাবু?

কামদেব। বলেন কি? আমি দেখবো? এই বসন্ত রোগী নিয়ে এইখানে বসে আছিস কেন? যা—ওঠ্—ওঠ্—চলে যা এখান থেকে—যা বলছি—Pox? সাংঘাতিক রোগ—[নমস্কার করে] যা—যা—

নৃপতি। আয় রে নুরুদ্দিন—আয়, সেলাম দারোগা সাহেব—সেলাম টি-টি সাহেব—সেলাম! [দ্রুত প্রস্থান।

টি-টি। আরে—ওদের বাকী টাকাটা—আরে ও নসুমিয়া—নসু-মিয়া—নসুমিয়া! [ডাক্তে ডাক্তে টি-টির প্রস্থান।

কামদেব। চল আমরাও ষ্টেসনের পূব দিকটা ঘুরে আসি। একেবারে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে—তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে। ধরতেই হবে যে খুন করেছে লোম্যান সাহেবকে। এস—

[পুলিশ নিয়ে কামদেবের প্রস্থান।

— নয় —

ওয়ালিউল্লা লেন, কলকাতা।

রইস মুসলমান বেশে হরিদাসের প্রবেশ।

হরিদাস। লোম্যান, অত্যাচারী লোম্যান মরেছে। বাংলার আকাশে বাতাসে আজ শুধু একটিই কথা, লোম্যান মরেছে, লোম্যান মরেছে। ইংরেজের দমননীতির তাণ্ডব চলেছে ঢাকায়। গুপ্তচরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাংলার প্রতিটি তরুণের উপরে। এরই মধ্যে ওদের ঢাকা ছেড়ে আসতে হবে কলকাতা। আসতে হবে এখানে—এই ওয়ালিউল্লা লেনে। কে? কে? কে ওখানে?

দ্রুত দোস্ত মহম্মদের প্রবেশ।

দোস্ত মহম্মদ। বাবুজী!

হরিদাস। দেখ তো ওই রাস্তায় কে যেন দাঁড়িয়ে? আবছায়া কালো মূর্তি, কে বলতেই সরে গেল। নিশ্চয়ই টিকটিকি পুলিশ। এই বাড়ীর উপরে ওদের নজর ত আছে। দেখ—দেখ।

দোস্ত মহম্মদ। আবি যা রাহা হুঁ—

[দ্রুত প্রস্থান।

হরিদাস। পুলিশের গুপ্তচরে সারা বাংলাদেশ ছেয়ে ফেলেছে। লোম্যান হত্যার পর ক'দিন ত হয়ে গেল, ওরা আজও এল না কেন? পথে কোন বিপদ হয়নি ত? না, বিপদ কিছু হলে কাগজে বের হতো; নিশ্চয়ই জানতে পারা যেত। ওরা আসবে—নিশ্চয়ই

আসবে। [বাইরের দিকে উৎসুক হয়ে দেখেন।] নিজের দেশে এইভাবে প্রবাসী হয়ে, চোর হয়ে থাকা যায়? মাঝে মাঝে উত্তেজনায় রক্তে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। মনে হয়, একি জ্বালা—একি অভিশাপ, একি তুষানল যন্ত্রণা? ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, রডার অস্ত্র লুণ্ঠন কোন কিছুই পারেনি—এ জ্বালা নেভাতে? পারবে কি এরা আমার এ জ্বালা নেভাতে?

চাষীর বেশে সুপতি ও বিনয়ের প্রবেশ।

সুপতি। নিশ্চয়ই পারবো মেজদা। দমদমে নেমেছি গাড়ী থেকে। তারপর ওখান থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে এলাম।

হরিদাস। সুপতি, বিনয়—তোরা এসে গেছিস?

সুপতি। এসেছি মেজদা। [আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন]

হরিদাস। বিনয়—বিনয়! [বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন] এই ত চাই—এই ত চাই ভাই! জানিস—জানিস সুপতি, কাগজে যখন দেখলাম, না পারি আনন্দ চেপে রাখতে, না পারি উল্লাসে তা ব্যক্ত করতে। কণ্ঠরুদ্ধ আগ্নেয়গিরি হ'য়ে আছি। এই পুণ্য মুহূর্তে হেমদাকে স্মরণ করি, তার অধিনায়কত্বে সুষ্ঠু প্রয়োগ সত্যি আমাদের শক্তিশালী করেছে।

বিনয়। একটা কথা বলবো মেজদা?

হরিদাস। একটা কেন, তুই হাজার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর।

বিনয়। আচ্ছা মেজদা, ভুল মানুষেরই হয়। সে যত বিজ্ঞ, যত বড়ই হোক না কেন।

হরিদাস। নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি সে ভুল পরম গৌরবে শুধরে নিয়েছি ২৯শে আগষ্টের পরম লগ্নে। আয়, আয়—তোকে আবার আলিঙ্গন করি। [বিনয়কে আলিঙ্গন করেন]

সুপতি। কি ব্যাপার মেজদা?

হরিদাস। আরে ভাই, সে এক মজার কথা। ঢাকায় রমনার মাঠে বসে আলাপ-পরিচয় করছি বিনয়ের সঙ্গে। বিনয়কে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলাম, "কি ভাই, পারবে এসব কাজ করতে? বড় কঠিন কাজ। তুমি বড়লোকের ছেলে, চেহারাও দিব্যি—পাশ করেই যাবে বিলেতে, ফিরে আসবে মেম বিয়ে করে। তখন কি আর দেশকে চিনতে পারবে?"

বিনয়। সেদিন আমি আপনার কথার কোন জবাব দিইনি।

হরিদাস। পিস্তলের মুখে সে জবাব তুমি ত দিয়েছো ভাই।

সুপতি। কথা ত ও চিরকালই কম বলে। কিন্তু দীনেশ ঠিক ওর উলটো। কথায় কথায় কবিতার ফুলঝুরি।

দীনেশের প্রবেশ।

দীনেশ। আজি এ প্রভাতে রবির কর,
কেমনে পশিল প্রাণের পর—
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান।

মেজদা সেই কখন প্রভাত পাখীর মত কূজন আরম্ভ করেছেন। মাঝে মাঝে কানে যাচ্ছিল। ঘাবটি মেরে শুয়েছিলাম। এখন আর না উঠে পারা গেল না। বিনয়দা এসেছে, সুপতি এসেছে, আর কি ঘুমিয়ে থাকা—

হরিদাস। ভাল দেখায় না, তাই না রে?

[সকলের হাসি]

হাই তুলতে তুলতে বাদলের প্রবেশ।

বাদল। আমারও ঘুমটা ভেঙে গেল মেজদা।

সুপতি। বাদল, দীনেশ, ভাল আছিস ত তোরা?

বাদল। হ্যাঁ সুপতিদা। বিনয়দা, আপনি, ভাল আছেন?

সুপতি। হ্যাঁ, দেখ না কেমন সেজেছি, বিনয় নরুদ্দিন—আমার চাচাত ভাই।

[সকলের হাসি]

বিনয়। বাদল, দীনেশ, তোরা বুঝি রাত্রে এখানেই ছিলি?

দীনেশ। হ্যাঁ। তোমরা আসবে, তোমরা আসবে, ক'দিন ধরেই তোমাদের জন্যে মনটা উদ্‌বিগ্ন আছে। মেজদা ত সারারাত ঘুমাননি।

হরিদাস। তা ঘুমাবো কি করে বল? এমন একজন খানদানী পশ্চিমা মুসলমান সাজতে কত সময় লাগে শুনি। একেই চারিদিকে টিকটিকির উপদ্রব।

দোস্ত মহম্মদের দ্রুত প্রবেশ।

দোস্ত মহম্মদ। বাবুজী, ও পুলিশকা আদমী হায়

হরিদাস। পুলিশের লোক?

দোস্ত মহম্মদ। হ্যাঁ বাবুজী। ম্যায় উসকা পিছু লিয়া, ও তালতলা থানামে ঘুসা। বাবুজী, ইয়ে মালুম হোতা হায়, আপলোককি হিঁয়াসে আবি নিকলানা চাহিয়ে।

হরিদাস। সুপতি, তুমি কাপড় বদলে নিয়ে সাদাসিধে বাঙ্গালী বনে যাবে। নাম হবে তোমার মুরারী চক্রবর্ত্তী। তুমি বাদল দীনেশকে নিয়ে এই মুহূর্ত্তেই পার্ক সার্কাসে চলে যাও। আমি বিনয়কে নিয়ে সরোজের সাহায্যে ব্যাণ্ডেল হয়ে চলে যাবো কাত্রাসগড়ে। আজই—এখনই রওনা দিতে হবে। বিনয়কে আবার সাজতে হবে আমার মত পশ্চিমা মুসলমান। পাশের ঘরেই ছদ্মবেশের জোগাড় আছে। কিছু খাবারও জোগাড় করে রেখেছে দোস্ত মহম্মদ। সুপতি, বিনয়, বাদল, দীনেশ—যাও তোমরা। দোস্ত মহম্মদ, নিয়ে যাও ওদের।

দোস্ত মহম্মদ। আইয়ে বাবুজী—আইয়ে—

সুপতি। যাই মেজদা। [প্রণাম]

হরিদাস। এস। [সুপতির প্রস্থান।

বিনয়। যাচ্ছি মেজদা। [প্রণাম]

হরিদাস। মুসলমানী পোষাক তোমার জন্যে ঠিক করা আছে।

[বিনয়ের প্রস্থান।

বাদল। যাচ্ছি মেজদা। [প্রণাম]

হরিদাস। নিকুঞ্জকে বলো আমার কথা।

[বাদলের প্রস্থান।

দীনেশ। মেজদা। আসছি —[প্রণাম]

হরিদাস। খুব সাবধান। [দীনেশের প্রস্থান।

সুপতির পুনঃ প্রবেশ।

সুপতি। মেজদা, চাঁদী কলকাতা এসেছে, রায়বাহাদুরও

হরিদাস। কোন অস্ত্র ওর কাছে আছে নাকি?

সুপতি। আছে।

হরিদাস। আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি যাও। ওর ওখানে যাবো। একবার হেমদা ও সত্যর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। সত্য ছাড়া পেয়েছে বটে, কিন্তু কোন বিশেষ কারণে বাড়ীর বাইরে আসছে না। তুমি এস, আমি সময়মত ওদের সকলের সঙ্গেই দেখা করে নেবো। কাঁথাসগড় থেকে এসেই যেন তোমার সঙ্গে দেখা হয়। তুমি পার্ক সার্কাসে থেকো—কেমন?

সুপতি। থাকবো। আজ আসছি। বন্দে মাতরম্।

[প্রস্থান।

হরিদাস। বন্দে মাতরম্। মাকে বন্দনা করার আয়োজন করেছি সিপাহী বিদ্রোহের সেই রক্তপদ্ম দিয়ে। আলিপুর জেলে সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন প্রহৃত হয়েছেন—প্রহার চালিয়েছে জেল-সুপার মেজর সিম্পসনের নির্দেশে সোমদত্ত। চন্দননগরে চট্টগ্রামের বীরদের উপরে নৃশংস হামলা চালিয়েছে চার্লস টেগার্ট। লোম্যান, হডসনের মত—এদের রক্ত দিয়েই এবার মায়ের রক্তপদ্ম রচনা করবো। সোমদত্ত, সিম্পসন আর চার্লস টেগার্ট—

[প্রস্থান।

—দশ—

রায়বাহাদুরের বাসা।

টেগার্ট ও রায়বাহাদুরের প্রবেশ।

টেগার্ট। ঢাকা থেকে কলকাতা, কলকাতা হয়ে কাত্রাসগড়। সেখান থেকে বেলেঘাটায় ছিল বিনয় বোস। বেলেঘাটার যে বাড়ীর সন্ধান আপনি দিয়েছিলেন, আমি নিজে সে বাড়ী "রেড" করেছি, কিন্তু কোথায় বিনয়? আমাদের চোখে সে দিব্যি ধুলো দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর আমরা তার কিছুই করতে পারছি না। সেম, সেম!

রায়বাহাদুর। ওকে ধরা দরকার, যেমন করেই হোক ধরতেই হবে। ও আমাদের জাতের কলঙ্ক। ওকে ধরে ফাঁসি দিতে হবে। আমি আপনাকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করেছি এবং করবো মিঃ টেগার্ট।

টেগার্ট। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই রায়বাহাদুর, আমরা কি এমন অপদার্থ হয়ে গেছি, আমরা তাকে ধরতেই পারলাম না। ইংরেজের ইতিহাসে এমন লজ্জার কথা কোথাও নেই। এ আমাদের অলসতা, অপুটুতা, এ লক্ষণ খুবই খারাপ।

রায়বাহাদুর। আর কারও উপরে ভার না দিয়ে, বেশ শক্ত হাতে আপনি ম্যাটারটা ডিল করুন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিখ্যাত চার্লস টেগার্ট আপনি। আপনার যোগ্যতা সম্বন্ধে আমরাও পঞ্চমুখ।

টেগার্ট। আমার মনে হয় বাঙ্গালী কর্মচারীরা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এ খুব বিপজ্জনক এবং সাংঘাতিক। একথা, এই সব ঘটনাবলীর মধ্যে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ইংরেজ শাসন অদূর ভবিষ্যতে এদেশে আর থাকবে না। আমিও খুব চিন্তায় আছি রায়বাহাদুর।

রায়বাহাদুর। অমন কথা বলবেন না স্যার। আমরা যাবো কোথায়? আমরা যে একেবারে ফাদারলেস হয়ে যাবো স্যার।

টেগার্ট। শুনুন রায়বাহাদুর, এই বাঙ্গালী জাতটার উপরে আমাদের এতটুকু মায়া-দয়া নেই। আমাদের শত্রুর জাত বাঙ্গালী। ইংরেজ শত্রুকে ক্ষমা করে না।

রায়বাহাদুর। ক্ষমা আপনারা করবেন না মিঃ টেগার্ট।

টেগার্ট। শুনুন—আপনিও শুনে রাখুন, ভারত ছেড়ে যদি কোন-দিন আমাদের চলেও যেতে হয়—তবে বাংলাকে আমরা এমন করে রেখে যাবো যে বাঙ্গালীকে আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে না। আপনি জানেন না রায়বাহাদুর, মিঃ লোম্যান আমার কত বড় বন্ধু ছিলেন। তার হত্যাকারীকে পেলে আমি তাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো, কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

রায়বাহাদুর। বিনয়কে কি আমিই ক্ষমা করবো? সে লাথি মেরে আমার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দিয়েছে। ও যেমন আপনাদের শত্রু, আমারও মহাশত্রু।

[হঠাৎ একটা হুইসেল শোনা গেল।]

টেগার্ট। রায়বাহাদুর, আসুন তো একবার সঙ্গে, হুইসেলটার একটা সংকেত আছে। আসুন—আসুন—

রায়বাহাদুর। চলুন স্যার—চলুন। [উভয়ের প্রস্থান।

হাতে একখানা চিঠি লইয়া চাঁদবিবির প্রবেশ।

চাঁদবিবি। বাঁশী বাজে? কিসের এ বাঁশী? মেজদা চিঠি দিয়েছিলেন কয়েকদিন আগে—

স্নেহের চাঁদীবোন,

আগামী শনিবার সন্ধ্যায় তোর বাসায় যাবো। ওইদিন তোর ঢাকা থেকে আনা নতুন হাবা চাকরটা যেন বাসায় না থাকে—বিশেষ গোপনীয় কাজ আছে। আর একটা ইচ্ছা আমার আছে, যদি অবসর পাই—তুই আমাকে সেই প্রথম যে গানটা শুনিয়েছিলি সেই গানটা শুনবো। মনে আছে ত না ভুলে গিয়েছিস? প্রথম লাইনটা মনে করিয়ে দেই—"বাঁশী বাজে যমুনায়।" "মেজদা"

আজ শনিবার। সন্ধ্যাও লেগেছে। মেজদা আজই আসবেন। হাবাকে তার মাসির বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে বলেছি মনসুরকে আজ সকালে। গানটা একটু ঠিক করে রাখি—কত দিনের পুরোনো গান—"বাঁশী বাজে যমুনায়" সে কি আজকের গান?

গান।

বাঁশী বাজে যমুনায়,
কেবা সখি বল দেখি একি শ্যামরায়।
মন কেন উচাটন বল সখি বল,
দু'নয়ন ভরি শুধু কেন আসে জল,
বাঘিনী ননদী ঘরে যাওয়া হলো দায়।

চাঁদবিবির অলক্ষ্যে হাবার প্রবেশ।

চাঁদবিবি। সে কি রে হাবা! তুই যাস্‌নি তোর মাসিবাড়ী?

এবার তোকে ঢাকা থেকে এনেই ভুল করেছি। আজ সকালে ত' তোকে তোর মাসিবাড়ী যেতে বলেছিলাম। যাস্‌নি কেন?

হাবা। আ—আ—আ—না—[হাবার ভঙ্গীতে কথা বলে]

চাঁদবিবি। যেতে ভাল লাগে না? ভাল লাগে না বললেই হলো? মনসুরকে বলেছিলাম—সেও শুনল না আমার কথা। মেজদা যে এখনি এসে পড়বেন। মনসুর, মনসুর—কেউ যদি কথা শোনে! মনসুর—

মনসুরের প্রবেশ।

মনসুর। বহিন!

চাঁদবিবি। মনসুর, তোমাকে না বলেছিলাম হাবাকে আজ সকালে ওর মাসির বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে! দাওনি কেন? দেখ তো এখন কি মুস্কিলে পড়লাম। সন্ধ্যা লেগেছে—মেজদা হয়তো এখনি এসে যাবেন। ওকে নিয়ে যাও—নীচের ঘরে আটকে রাখ। হাবা, এই হাবা, যা মনসুরের সঙ্গে নীচের ঘরে।

হাবা। আ—আ—আ—[হাবার ভঙ্গীতে কথা বলে]

চাঁদবিবি। যাবি না? মনসুর, ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যাও। মেজদা এলেন বলে।

মনসুর। বহিন! [হাসে মনসুর]

চাঁদবিবি। কি—হাসছ কেন? কি হয়েছে?

মনসুর। মেজবাবু আগিয়া হ্যায়।

চাঁদবিবি। তাই নাকি? কই, কোথায়? দেখ তো কি করলে তোমরা? কোথায় মেজদা?

[গোঁফ-দাড়ি, চুল খুলে ফেলেন হাবা-বেশী হরিদাস]

হরিদাস। তোর গানটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনে নিলাম যে।

চাঁদবিবি। ওমা—কি সাংঘাতিক তুমি মেজদা! কি অবিকল সেজেছ বাবা, আমি পর্যন্ত ধরতে পারিনি। এ-ও পার তোমরা? সত্যি অবাক হয়ে যেতে হয়।

হরিদাস। অবাক হয়ে গেছি তোর গান শুনে। মনে হলো—সেই প্রথম দিনের কথা! অপূর্ব! দোস্ত মহম্মদ—

মনসুর। মেজবাবু।

হরিদাস। তুমি একটু নীচেয় থেকো। এই ছদ্মবেশ একটা কাজ করবে আজ। দোস্ত মহম্মদ জানে সব। এই বাড়ীটার উপরে পুলিশের নজর রয়েছে খুব। গোয়েন্দারাও খুব তৎপর। জানি না পুলিশ কিছু সংবাদ পেয়েছে কি-না। দোস্ত মহম্মদ, তুমি যাও—একটু সতর্ক থেকো—কেমন?

মনসুর। জী মেজবাবু। ম্যায় যা রাহা হুঁ।

হরিদাস। দোস্ত মহম্মদ। সত্যি এমন দোস্ত হয় না, অথচ ও বিহারী, বাঙ্গালী নয়।

চাঁদবিবি। কেন—বাঙ্গালী রায়বাহাদুর, এরাও কি কম দোস্ত নাকি?

হরিদাস। আমাদের নয়, ওরা ইংরেজের দোস্ত। আমাদের দেশের, আমাদের জাতের সত্যিকারের শত্রু কে জানিস চাঁদী?

চাঁদবিবি। ইংরেজ। যারা আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে।

হরিদাস। না—ওরা নয়। শত্রু হচ্ছে তারা যারা বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করে, কুকুরের মত ইংরেজের পদলেহন করে। যারা বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেয়। সেই সব নন্দলাল বোসকে, নরেন গোঁসাইকে সবার আগে শেষ করে দিতে হবে। দরকার হ'লে পারবি তেমন শত্রুকে মারতে?

চাঁদবিবি। মেজদা, এ তুমি কি কথা বলছো? আমিও যে একথা ভেবেছি। শুধু ভাবিনি মেজদা, মনে মনে সংকল্প করেছি—দৃঢ় সংকল্প।

হরিদাস। চাঁদী—বোন!

চাঁদবিবি। সত্যি মেজদা, আমার এ ঘৃণ্য জীবন আর আমি বইতে পারি না, বইতে চাই না। আমার ইচ্ছে করে, যে মেয়েরা দেশের জন্যে প্রাণকে তুচ্ছ করে তোমাদের সঙ্গে এগিয়ে এসেছে, আমিও তাদের সারিতে এসে দাঁড়াই। দেশের শত্রুকে মারতে তারা যে মন্ত্র পেয়েছে, সেই মন্ত্র তুমি আমাকে দাও মেজদা।

হরিদাস। মরতে পারবি?

চাঁদবিবি। পারবো। তোমাদের বিপ্লবের আদর্শকে আমি বিশ্বাস করি মেজদা। পার মেজদা, পার এই সাপের খোলসটা খুলে ফেলে দিতে? ধরি আমার আসল কালনাগিনী রূপ।

হরিদাস। ছোবল দিতে হবে বিশ্বাসঘাতককে। বিশ্বাসঘাতকের রক্ত তোর বিষদাঁতে লাগলে, ও খোলস এমনি এমনিই খসে যাবে।

চাঁদবিবি। মেজদা, তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর। যেন তোমার নির্দেশে আমি আমার নতুন যাত্রাপথ রচনা করতে পারি।

হরিদাস। চাঁদী—প্রথম প্রথম তোর এখানে নিছক গান শুনতেই আসতাম। তোর সেই প্রথম গান আজও শুনলাম। রায়বাহাদুর সেদিনও ছিলেন না—

চাঁদবিবি। আজও থাকবেন না।

হরিদাস। ঠিক তাই মনে করেই গানটা শুনতে চেয়েছিলাম তোর কাছে। সেদিনও অনেকের সঙ্গেই থাকতাম, স্মাগলিং করে করে তখন ত পাকা স্মাগলার হয়ে গেছি, তোর গান শুনতাম বসে বসে,

[প্রস্থান।

অনেকেই মদ খেত'। তুই আমাকে লক্ষ্য করতিস্। একদিন জিজ্ঞাসা করলি, "বাবুজী, আপনি মদ খেলেন না?"

চাঁদবিবি। তুমি বলেছিলে, "বাবুজী নয়-আমি তোমার দাদা।" সেই পরিচয়ই বড় হয়ে আছে,, আমি তোমার ছোট বোন, তুমি আমার মেজদা।

দ্রুত দোস্ত মহম্মদের প্রবেশ।

মনসুর। মেজবাবু, রায়বাহাদুর, ঔর পুলিশ সাহেব আরাহা হায়, হুঁসিয়ার। [দ্রুত প্রস্থান।

হরিদাস। [দাঁড়ি, চুল ইত্যাদি সব পরে নেয়] নে—শুরু কর।

চাঁদবিবি। বলি হ্যাঁরে হাবা, তোকে দিয়ে কি আমার কোন কাজই হবে না? আমার দোক্তা, পান এনেছিস?

হাবা। আ—আ—[বলতে চায় এত সব পারবো না—আমাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দাও]

চাঁদবিবি। [চীৎকার করে] বেশ ত, আসুন রায়বাহাদুর, বলেছিস তাকে, যা চলে ঢাকায়। ও—নিয়ে এলাম আমি তোর মায়ের কান্নাকাটিতে, এখন রায়বাহাদুর হলো তোর আপনজন, ওরে নিকমহারাম বেইমান!

রায়বাহাদুরসহ মিঃ টেগার্ট ও একজন পুলিশের প্রবেশ।

রায়বাহাদুর। বেইমান? কে? হাবা? কি করেছে ও?

চাঁদবিবি। দেখুন না, মাসিবাড়ী যাবো, মাসিবাড়ী যাবো বলে বায়না ধরেছে। একটা কাজ করতে বললে—করবে না। এবার ওকে এনেই ভুল করেছি।

রায়বাহাদুর। তবে ও খুব বিশ্বাসী। [টেগার্টের প্রতি] হাবা আমার নতুন চাকর। কথা বলতে পারে না বটে কিন্তু যেমন চালাক তেমন কাজের। এই হাবা, এইখানে বসে থাক। কাউকে এ-ঘরে আসতে দিবিনে। বুঝেছিস? পারবি ত?

হাবা। আ—আ—আ—আ—[খুব পারবো—খুব পারবো]

রায়বাহাদুর। মিঃ টেগার্ট তোমাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চান।

চাঁদবিবি। আমাকে?

টেগার্ট। হ্যাঁ—আপনাকে চাঁদবিবি। ঢাকায় মিঃ লোম্যানের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আপনি আমাদের হয়ে কাজ করবেন বলে। আপনার নিরাপত্তার জন্যে মিঃ হডসন আপনাকে একটা পিস্তল পর্যন্ত দিয়েছিলেন। সে পিস্তল কোথায়?

চাঁদবিবি। হারিয়ে গেছে।

টেগার্ট। না, হারিয়ে যায়নি, সে পিস্তল আমরা ধৃত বিপ্লবীদের কাছে পেয়েছি। ওরা এ পিস্তল কেমন করে পেল?

চাঁদবিবি। আমি কি করে জানবো? আমার বাসা থেকে পিস্তল হারিয়ে যায়।

টেগার্ট। হারিয়ে যায় না—পাখা হয়েছিল ত পিস্তলের, তাই পাখী হয়ে উড়ে গিয়েছিল। পিস্তলের ব্যাপার ছেড়ে দিলেও আমরা আরও সংবাদ পেয়েছি, বিপ্লবীদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে। আপনার এখানে বিপ্লবীরা কেউ কেউ আসে, আমার গোয়েন্দা বিভাগ জেনেছে। আজও আপনার কাছে লোক এসেছে, সে কথাও আমরা জানি।

চাঁদবিবি। আমার এখানে কোন লোক আসেনি।

টেগার্ট। আমার লোক দেখেছে, লোক এসেছে।

চাঁদবিবি। আপনার লোক মিথ্যা কথা বলেছে।

টেগার্ট। সাট আপ! চুপ করুন। আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করেছি, তাতে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, আপনি আমাদের নয়, তাদের লোক। আপনাকে দিয়ে তারা বহু অস্ত্র ঢাকায় পাঠিয়েছে। এমন কি, লোম্যান হত্যাকারী বিনয় বোস কোথায় আছে, তাও আপনি জানেন।

রায়বাহাদুর। কি ভয়াবহ ব্যাপার! আর তুমি হাবা বেচারীকে বল বেইমান? এত বড় বেইমানী তুমি করতে পারলে? আমি তোমাকে এত আপনার বলে মনে করেছি, এত অর্থব্যয় করেছি, শেষে তার এই পরিণাম? বল তুমি কি জান। নইলে পুলিশ তোমার উপরে অত্যাচার করবে।

চাঁদবিবি। কি সে অত্যাচার?

টেগার্ট। গুপ্তচরের যা শাস্তি।

চাঁদবিবি। আমি গুপ্তচর নই।

রায়বাহাদুর। নিশ্চয়—নিশ্চয় তুমি গুপ্তচর।

হাবা। আ—আ—আ—

রায়বাহাদুর। এই হাবা অমন করছিস কেন?

হাবা। আ—ই—ই—[মশা কামড়াচ্ছে—তাই]

টেগার্ট। আপনি জানেন বিনয় বোস কোথায় আছে?

চাঁদবিবি। না।

টেগার্ট। দেখ্‌ছেন এই যন্ত্রটি, ইলেকট্রিক 'চার্জ করা আছে। গায়ে ছোঁয়ালে—গায়ে ফোস্‌কা পড়ে যাবে। বলুন বলছি।

চাঁদবিবি। আমি কিছু জানি না।

রায়বাহাদুর। যদি কিছু জান, তবে বল বলছি, নচেৎ সাহেবের হাত থেকে তুমি রেহাই পাবে না।

হাবা। এ—এ—এ—ই—ম—[মনসুর এদিকে এসো না]

রায়বাহাদুর। হ্যাঁ—এদিকে বিশেষ নজর রেখ। মিঃ টেগার্ট, দেখুন দেশের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে আপনাদের কোন কাজে আমি বাধা দেবো না।

টেগার্ট। চাঁদবিবি, আপনি রায়বাহাদুরের রক্ষিতা। তবু আমাদের সঙ্গে আপনি শত্রুতা করেছেন। তার জন্যে আপনাকে অ্যারেষ্ট করে জেলে পাঠান উচিত ছিল। তবু রায়বাহাদুরের খাতিরে আমরা আপনাকে কোন শাস্তি দিতে চাই না—দেবোও না কোন শাস্তি, যদি ওদের সন্ধান আপনি দেন। আমি কথা দিচ্ছি—কোন জোর-জুলুম আপনার উপরে হবে না। বলুন ওরা কোথায় আছে।

চাঁদবিবি। আমি কিছু জানলে ত আপনাদের কিছু বলবো ?

টেগার্ট। বাংলা দেশে আমি অনেকদিন আছি। আমি চিনি আপনাদের। আমি বলছি, আপনি জানেন।

চাঁদবিবি। না, আমি কিছু জানি না—জানি না।

টেগার্ট। সিপাই !

পুলিশ। ইয়েস স্যার !

টেগার্ট। চেয়ারে বসিয়ে ওকে বাঁধ।

পুলিশ। আসুন।

টেগার্ট। আসুন নয়, আসুন নয়—হাত ধরে টেনে নিয়ে যাও।

[সিপাই চাঁদবিবিকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দেয় এবং সিল্কের দড়ি দিয়ে বাঁধে। এগিয়ে আসেন মিঃ টেগার্ট]

বলুন বলছি, বলুন।

[টেগার্ট চার্জ করে হাতে, গলায়, পিঠে। চাঁদবিবি চীৎকার করে
ওঠে। তবু কোন বিকার নেই। হাবা মাঝে মাঝে অস্থিরতা
প্রকাশ করে। রায়বাহাদুর কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে
থাকেন। চলে টেগার্টের নির্যাতন। কিন্তু
কোনমতেই টেগার্ট কিছু স্বীকার করাতে
পারেন না]

সিপাই, দড়ি খুলে দাও। [দড়ি খুলে দিতেই চাঁদবিবি ঢলে পড়ে] আপনার হাবাকে বলে দিন—কেউ যেন এখানে না থাকে। সিপাই, চলো—আপনিও আসুন রায়বাহাদুর। এই বাড়ী আজ পুলিশে ঘিরে রেখেছে—আরও কয়েকদিন থাকবে। আসুন। না, মরেনি।

[মিঃ টেগার্ট, রায়বাহাদুর ও সিপাই-এর প্রস্থান।

হরিদাস। [চারিদিক চেয়ে—হাবা উঠে যায় চাঁদীর কাছে। চাঁদীকে সস্নেহে ধরেন এবং ডাকেন] চাঁদী!

চাঁদবিবি। আমি ঠিক আছি মেজদা।

হরিদাস। এইবার ওটা নিয়ে আয়। পারবি ত' যেতে?

চাঁদবিবি। পারবো। তুমি বসো আগের মত।

[চাঁদবিবি দৌড়ে পাশের ঘরে চলে যায়।

হাবা। আ—আ—আ—[আনন্দে গান গায় যেন]

পিস্তল নিয়ে চাঁদবিবির প্রবেশ। পিস্তলটি হাতে
লুকিয়ে আবার আগের মত বসে থাকে;
রায়বাহাদুরের প্রবেশ।

রায়বাহাদুর। মিঃ টেগার্ট খুব দুঃখ করে গেলেন। তুমি যদি

এখনও বল—চাঁদ। চাঁদ—চাঁদ—চাঁদ—খুবই লেগেছে, না চাঁদ? পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেবো চাঁদ? কেন তুমি বললে না চাঁদ?

চাঁদবিবি। [মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে, রায়বাহাদুরের হাত দূরে সরিয়ে দেয়। পিস্তল বের করে] শয়তান—বিশ্বাসঘাতক—কুকুর।

রায়বাহাদুর। [ভয়ে হতভম্ব হয়ে তাড়াতাড়ি হাত উঁচু করে] একি, একি, এ তুমি কি করছ? আমাকে তুমি, তুমি চাঁদী গুলি করে মারবে? ওরে—ওরে—ও হাবা।

হাবা। হাবা নয়—তোর বাবা।

রায়বাহাদুর। কে? হাবা নয়! ওরে, না না—চাঁদী, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে তোরা মারিসনে। আমি তোদের কেনা গোলাম হয়ে থাকবো।

হরিদাস। বিনয় যখন বেলেঘাটায় ছিল, তার সংবাদ তুমিই দিয়েছিলে টেগার্টকে?

রায়বাহাদুর। হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়েছিলাম। আর দেবো না—আর কোন দিন এমন কাজ করবো না, আমি ভগবানের নামে শপথ করছি। আমাকে তোমরা মেরো না, মেরো না, দোহাই তোমাদের, দোহাই তোমাদের—তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর। [ভয়ে কেঁদে ফেলে রায়বাহাদুর—একবার চাঁদবিবির পায়ে, একবার হরিদাসের পায়ে ধরে ক্ষমা চায়]

হরিদাস। ওঠ। মরতে বড় ভয় হয়—না? ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তুমি রায়বাহাদুর, ঢাকায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধিয়েছ। গুণ্ডাদের লেলিয়ে দিয়ে কত নিরীহ নরনারী শিশুকে হত্যা করেছো। বস্তিতে বস্তিতে আগুন লাগিয়ে মানুষের মর্মভেদী কান্নায় উল্লাসে নৃত্য করেছো। ছাত্রাবাসের ছাত্রদের লাঠির আঘাতে চিরদিনের মত

পঙ্গু করে দিয়েছো। সারা বাংলায় পুলিশী অত্যাচারের নির্মম তাণ্ডব চালিয়েছ তোমরা। তোমাকে ত ক্ষমা করতেই হবে—ক্ষমা করতেই হবে। চাঁদী—ফায়ার!

[চাঁদবিবি গুলি করে—রায়বাহাদুর ঢলে পড়ে]

রায়বাহাদুর। আঃ—[পড়ে যায় রায়বাহাদুর]

মনস্থরের প্রবেশ।

মনস্থর। মেজবাবু—বহিন—জলদি আইয়ে। বাহার জানেকো রাস্তা ম্যায় ঠিক কিয়া হ্যায়। আইয়ে।

হরিদাস। আয় চাঁদী, আয়—আর দেরী নয়—আর দেরী নয়—চল মনস্থর।

[তিনজনের দ্রুত প্রস্থান।

—এগার—

পার্ক ষ্ট্রীট—গোপন সভা-কক্ষ

বিনয়, বাদল ও দীনেশের মিলিটারী পোষাকে—'লেফট্-রাইট' মার্চ করে প্রবেশ।

[সারি বেঁধে দাঁড়ায়। ঠিক এর পরেই বন্দে মাতরম ধ্বনি উচ্চারণ করে আসেন হরিদাস দত্ত [মেজদা], সুপতি রায়, নিকুঞ্জ সেন, রসময় শূর প্রভৃতি বিপ্লবী নেতাগণ—কে ভলেণ্টিয়ার্স-এর [বিঃ ভিঃ]। হরিদাস ও রসময় চেয়ারে বসেন; আর সবাই দাঁড়িয়ে থাকে।]

সুপতি। ১৯৩০ সালের সবে ডিসেম্বর মাস পড়েছে। আজ

আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা আলোচনা করতে এই গুপ্ত মন্ত্রনায় যোগ দিয়েছি। আমাদের সর্বাধিনায়ক শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের এই জরুরী মন্ত্রনা। আমাদের প্রবীণ নেতা শ্রদ্ধেয় মেজদা এই সভা পরিচালনা করবেন আজ।

নিকুঞ্জ। আমি এ প্রস্তাব সর্বান্তকরণে সমর্থন করি।

হরিদাস। এ আমাদের বিঃ ভিঃ-র গোপন ঘরোয়া বৈঠক—সভায় সভাপতির কোন প্রয়োজন নেই। এস সবাই মিলে আমরা আলোচনা করি। কর্মীরা আমরা প্রায় সকলেই আছি। যে বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা, সে সম্বন্ধে সকলের ব্যক্তিগত মত আমরা প্রকাশ করবো, এবং সর্বাধিনায়কের নির্দেশ অনুসারে আমাদের লক্ষ্য বস্তুতে থাকবো আমরা দৃঢ়সংকল্প।

নিকুঞ্জ। আমাদের বিঃ ভিঃ-র একনিষ্ঠ কর্মী মেজর সত্য গুপ্ত আজ কারারুদ্ধ না হ'লেও, দলের মঙ্গলের জন্য—তিনি বাড়ী থেকে বের হন না। সামরিক শিক্ষাদানের তিনিই বিঃ ভিঃ-র প্রতিটি তরুণ কর্মীকে যোগ্য করেছেন। তাঁরই শিক্ষার গুণে, তরুণ বীর বিনয়, বাদল ও দীনেশ দায়িত্বপূর্ণ সামরিক পদ প্রাপ্ত হয়েছে—সামরিক সমিতির বিচারে। সামরিক প্রশস্তি-বাণীতে আপনি তাদের অভিনন্দন করুন মেজদা।

হরিদাস। মেজর বিনয় বোস!

[বিনয় সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে]

ক্যাপটেন দীনেশ গুপ্ত!

[দীনেশ সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে]

লেফটেনাণ্ট বাদল গুপ্ত।

[বাদল সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে]

হরিদাস। লোকে বলে আমরা সন্ত্রাসবাদী, কিন্তু একথা যে কত বড় মিথ্যা দেশের আজ যাঁরা কর্ণধার—তাঁরা বিশ্বাস করেন না।

রসময়। তাঁরা বোঝেন না যে আমরা মৃত্যুকে পাশে রেখে—আমাদের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দিই।

সুপতি। মৃত্যুকে তাঁরা ভয় করেন, তাই আমাদের সন্ত্রাসবাদী বলে মনে একটু সান্ত্বনা পান।

দীনেশ। আমাদের কিছু বলতে দেবেন মেজদা?

হরিদাস। নিশ্চয়। তোমরাই ত বলবে আজ। আমরা যে বাংলার তরুণদের মুখের দিকেই চেয়ে আছি ভাই!

দীনেশ। আমি মনে করি, সন্ত্রাসবাদের মধ্যে লুকান থাকে—অপবাদ—দায়িত্বহীনের দুর্নাম। বিট্রিশ সরকার—এমন কি আমার স্বদেশকর্মীদের মধ্যে অনেকেই—সে দুর্নাম দিতে এতটুকু কুণ্ঠা করেনি। তাদের আমি জানিয়ে দিতে চাই, তারা আমাদের ভাবপ্রবণ বলে উপহাস করতে পারেন, আমাদের "পথ ভ্রান্ত" বলে, আমাদের কর্ম-যাত্রায় বিঘ্ন ঘটাতে পারেন, ভ্রান্ত যুবক বলে গালাগাল দিতে পারেন, তবু বলবো, মানুষের হিংস্রতা থেকে মানুষকে রক্ষা করবার জন্যেই—আমাদের এ প্রয়াস। বাংলার হাজার হাজার ছেলে তাদের সত্য দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে বুঝিয়ে দেবে—আমরা মিথ্যা নই, আমরা পঙ্গু নই—আমরা স্থবির নই। যৌবনের বিপ্লবধর্মে আমরা উজ্জ্বল, প্রোজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল।

বাদল। ওরা মনে করে, মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার করে, তাদের আতঙ্কিত করে—তাদের ধনরত্ন আমরা লুণ্ঠন করি,—তাদের খুন করি। কিন্তু একথা আজ সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে যে—যাঁরা অহরহ মানুষকে বঞ্চনা দিয়ে, শোষণ দিয়ে, দারিদ্র্যের সুযোগ

নিয়ে তিলে তিলে খুন করছে—তাদের হাত থেকে—তাদের অনাচার থেকে, তাদের অত্যাচার থেকে মানুষকে আমরা বাঁচাই।

বিনয়। বাঁচাই আমরা সেই মানুষদের, যাঁরা যুগ যুগ ধরে অপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন সহ্য করে এসেছে। মাটিতে মুখ থুবড়ে বোবা গরুর মত মার খেয়েছে, তাদেরই মনে যে বিদ্রোহের জ্বালা, প্রতিটি অন্তরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছিল সেই পুঞ্জীভূত বিদ্রোহেরই—প্রতীক আমরা। যদি কোন জাতির আত্মসম্মান বোধ থাকে, সে কোনদিন ভিক্ষা করে স্বাধীনতা লাভ করবে না। স্বাধীনতা লাভ করতে হয় রক্ত দিয়ে, স্বামীর রক্ত, ভায়ের রক্ত, পুত্রের রক্ত।

হরিদাস। কত মায়ের অশ্রু, কত বোনের চোখের জল, কত স্ত্রীর মর্মভেদী কান্নায় জন্ম নেয় এই বিপ্লব। ধ্বংসোন্মুখ মানব জাতিকে বাঁচাতে হলে এই বিপ্লবের প্রয়োজন। আমরা সেই বিপ্লববাদী—বোবা জাতটাকে—পিস্তলের গুলির শব্দে—জাগাতে হবে, বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা বেঁচে আছি। বুঝিয়ে দিতে হবে ওই বর্বর ইংরাজ শাসককে—এই জীবন্ত জাতটাকে আর রায়বাহাদুর খানবাহাদুরের মোহে আর ভুলিয়ে রাখতে পারবে না।

সুপতি। মহান বিপ্লব—দেশের সেই মুক্তি এনে দেবে। সেই মুক্তির আবির্ভাবে মানুষ আর মানুষকে কোনদিনই—শোষণ করতে পারবে না। সেই বিপ্লবের বেদীমূলে বহু জীবনকে উৎসর্গ করতেই হবে। বিপ্লব কোনদিন ব্যর্থ হয় না—সে ধ্রুব—সে নিশ্চিত। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

সকলে। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

সুপতি। ঢাকায় লোম্যান হত্যার পর, বিনয়কে আমরা ইংরেজের

হাতে কোন মতেই ধরা পড়তে দিইনি। সুভাষচন্দ্র চান, বিনয় দেশের বাইরে চলে যাক, তার মত ছেলেকে আমরা হারাতে চাই না—হারাতে চাই না আমরা কাকেও। বাইরে থাকার অর্থ পেয়েছিলাম, শ্রদ্ধেয় শরৎ চন্দ্র বোস, লেডী অবলা বোস, এমন কি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রও ভরসা দিয়েছিলেন।

রসময়। মেজদাও, জাহাজ পর্যন্ত ঠিক করে ফেলেছিলেন, কিং জর্জ ডকের পদস্থ কর্মচারী—মিঃ মিলকে রাজী করিয়ে।

হরিদাস। হ্যাঁ। বিনয় বিদেশে যেতে চায়নি।

বিনয়। কেন যাব বিদেশে? নির্দেশ দিন, কাজ দিন। চোরের মত বিদেশে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে আমি চাই না। সেদিনও বলেছি, আজও বলছি—আমাকে কাজ দিন।

দীনেশ। চুপ করে বসে, কবিতা পড়ে, আর দিন কাটতে চায় না। একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি—কাজ চাই—আমাকেও কাজ দিন।

বাদল। সেই কবে এসেছি ঢাকা থেকে। বসে বসে হাত-পা সব আড়ষ্ট হয়ে গেছে। আর পারছি না। কাজ আমিও চাই—কাজ দিন—আমাকেও কাজ দিন।

সুপতি। কাজের নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের সর্বাধিনায়ক। জেলে যাবার আগে তাঁর সঙ্গে রসময়দার বিশদ কথা হয়েছে। আমাদের আগামী কর্মসূচী—এক প্রকার ঠিক।

বিনয়। কাজ পাব?

দীনেশ। কি কাজ সুপতিদা?

বাদল। আমিও পাব ত কাজ?

রসময়। তোমরা হয়তো জানো এই বছরের গোড়ায়, সুভাষচন্দ্রের

উপরে মেজর সত্য গুপ্তের উপরে আলিপুর জেলে কি কি নির্মম নির্যাতন করে বৃটিশ সরকার।

নিকুঞ্জ। জেল সুপার পাঞ্জাবী সোমদত্ত—জেলের কয়েদী ওয়ার্ডার দিয়ে বেদম প্রহার করে সুভাষচন্দ্রকে।

সুপতি। সুভাষচন্দ্র, সেই অমানুষিক প্রহারে অজ্ঞান হ'য়ে যান। এই ঘটনায় সারা বাংলা দেশ সেদিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, উঠেছিলাম আমরাও।

হরিদাস। সুভাষচন্দ্রের উপরে এই নারকীয় হামলায়, বেনু পত্রিকার মারফতে বাঙ্গালী সেদিন সম্পাদক প্রসন্ন পালের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে, সারা বাংলার তরুণদের ডেকে বলেছিল, তোমাদের সুভাষদাকে, তোমাদের তরুণ নেতা, তোমাদের প্রিয় নেতা, সুভাষচন্দ্রকে ওরা মেরেছে। পার না—পার না তোমরা গোটা আলিপুর জেলটাকে—উপড়ে—গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিতে? এই অপকর্মের প্রতিবাদ করবে কে?

সুপতি। প্রতিবাদ আমরা করেছি, সোমদত্তকে হত্যা করার চেষ্টা করে।

নিকুঞ্জ। কিন্তু সোমদত্ত—প্রাণ ভয়ে পালায়।

সুপতি। সম্প্রতি আলিপুর জেলে, সতীন সেনের উপরেও এমন নির্যাতন হয়েছে।

হরিদাস। তাই সর্বাধিনায়ক হেমদা—বলে গেছেন, এই নির্যাতনের যিনি নটের গুরু—কারা বিভাগের ইন্‌স্পেকটার জেনারেল—কর্ণেল সিম্পসনকে শেষ করে দিতে হবে। আমরাও সমবেত মন্ত্রনায় এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছি এবং ঠিক হয়েছে সিম্পসনকে আর বেঁচে থাকতে দেওয়া হবে না।

বিনয়। সিম্পসনকে হত্যা করার ভার আমায় দিন।

দীনেশ। আমাকেও দিন।

বাদল। আমিও যাব এই কঠিন কাজে।

সুপতি। সমবেত মন্ত্রনায় ঠিক হবে—কে কে পাবে এই কাজের ভার। তোমরা যদি পাও—সময়মত তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

বিনয়। যারাই এই মহৎ কাজের ভার পাক না কেন, আমি যেন তাদের একজন হই।

দীনেশ। বলেছি ত কবিতা পড়ে আর যেন সময় কাটছে না। আমি অনেকদিন শুধু শুধু বসে আছি মেজদা। আর এমনি করে বসে থাকতে আমি পারছি না। আমায় কাজ দিন, এমন একটা কাজ দিন যাতে আমি বুঝতে পারি, আমার জীবনের চেয়েও সে কাজের মূল্য অনেক বেশী—অনেক মহান্ সে কাজ।

বাদল। 'আমিত' একেবারেই বসে আছি। বিনয়দা, দীনেশদার মত আমিও বলি মেজদা, আমাকে অনেক শক্ত কাজ দিন, অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি মেজদা, আমাকে যে দায়িত্ব দেবেন, সে দায়িত্ব আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।

হরিদাস। সুপতি, তুমি এদের গুপ্ত গৃহে নিয়ে যাও। কার উপরে এই কাজের ভার দেওয়া হবে, তা বিচারসাপেক্ষ হলেও ওদের সঙ্গে তুমি, প্রাথমিক অস্ত্র ব্যবস্থা, রাইটার্স বিল্ডিংস-এর নক্সা, পথ সংকেত, সব বিষয়ে আলোচনা কর। নিকুঞ্জ, তুমিও যাও।

সুপতি। এস তোমরা বিনয়—বাদল—দীনেশ। এস নিকুঞ্জ। মেজদা, আজ হেমদা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে, তবু তুমি আছ আমাদের মন্ত্রদাতা, আমাদের পথ নির্দেশক। আমাদের সমবেত দায়িত্বে, যে গুরু কার্যভার স্বেচ্ছায় আমরা মাথা পেতে নিয়েছি,

তা যেন আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারি। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, কর্তব্য, দায়িত্ব ও কর্ম সমাপ্তি—তার পরিণতি,—সব যেন সুসমঞ্জস্য সুন্দর হয়ে ওঠে, আমাদের কর্ম প্রয়াসে। আসে যেন নতুন প্রেরণা, আসে যেন নতুন জীবন। এস নিকুঞ্জ—বন্দে মাতরম।

নিকুঞ্জ। বন্দে মাতরম্।　　　　　　　　　　　[উভয়ের প্রস্থান।

বিনয়। এই মহান কার্যের ভার আমি যদি পাই মেজদা, আমি যেমন করে লোম্যানকে হত্যা করেছি, তেমন করেই মেজর সিম্পসনকে হত্যা করবো। আমি যেন এই ভার পাই মেজদা, আমি যেন এই ভার পাই। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই নরমেদ যজ্ঞে আমি যেন রক্তাঞ্জলি দিতে পারি মেজদা, আমি যেন রক্তাঞ্জলি দিতে পারি।

[প্রস্থান।

বাদল। গর্বে, গৌরবে, আমার বুকখানা ভরে ওঠে মেজদা, যখনই ভাবি, সিম্পসন হত্যায় আমিও আপনাদের নির্দেশ পেয়েছি। নির্দেশ আমাকে দিতেই হবে মেজদা—নির্দেশ আমাকে দিতেই হবে।

[প্রস্থান।

দীনেশ। আমি ত আগেই বলেছি মেজদা, সিম্পসন হত্যায় আমার মন মেতে উঠেছে। যারা সুভাষচন্দ্রকে প্রহার করে, মেজর সত্য গুপ্তকে প্রহার করে, তাদের আমরা ক্ষমা করবো না, যারা যতীন্দ্রমোহনকে প্রহার করে তাদের আমরা ক্ষমা করবো না, যারা সতীন সেনকে প্রহার করে তাদের আমরা ক্ষমা করবো না। এর পরেও একটা ইংরেজ শাসকেও যদি না মারতে পারি তবে এই দেহ আমি কিসের জন্যে ধরেছি? আমি নির্দেশ চাই মেজদা, আমি নির্দেশ চাই।

[প্রস্থান।

বিনয় বাদল দীনেশ [প্রবাহ।

হরিদাস। আশায় সারা বুকখানা আমার যেন দশ হাত উঁচু হয়ে ওঠে। আমাকে দায়িত্ব দিন মেজদা, আমাকে নির্দেশ দিন মেজদা, আমাকে ভার দিতেই হবে মেজদা। এ যে কি নির্দেশ, এ যে কিসের দায়িত্ব, এ যে কিসের ভার, সে ওরা জানে না—সে ত আমি জানি, আমি বুঝি। ওরা মৃত্যু পাগল—দামাল ছেলেরা। তবু ভবিষ্যতের আকাশের দিকে যখন তাকিয়ে দেখি; দেখি, ওই তো—জ্বল জ্বল করছে স্বাধীন ভারতের শুকতারা—। ওই শুকতারা রচনা করেছে কারা? এরা। এদের সত্য, এদের কর্মনিষ্ঠা, এদের দেশপ্রেম, না হ'লে —এমন করে নিঃশেষে কে নিজেকে বলিদান দিতে এগিয়ে আসতে পারে?

"পড়ে যায় কাড়াকাড়ি,
নিঃশেষে প্রাণ, কে করিবে দান,
তারই লাগি তাড়াতাড়ি।"

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্!

[প্রস্থান।

—বারো—

মেটিয়া বুরুজস্থ রাজেনবাবুর বাসা।

সরযূ দেবীর প্রবেশ।

সরযূ। "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক" একথা আমিও বলি। আমিও বিশ্বাস করি ও:দের বিপ্লবমন্ত্রে। উনি ত চিরদিনই এই পথের পথিক। আমারও ভালো লাগে। ইংরেজ শাসনের জগদ্দল পাথরকে এমন করেই এরা দূরে ফেলে দেবে। বিনয় ঠাকুরপো আমাদের বাসায় আসা অবধি, আরও যেন নিবিড় করে এই পথটাকে জানতে পেরেছি।

রাজেনবাবুর প্রবেশ।

রাজেন। বিনয়কে রসময় এখনও দিয়ে যায়নি?

সরযূ। না, এখনও ত বিনয় ঠাকুরপো আসেনি।

রাজেন। গতকালের মত ওদের আজও গোপন মন্ত্রনা আছে। কে জানি, আবার কোন কাজে ওদের ডাক পড়ে।

সরযূ। তাছাড়া পুলিশ ত ওদের পিছনে লেগেই আছে।

রাজেন। তা ত আছেই, বিশেষ করে বিনয়ের।

দ্রুত বিনয়ের প্রবেশ।

বিনয়। বৌদি, বৌদি, চা খাবো। তাড়াতাড়ি ভীষণ চায়ের নেশা পেয়েছে।

[প্রবাহ।

সরযূ। তুমি তোমার দাদার সঙ্গে কথা বলো—আমি চা নিয়ে আসছি। [প্রস্থান।

রাজেন। তোমাদের আজও মিটিং হলো?

বিনয়। আবার অভিযান শুরু হবে রাজেনদা।

রাজেন। ঠিক হয়ে গেছে কাজ?

বিনয়। কাজ ঠিক হয়ে গেছে। ভার কার উপরে পড়বে তা এখনও ঠিক হয়নি।

রাজেন। তুমি কি এবারেও যাবে নাকি?

বিনয়। ভাগ্যে যদি জোটে। তবে আমি বলেছি, আজকের মিটিংএও বলেছি সুপতিকে, বলেছি মেজদাকে আমি যেন পাই এই ভার।

রাজেন। কোথায় কাজটি হবে?

বিনয়। সবই নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে হবে। অ্যাকসান স্কোয়াডের মিটিং আজই আছে। দেখি কি ওঁরা ঠিক করেন।

একটি ট্রেতে চা ও খাবার লইয়া সরযূ দেবীর প্রবেশ।

রাজেন। আচ্ছা বিনয়—তুমি চা খাবার খাও। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি—কেমন? [প্রস্থান।

বিনয়। কি সাংঘাতিক ব্যাপার? এত খাবার? এত খাবার কি করে খাব? অনেক খাবার খেয়ে এসেছি যে।

সরযূ। তা বেশ করেছ—সেই কখন গেছ। নাও খেয়ে নাও দেখি।

বিনয়। লক্ষ্মী বৌদি, সত্যি বলছি, এত খাবার খেতে পারবো না।

সরযূ। খুব হয়েছে! নাও ত। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে কিন্তু।

বিনয়। আমি সত্যি আপনাকে বোঝাতে পারছি না। পেট একেবারে ভরা। ওখানে গেলেই খুব খাওয়া হয়। আজও হয়েছে। দেখুন—ভরা পেটে—কিছু খেতে—

সরযূ। হোক ভরা। আচ্ছা এই নাও—খাও দেখি।

[সন্দেশ নিজে হাতে তুলে নিলেন সরযূ দেবী এবং বিনয়ের মুখে তুলে ধরেন।]

বিনয়। একেবারে আমার অবুঝ মায়ের মত। এবার ত আর না করতে পারবো না। হাঁ করি—কেমন— [হাসি]

সরযূ। মায়ের মত করেই তোমাকে খাইয়ে দিচ্ছি ঠাকুরপো। খাও। মাকে, তোমায় নিয়ে কি জ্বালা যে পোহাতে হয় বুঝতে পারি ত। নাও—নাও চটপট করে। [সরযূ দেবী ছেলের মত আদর করে বিনয়কে সন্দেশ খাইয়ে দেন]

বিনয়। এর পরেই বৌদি—আয় চাঁদ আয়—খোকার কপালে টিপ দিয়ে যা—তাই না?

[হো হো করে হেসে ওঠে দু-জনে]

কই, জল দিন।

[সরযূদেবী জল দিলে বিনয় জল খায়]

এইবার চা।

সরযূ। চা বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

বিনয়। ঠাণ্ডা চা'ই আমি ভালবাসি।

সরযূ। সেকি ঠাকুরপো, যারা ঠাণ্ডা চা খায় তাদের স্ত্রীরা সব বুড়ো। বুড়োদের জন্যে—ঠাণ্ডা চা আর বুড়ো বৌ। তুমি ত বিয়েই করলে না, অথচ ঠাণ্ডা চা-এর ভক্ত হলে কি করে? [হাসি]

বিনয়। জানেন বৌদি, এবারে একটা সম্বন্ধ এসেছে। মেয়ে দেখতে যেতে হবে শিগ্‌গিরই।

সরযু। তাই নাকি? মেয়ে কেমন?

বিনয়। শুনেছি নাকি রাজার মেয়ে। আমাকে দেখে খুব পছন্দ।

সরযূ। বল কি ঠাকুরপো?

বিনয়। আরও শুনুন, মেয়ে বলেছে, আমি সংযুক্তার মত স্বয়ম্বরা হবো। আমি তোমার হাতের মালা ছাড়া আর কারও মালা পরবো না গলায়। ওগো বর, তুমি তাড়াতাড়ি এস। আমি আর তোমার বিরহ সইতে পারছি না। এখন আমি কি করি বলুন তো?

সরযূ। রাজকন্যা তোমাকে এতখানি ভালবেসে ফেলেছে? তোমাকে দেখলো কখন?

বিনয়। তবে আর বলছি কি? দেখেনি ত, শুধু নাম শুনেছে।

সরযূ। আরে বাপ্‌রে, নাম শুনেই এত? "নাম পরশনে যার এমন করল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়?" তা আমার ঠাকুরপোও কি কম যায় নাকি? কোন রাজপুত্তুর এমন দেখতে আছে। যেমন রূপ, তেমন গুণ। তাহলে কন্যা একদিন আমাকে দেখতে হয়। ঠাকুরপোর বিয়ে বলে কথা। ঘটকালি করি, তাহলে ঘটক-বিদায় ত কিছু পাবোই।

বিনয়। উহুঁ, ভুল হলো, ঘটক কথার স্ত্রীলিঙ্গ ঘটকী অথবা ঘটকিনী। [উভয়ের হাসি] হাঃ-হাঃ-হাঃ—তবে বৌদি, রাজকন্যা বলেছে, ঘটক পাঠাতে হবে না তোমায়। তুমি একলা এস, মাথায় মুকুট পরে, সোনার জরির ঝলমলে বরের বেশে, ঘোড়ায় চড়ে,

হাতে নিয়ে বাঁকা তলোয়ার। আর গলায় পরে এস জুঁয়ের মালা, সেই মালা হবে আমার উপহার, আমার বিয়ের উপহার। আমি তোমার মালা পরে বলবো—"মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।"

সরযূ। [হঠাৎ চমক ভাঙলো যেন] ঠাকুরপো!

বিনয়। কি বৌদি?

সরযূ। এ তুমি কোন রাজকন্যার কথা বলছো?

বিনয়। যার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হচ্ছে। মেয়ে পছন্দ হলে বিয়ে এই মাসেই।

সরযূ। এই মাসেই? [চীৎকার করে ওঠেন]

বিনয়। আপনি অমন করে উঠলেন কেন বৌদি?

সরযূ। তোমরা যে কি মেয়ে দেখবে সে ত আমি জানি।

বিনয়। আপনি সত্যি দুঃখ পেলেন বৌদি।

সরযূ। না ঠাকুরপো। দুঃখ পাবো কেন?

বিনয়। বৌদি!

সরযূ। বুঝি ত তোমার মায়ের মন। [চোখ মোছেন] বুঝি ঠাকুরপো বুঝি তোমার জন্যে ভেবে ভেবে কি অবস্থা হয়েছে তার। তুমি তোমার মায়ের কাছে এখন যেতে পারবে না, পালিয়ে পালিয়ে তোমার দিন কাটছে। লোকালয়ের সামনে এসে তুমি দাঁড়াতে পার না। কেন পার না? তুমি ত চুরি করনি, তুমি ত ডাকাতি করনি। যে শত্রু হাজার হাজার দেশের মানুষকে মেরেছে, তাকে তুমি মেরে দেশকে বাঁচিয়েছ। দেশকে শত্রুর অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছ বলেই কি তোমার এই শাস্তি? আমি ভাবতে পারি না ঠাকুরপো, আমি সইতে পারিনে। মাঝে মাঝে মনে হয়, তোমরা যদি একটা পিস্তল দাও আমার হাতে, সেই পিস্তল দিয়ে যতগুলো

প্যারি ইংরেজ মেরে আসি। দেবে দেবে—ঠাকুরপো একটা পিস্তল? দেবে?

বিনয়। বৌদি! একি মূর্তিতে আজ আপনি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন? এ যে আমি ভাবতে পারিনে। বাংলার মেয়েরা আজ এমন করেই এগিয়ে আসবে বিপ্লবের পথে। আজ প্রাণে এক নতুন শক্তির সঞ্চার আমি অনুভব করছি বৌদি। আমি এখনও কোন নির্দেশ পাইনি। তবু আমার মনে হচ্ছে নির্দেশ আমি পাব—নিশ্চয় পাব।

সরযূ। ঠাকুরপো—জানি, কি সে নির্দেশ? তোমরা দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছ। তবু মন তো বোঝে না। আমরা যে মা। আমি যে তোমার মা-এর মন নিয়েই তোমাকে ভালবাসি ঠাকুরপো আমি যে মায়ের মন নিয়েই তোমাকে ভালবাসি।

[কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান।

বিনয়। মা—আমার মা। মাগো, এই তো সেদিন তোমার সঙ্গে দেখা করে এসেছি। আর বুঝি দেখা হবে না। এর মধ্যে কত কিছু ঘটে গেল। তবু মা, আমি লোম্যানকে মেরেছি, সে তোমারই আশীর্বাদে। মাগো, কত আশা করেছিলেন বাবা, কত আশা করেছিলে তুমি। জানি না—আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে কি না!

হরিদাসের প্রবেশ।

হরিদাস। জানি না তোর সঙ্গে আর আমারও দেখা হবে কি না!

বিনয়। মেজদা?

হরিদাস। সমিতির সিদ্ধান্ত হয়ে গেল।

বিনয়। হয়ে গেছে?

হরিদাস। তুমি, বাদল ও দীনেশ, দলের সিদ্ধান্তে নির্বাচিত হয়েছ।

বিনয়। আমি, বাদল ও দীনেশ—

হরিদাস। শোন, ঠিক হয়েছে, আগামী ৮ই ডিসেম্বর তোমরা তিনজন সাহেবী পোষাকে একসঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিংসএ উঠে যাবে। সাহেবী পোষাক থাকায় দারোয়ানরা তোমাদের কোন বাধা দেবে না। সোজা দোতলায় উঠে, সিম্পসনের ঘরে ঢুকে যাবে। তোমাদের সঙ্গে থাকবে একাধিক লোডেড পিস্তল। সিম্পসনকে মারার পর যদি তোমরা নির্বিঘ্নে না আসতে পার, দেখ যদি গ্রেপ্তার হয়ে যাবে, তখন পটাসিয়াম সায়েনাইডের আশ্রয় নেবে, না হয় নিজেকে গুলি করে মারবে।

বিনয়। ৮ই ডিসেম্বর? আরও ছয় দিন?

হরিদাস। রাইটার্স বিল্ডিংস-এর ঘর অলিন্দ ইত্যাদির ম্যাপ তৈরী হয়েছে, তৈরী করেছে প্রফুল্ল দত্ত। ব্যবস্থা সব ঠিক। তুমি মন তৈরী কর বিনয়। আমি এবারে যাবো।

বিনয়। আপনি কোথায় যাবেন মেজদা?

হরিদাস। দলের নির্দেশে কলকাতা ছেড়ে আমি বাইরে চলে যাচ্ছি। বাদল ও দীনেশের সঙ্গে দেখা করে এসেছি। তোমার সঙ্গে দেখা করে চলে যাবো আমার নিরুদ্দেশের যাত্রায়। আমি শুধু মেজদা হয়ে আমার ছোট ভাইকে একবার আলিঙ্গন করে যাই। [দুইজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।] আশীর্বাদ করি বিনয়—মেজর বিনয় বোস জয়যুক্ত হোক! [মিলিটারী কায়দায় স্যালুট করে বিনয়] না-না, জল কেন চোখে? জল কেন? [কেঁদে ফেলেন বুঝি]

তুমি জয়ী হও—তোমার জয়-যাত্রায় নেমে আসুক ভগবানের আশীর্বাদ! বিঃ ভিঃ-র আমি মেজদা, তোমারও আমি মেজদা। দলের নির্দেশ ছাড়া এ বুঝি আরও কিছু—আরও কিছু। তাই জন্ম ও মৃত্যুর মুখোমুখি তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। যদি কাগজে দেখতে পাই তোমরা জয়যুক্ত হয়েছ তবে আজকের চোখের জল আমার সার্থক হবে। আর যদি দেখি—না-না-না—ওরে বিনয়—তোরা জয়ী হ! তোরা জয়ী হ! তোরা জয়ী হ।

[ক্রন্দন কণ্ঠে প্রস্থান।

সরযূ দেবীর প্রবেশ।

সরযূ। হরিদাসবাবু কেন এসেছিলেন ঠাকুরপো?

বিনয়। সব ঠিক হয়ে গেল বৌদি। মেজদা বলে গেলেন, রাজকন্যা আমাকেই পছন্দ করেছে—সঙ্গে শুধু থাকবে আমার দুজন সহকারী—বাদল আর দীনেশ।

সরযূ। ঠাকুরপো!

বিনয়। আর কোন চিন্তা নেই বৌদি। একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম। জানেন বৌদি, মনে মনে আমার কি যে আনন্দ! অমন করে মুখ গুম করে থাকলে চলবে না বৌদি।

সরযূ। মৃত্যুকে নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলতে পার তোমরা? দিন কবে ঠিক হয়েছে?

বিনয়। ৮ই ডিসেম্বর।

সরযূ। ৮ই ডিসেম্বর? সেকি! আর যে মাত্র ছ'দিন বাকী!

বিনয়। মাত্র ছ'দিন কি বৌদি? সে ত অনেকদিন দেরী। আজই যদি নির্দেশ পেতুম তাহলে সবচেয়ে বেশী সুখের হতো।

সরযূ। ঠাকুরপো—না-না, ওকথা তুমি ব'লো না। ছ'দিন ত দেখতে দেখতে কেটে যাবে—তার পরে—আর তুমি আমাদের এখানে থাকবে না। 'বৌদি'; 'বৌদি' বলে আর আমার কাছে ছুটে আসবে না। সকাল বেলা চা নিয়ে এসে দেখবো, তুমি এ ঘরে নেই। বিনয়-ঠাকুরপো, আমার মধ্যে তোমার মাকে কি তুমি দেখতে পাচ্ছো না? বলো—বলো পাচ্ছো না? আমাদের জন্ম কি তোমার এতটুকু দয়া নেই, মায়া নেই? ঠাকুরপো—ঠাকুরপো—ঠাকুরপো!

[উদ্ভাসিত কান্নায় অবিভূত হয়ে প্রস্থান।

বিনয়। বৌদি—বৌদি—বৌদি—

[বৌদিকে ডাকতে ডাকতে দ্রুত প্রস্থান।

—তেরো—

পার্কসার্কাস

সুন্দর ইউরোপিয়ান স্যুট পরে বাদল ও দীনেশের প্রবেশ।

বাদল। বৌদি বিনয়দাকে মায়ের মত ভালবাসেন।

দীনেশ। বৌদি আমাদেরও খুব ভালবাসেন। আজ আর দেখা হবে না।

বাদল। তাঁর সেদিনের কথাগুলি এখনও যেন শুনছি।

দীনেশ। কথার বলাকা যে অনন্তকাল ধরে উড়ে চলে—

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে,
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে,
অস্পষ্ট অতীত হ'তে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।

শুনিলাম আপন অন্তরে,
অসংখ্য পাখির সাথে,
দিন রাতে,
এই বাসা ছাড়া পাখি ধায় আলো অন্ধকারে
কোন পার হতে কোন পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে বিশ্ব নিখিলের পাখার এখানে,
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোন খানে।

নীরবে নিকুঞ্জের প্রবেশ।

[স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে নিকুঞ্জ আবৃত্তি শুনতে থাকেন। চোখের জল মুছতে মুছতে বলেন।]

নিকুঞ্জ। দীনেশ!

দীনেশ। নিকুঞ্জদা!

নিকুঞ্জ। রবীন্দ্রনাথ তোমার অন্তর আলো করে আছেন। কি অপূর্ব তোমার আবৃত্তি! দীনেশ—বাদল!

দীনেশ। নিকুঞ্জদা!

বাদল। মাষ্টারমশাই!

নিকুঞ্জ। আজ ৮ই ডিসেম্বর—এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সুপতি গেল তোমাদের খাবার আনতে। আমি তোমাদের নিয়ে যাবো। কোথায় নিয়ে যাবো?

দীনেশ। "পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।" পৃথিবীর মাটি ছেড়ে—আমরা সেই মেঘলোকে না হয় যাত্রা করবো!

দু থালা খাবার নিয়ে দোস্ত মহম্মদের প্রবেশ।

দোস্ত মহম্মদ। আইয়ে বাবু সাহেব।

দীনেশ। বাদল! আয়, আয়—বসে পড়। তোর সঙ্গে খাওয়ার লড়াইটা হয়ে যাক।

বাদল। আমার সঙ্গে কি তুমি খেয়ে পারবে দীনেশদা?

নিকুঞ্জ। আচ্ছা, তোমরা আরম্ভ কর।

বাদল। দীনেশদা আমার সঙ্গে খেয়ে পারবেই না।

দীনেশ। তুই পারবি আমার সঙ্গে? সব খেতে হবে। দরকার হলে, আরও দিতে হবে। 'নেই' বলতে কিন্তু পারবে না নিকুঞ্জদা।

নিকুঞ্জ। আরম্ভ কর—দেখি, কে আগে খেয়ে উঠতে পারে।

দীনেশ। বাদল—start.

[দুইজনে খেতে আরম্ভ করে। সে একরকম কৌতুক—কে আগে খেয়ে উঠতে পারে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নিকুঞ্জ।]

দীনেশ। মাংস নেই নিকুঞ্জদা?

বাদল। এখনও আগের মাংসই ফুরোয়নি। আবার মাংস?

দীনেশ। ওরে, ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। হারিয়ে তোকে আমি ভূত বানিয়ে দেবো।

বাদল। বললেই ত হবে না। বৃক্ষ, তোমার নাম কি? ফলেন পরিচিয়তে। আগে শেষ কর।

[ওদের খাওয়া শেষ হয়ে আসে। দীনেশ আগে শেষ করে।]

দীনেশ। কে জিতল নিকুঞ্জদা?

বাদল। নিরপেক্ষ বিচার চাই।

দীনেশ। নিশ্চয়, নিরপেক্ষ ত বটেই।

নিকুঞ্জ। দীনেশ জিতেছে।

দীনেশ। হ্যাঁ, কেমন হলো বাদল?

দোস্ত মহম্মদ। লেকিন ম্যায় বলুঙ্গা, বাদল বাবুকা জিৎ হুয়া হ্যায়।

বাদল। হ্যাঁ, কেমন হ'লো দীনেশদা?

দীনেশ। ভালোই হলো। [বাদলকে জড়িয়ে ধরে]

দোস্ত মহম্মদ। নিকুঞ্জ বাবু সাহাব, ম্যায় দোনো বাবুকে লিয়ে কুছ সন্দেশ মিঠাই লে আয়া। মেরে আপনা হাতসে খিলায়গা।

নিকুঞ্জ। নিশ্চয়, নিশ্চয়। তুমি ওদের নিজের হাতে মিষ্টি খাইয়ে দাও। [হাস্যোজ্জ্বল পরিবেশ মুহূর্তে থমথমে হয়ে আসে] বসো তোমরা।

দোস্ত মহম্মদ। বাবুজী! আপ্‌লোক বেহেস্তকা হুর হ্যায়। [কাঁদে]

দীনেশ। তুমি কাঁদছ কেন দোস্ত মহম্মদ?

দোস্ত মহম্মদ। বাবুজী—[কাঁদতে কাঁদতে বলে] আপলোক হিন্দু হ্যায়, ম্যায় মুসলমান হ্যায়। লেকিন আপকা খুন ভি লাল হ্যায়, মেরে খুন ভি লাল হ্যায়। হাম লোগনে মানুষ হ্যায়। আপলোক মেরা লাল হ্যায়—মেরা বেটা হ্যায়। খা লিজিয়ে বাবুজী।—[সকলকে সন্দেশ খাইয়ে দেয় ও চোখের জল মুছতে থাকে]

নিকুঞ্জ। [খাইতে খাইতে] দোস্ত মহম্মদ, ওদের যাত্রার সময় হয়ে এল। তুমি ট্যাকসি ডেকে আন, যেতে হবে প্রথমে খিদিরপুরের পাইপ রোডে।

দোস্ত মহম্মদ। ম্যায় যা রাহা হুঁ।

[চোখের জল মুছতে মুছতে প্রস্থান।

রাইটার্স বিল্ডিংস-এর ম্যাপ হাতে সুপতির প্রবেশ।

সুপতি। দোস্ত মহম্মদ ট্যাকসি ডাকতে গেল—না? হ্যাঁ, সময় হয়ে এল। ক্যাপ্টেন দীনেশ গুপ্ত, লেফটেন্যান্ট বাদল গুপ্ত! [দীনেশ ও বাদল অ্যাটেনসন হয়ে দাঁড়ায়] প্রফুল্ল দত্তের তৈরী করা রাইটার্স

বিল্ডিংস-এর ম্যাপ। ভাল করে দেখে নাও। [ম্যাপ ওদের হাতে দেয়, দীনেশ ও বাদল নিবিষ্ট মনে ম্যাপ দেখতে থাকে] দেখে নিয়েছো ভাল করে?

দীনেশ। হ্যাঁ সুপতিদা।

সুপতি। প্রফুল্লর সঙ্গে বাদল ত রাইটার্স বিল্ডিংস দেখেও এসেছে। পিস্তল, গুলি - সব ঠিক ভরা আছে? আবার দেখে নাও। [বাদল ও দীনেশ পিস্তল হইতে গুলি বাহির করিয়া দেখিয়া পুনরায় গুলি ভরিয়া পিস্তল পকেটে রাখিল] পটাসিয়াম সায়েনায়েডের অ্যাম্পুল ঠিক আছে?

বাদল। আছে।

দীনেশ। ঠিক আছে সুপতিদা।

সুপতি। তোমাদের লীডার মেজর বিনয় বোস। তার নির্দেশ-মত তোমরা মারবে সিম্পসনকে আর যারা তোমাদের বাধা দিতে আসবে। সহজে হয়তো বেরিয়ে আসা যাবে না, যত সহজ হবে প্রথমে উঠে যাওয়া। সিম্পসন অপারেসানের পরে, তোমাদের অনেকের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। শেষ পর্যন্ত যদি দেখ, ধরা পড়ে যাবে, তখন পটাসিয়াম সায়েনায়েডের অ্যাম্পুল খাবে, অথবা নিজের কণ্ঠনালীতে গুলি করবে। ইংরেজের হাতে ধরা পড়া চলবে না—ধরা তোমরা কিছুতেই দেবে না।

দীনেশ। আপনার নির্দেশ অনুযায়ীই কাজ হবে সুপতিদা।

সুপতি। বিনয় দেবে যথাযথ নির্দেশ। এখন আমরা যাবো খিদিরপুরের পাইপ রোডে। সেখানে রসময়দা নিয়ে আসছে বিনয়কে। ওখান থেকে আলাদা ট্যাকসি করে তোমরা রওনা দেবে, ঠিক বারোটায় তোমরা সিম্পসনের ঘরের দরজায় উপস্থিত হবে। তখনই ফায়ার—।

তিনজন একসঙ্গে—"বিপ্লব জয়যুক্ত হোক!"

দীনেশ ও বাদল। বিপ্লব জয়যুক্ত হোক!

সুপতি। জয়যুক্ত হও তোমরা! আমি ত জানি দীনেশ, জানি বাদল, এ তোমাদের মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়াই।

বাদল। "বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই নাগের মাথায় নাচি।"

সুপতি। সেই বাংলার ছেলে তোমরা। তবু—তবু জানি, তোমরা ফিরে আসতে পার, আবার নাও পার। আর হয়তো তোমাদের জীবন্ত হাসিভরা মুখগুলি এসে দাঁড়াবে না আমার সামনে, তথাপি বলতে চাই ভাই, তোমরা যাও—শত্রু ধ্বংস কর, জাতির শত্রু ধ্বংস কর, বাঙালীর শত্রু ধ্বংস কর, ভারতের শত্রু ধ্বংস কর। বন্দে মাতরম্!

দীনেশ ও বাদল। [সামরিক কায়দায় দাঁড়িয়ে] বন্দে মাতরম্!

নিকুঞ্জ। সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্!

দীনেশ ও বাদল। বন্দে মাতরম্!

দোস্ত মহম্মদের পুনঃ প্রবেশ।

দোস্ত মহম্মদ। গাড়ী আগেয়া বাবু সাব!

সুপতি। দীনেশ, বাদল, সময় হয়েছে ভাই।

[নিকুঞ্জ ও সুপতিকে দীনেশ ও বাদল প্রণাম করে।
ওরা দু'জনকে আলিঙ্গন করে; আলিঙ্গন
করে দোস্ত মহম্মদকে।]

নিকুঞ্জ। খুব সাবধান দীনেশ! খুব সাবধান বাদল!

বাদল। কোন ভয় নেই মাষ্টারমশাই।

দীনেশ। যে শুনেছে কানে,

তাহার আহ্বান গীত

ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে।

সঙ্কট আবর্ত মাঝে দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন।

নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি,

মৃত্যুর গর্জন শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।

সেই আহ্বান আমরা শুনেছি। মৃত্যুর গর্জনকে শুনেছি সঙ্গীতের মত। কোন ভয় নেই, কোন ক্ষয়-ক্ষতি নেই, কোন সংশয় নেই, কোন সন্দেহ নেই। জীবনকে আমরা প্রাণ দিয়ে অক্ষয় করবো, মৃত্যুকে আমরা সত্য দিয়ে ধ্বংস করবো।

সুপতি। বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স জিন্দাবাদ!

সকলে। বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স জিন্দাবাদ!

সুপতি। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

সকলে। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

[বলতে বলতে সারি বেঁধে সকলের প্রস্থান।

—চৌদ্দ—

রাজেনবাবুর গৃহ।

কথা বলতে বলতে রসময় ও রাজেনবাবুর প্রবেশ।

রসময়। বিপ্লব বেঁচে আছে, বিপ্লব বেঁচে থাকবে, বেঁচে থাকবে চিরদিন। সেজন্যে প্রাণ বলিদান আমাদের দিতে হবে।

রাজেন। সেকথা আমি বুঝি, তুমি বোঝ, কিন্তু সরযূকে একথা আমি কিছুতেই বোঝাতে পারছি না। এক মাস বিনয় আমাদের বাসায় আছে, একেবারে বাড়ীর ছেলের মত হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা 'কাকামণি' বলতে অজ্ঞান। ওরা ত জানবে না, ওরা ত বুঝবে না—ওদের কাকামণি আর হয়তো ফিরে আসবে না।

[গলা ভারি হয়ে আসে।]

রসময়। তুমিও ত দেখছি খুব ভেঙ্গে পড়েছ।

রাজেন। না, ভেঙ্গে পড়িনি। দলের সিদ্ধান্ত হয়েছে, আর এ-ই যখন আমাদের মহান ব্রত, আমাদের কর্মনীতি—আমাদের তা মানতেই হবে। বিনয়কে কি দিয়ে আমরা ধরে রাখবো রসময়দা?

সুপতির দ্রুত প্রবেশ।

সুপতি। বিনয়—বিনয়—বিনয় কোথায়?

রসময়। পোষাক পরছে পাশের ঘরে। বিনয়—বিনয়—

বিনয়ের প্রবেশ।

বিনয়। হয়ে গেছে রসময়দা—এই যে এসে গেছি। সুপতি?

সুপতি। আমিও এসে গেছি। বাঃ, চমৎকার! তোমাকে ভারি সুন্দর মানিয়েছে এই সুটে। একেবারে লণ্ডন থেকে খাস ইংরেজ সাহেব এসেছে যেন। রাইটার্স বিল্ডিংস-এ কেউ তোমাদের বাধা দিতে পারবে না। খাওয়া হয়েছে?

বিনয়। হ্যাঁ, হয়েছে। বৌদি আজ কতকিছু রেঁধেছিলেন। খুব খেয়েছি। ছুটিতে বাড়ী গেলে মা যেমন করে বসে খাওয়াতেন, ঠিক তেমনি করে।

[রাজেন সবার অলক্ষ্যে চোখের জল মোছেন।]

সুপতি। রাইটার্স বিল্ডিংস-এর ম্যাপ, পিস্তল, গুলি, পটাসিয়াম সায়েনায়েডের অ্যাম্পুল, সব ভাল করে চেক করে নিয়েছো?

বিনয়। হ্যাঁ, নিয়েছি।

সুপতি। যেমন নির্দেশ আছে, তেমনি কাজ করবে। মেজর বিনয় বোস! তুমিই এদের পরিচালনা করবে। You are the action Leader. তোমাকে আমরা খিদিরপুরের পাইপ রোডে নিয়ে যাবো। ওখান থেকে তোমরা সোজা রাইটার্স বিল্ডিংস-এ চলে যাবে, সিম্পসনের ঘরে - ঠিক বারটায়।

বিনয়। সব ঠিক আছে। প্ল্যান অনুযায়ী কাজ হবে। ওরা হয়তো এতক্ষণ এসে গেছে।

সুপতি। মেজর বিনয় বোস! [মিলিটারী কায়দায় দাঁড়ায়।] দেশের মঙ্গল, ভারতের মঙ্গল ভাবনায় তোমাদের এই জীবনপণ অভিযান। ধ্রুবতারার মত সামনে রয়েছে আমাদের জননীর আশীর্বাদ। নির্ভীক বীর, তুমি জয়যুক্ত হও! [দু'জনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।] আমি আসি বিনয়। রসময়দা তোমাকে নিয়ে যাবেন। আমি আসি— বন্দে মাতরম্!

বিনয়। বন্দে মাতরম্!

সুপতি। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

[প্রস্থান।

বিনয়। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

রাজেন। রসময়দা—চল, আমরা একটা ট্যাকসি ডেকে আনি চল।

রসময়। চল—সময় হয়ে গেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিনয়। ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছিল সুপতি কত কাণ্ড করে। আজ নিয়ে যাবেন রসময়দা। মেজদা কলকাতা ছেড়ে চলে গেছেন, তবু এসেছে নির্ধারিত ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩০ সাল। রাজেনদা গোপনে অশ্রুবিসর্জন করছেন, বৌদির চোখেও জল—তবু যেতে হবে।

অশ্রুসিক্ত নয়নে সরযূ দেবীর প্রবেশ।

সরযূ। ঠাকুরপো—ঠাকুরপো! [বিনয়কে ছেলের মত করে জড়িয়ে ধরেন।]

বিনয়। বৌদি!

সরযূ। ঠাকুরপো—আমি তোমাকে খাইয়ে-দাইয়ে কোথায় পাঠিয়ে দিচ্ছি? কোথায়? কোন্ যমের বাড়ী? আমি—আমি তোমার রাক্ষসী বৌদি। আমি তোমার কেমন মা যে তোমাকে ধরে রাখতে পারি না?

বিনয়। কাঁদবেন না বৌদি! মাকে একদিন বলেছিলাম, তুমি যে আমার সুভদ্রা মা। সেকথা আমি আপনাকেও বলি বৌদি, বাংলা দেশের তরুণদের মায়েরা যে বীর অভিমন্যুর সুভদ্রা মা। তেমন মা

না হলে হাসিমুখে পুত্রকে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দেবে কে? ইংরেজ শাসনের লৌহ-শৃঙ্খলকে মৃত্যু দিয়েই আমরা চূর্ণ করবো। বৌদি, আপনি যদি কাঁদেন, আপনি যদি চোখের জল ফেলেন, তবে কোন্ ভরসা নিয়ে, কোন্ সাহস নিয়ে, কোন্ লক্ষ্য নিয়ে আমি ইংরেজ শাসককে খুন করবো? বৌদি, আপনার আশীর্বাদ আমার অক্ষয় হোক, সেই মাতৃমন্ত্রে অভিসিঞ্চিত বক্ষ বর্ম আমার অক্ষয় হোক, মৃত্যু দিয়ে কেনা সেই নতুন জীবন আমার অক্ষয় হোক!

সরযূ। না না-না, কথার উপরে কথা সাজিয়ে তোমরা আমাদের বিভ্রান্ত কর। তোমাদের আমরা বুঝতে পারি না। তবু একটা প্রশ্ন জাগে, এমন করে মৃত্যুকে বরণ করে তোমরা কি-স্বাধীনতা আনতে পারবে ঠাকুরপো? যদি পার, তাহলে বল। না হলে—

বিনয়। বৌদি, এমনি করে মৃত্যু দিয়েই স্বাধীনতা আসবে। এ সত্য আমরা বিশ্বাস করি। আপনিও বিশ্বাস করেন। পুত্রস্নেহে দুর্বল হলে ত চলবে না বৌদি। শুষ্ক কঠিন চোখে আপনাকে আমায় বিদায় দিতে হবে।

সরযূ। বিদায়! বিদায়!

রসময়ের প্রবেশ।

রসময়। গাড়ী নিয়ে এলাম বিনয়। আর দেরী করা চলবে না।

বিনয়। না, আর দেরী কেন হবে? রাজেনদা কই?

রাজেনের প্রবেশ।

রাজেন। এই যে—এই যে আমি বিনয়।

বিনয়। এইবার বিদায় দিন রাজেনদা! [প্রণাম করে।]

রাজেন। এস বিনয়! যুদ্ধ জয় করতে তোমাকে পাঠাচ্ছি আমরা। যুদ্ধ জয় করে ফিরে এস ভাই। [আলিঙ্গন করেন।]

বিনয়। প্রণাম করি রসময়দা! [প্রণাম করে।]

রসময়। আশীর্বাদ করি—জয় তোমাদের হবেই হবে। [আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।]

বিনয়। বিদায় দিন বৌদি।

সরযূ। [উচ্ছ্বসিত আবেগে বিনয়ের মুখ দুই হাতে চেপে ধরেন] বিদায় নয় ঠাকুরপো! বিদায় নয়—জয়—জয় হোক তোমার! এই দেখ, এতটুকু জল নেই চোখে। আমি তোমার সুভদ্রা মা-ই বটে, তোমাকে সাজিয়ে রণযাত্রায় পাঠাচ্ছি। তুমি জয়ী হয়ে এস। এই স্বাধীনতার সত্য প্রয়াসে তুমি যদি মৃত্যুকে এড়াতে না পার, তবু দুঃখ করবো না—তবু চোখে জল আসবে না। ভাবো—বিনয় আমার স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে। সে আমার গর্ব, বাংলার প্রতিটি মায়ের গর্ব, বঙ্গ-জননীর গর্ব, ভারতের গর্ব!

[সারা মুখখানি আঁচল দিয়ে পরম স্নেহে মুছিয়ে দিলেন। প্রণাম করে বিনয়। এগিয়ে যায়। সঙ্গে চলেন সরযূ দেবী।]

রসময়। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

সকলে। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

[বলতে বলতে সকলের প্রস্থান।

—পনেরো—

রাইটার্স বিল্ডিংস—সিম্পসনের ঘর।

বিনয়, বাদল ও দীনেশের ইউরোপীয়ান পোষাকে পর পর প্রবেশ। বিনয় একদিকে ঘুরে দাঁড়ায়, দীনেশ ও বাদল ঘুরে তাকে অভিবাদন করে।

বিনয়। বাদল! দীনেশ!

বাদল ও দীনেশ। ইয়েস স্যার!

বিনয়। তোমরা প্রস্তুত?

বাদল। আমরা প্রস্তুত স্যার!

বিনয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা সৈনিক। পিস্তলের প্রতিটি গুলির আমাদের সদ্ব্যবহার করতে হবে। শুধু শেষ গুলিটা নিজেদের ভাগ্য-বিচারের জন্য রেখে দেবে।

দীনেশ ও বাদল। ইয়েস স্যার!

বিনয়। পটাসিয়াম সায়েনায়েডের অ্যাম্পুল ঠিক আছে? পরীক্ষা কর।

দীনেশ ও বাদল। [পরীক্ষা করে] ঠিক আছে।

বিনয়। আমাদের প্রথম লক্ষ্য—সিম্পসন। এই আমাদের দলের নির্দেশ। দলের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে, এস আমরা আমাদের কাজ আরম্ভ করি। সরে এস—ওই সিম্পসন আসছে।

[ওরা একপাশে সরে যায়]

কথা বলতে বলতে সিম্পসন ও জ্ঞান গুহের প্রবেশ।

সিম্পসন। জ্ঞানবাবু, আজ বিশেষ কোন ফাইল আছে নাকি?

হোয়াটস্ দ্যাট্? তোমরা কারা? কারা তোমরা—না ব'লে ঘরে ঢুকেছ? কারা তোমরা? বেরিয়ে যাও! বেয়ারা—

বিনয়। আর বেয়ারা নয়।

সিম্পসন। [চিৎকার করে] বেরিয়ে যাও বলছি! কেন এসেছ? কারা তোমরা?

বিনয়। আমরা তোমার যম। ফায়ার—

[তিনজন একসঙ্গে পিস্তল বের করে গুলি করে। 'ও গড!' বলে সিম্পসন লুটিয়ে পড়ে। খুন খুন বলে জ্ঞান গুহ পালিয়ে যায়। চারিদিকে তুমুল চিৎকার—খুন! খুন!]

[তিনজনের প্রস্থান।

[নেপথ্যে—খুন! খুন! murder! murder! help! help! প্রভৃতি শব্দ ও একই সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' ও পিস্তলের শব্দ।]

উদ্যত পিস্তল হাতে দ্রুত টেগার্টের প্রবেশ।

[বাইরে পিস্তলের আওয়াজ চলতে থাকে]

টেগার্ট। কি সাংঘাতিক! কিছুতেই ওদের গুলির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারছে না। ওই—ওই ওরা পাসপোর্ট অফিসের দিকে এগিয়ে চলেছে! ওই—ওই পাসপোর্ট অফিস ওরা তছনছ্ করে ফেলছে! কি সর্বনাশ! নেলসন্ পাইপ বেয়ে ভয়ে পালাচ্ছে! আই মাষ্ট প্রটেক্ট হিম্। কল গুর্খা রেজিমেণ্ট অ্যাট্ ওয়ান্স।

[পিস্তলের গুলি করে টেগার্ট প্রস্থান করে। এর মধ্যে সিম্পসনকে বাইরে নিয়ে যায়।]

বিনয়-বাদল-দীনেশের দ্রুত প্রবেশ।

বিনয়। পাসপোর্ট অফিস গুলির আঘাতে আমরা চূর্ণ করেছি।

গুলি খেয়ে নেলসন্ পালিয়েছে। ওই গর্ডন, মার—মার গুলি দীনেশ। ওই জোন্স, ওই কার্ট পালাচ্ছে, মার—মার ওদের, ওই বুঝি টেগার্ট—এগিয়ে চল—এগিয়ে চল, ফায়ার—ফায়ার!

[গুলি করিতে করিতে তিনজনের প্রস্থান।

দ্রুত টেগার্টের প্রবেশ।

টেগার্ট। এতটুকু কেউ এগোতে পারছে না। অনেকেই আহত। সিম্পসন ইজ ডেড্। কি দুঃসাহস এদের! ব্রড ডে-লাইটে এরা গোটা রাইটার্স বিল্ডিংটা কাঁপিয়ে তুলেছে! ঘরে ঘরে হানা দিচ্ছে। ওদের মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণের এতটুকু বিরাম নেই। ওই—ওই গুর্খা রেজিমেণ্ট এসে পড়েছে। [রাইফেলের আওয়াজ] অ্যাডভান্স! অ্যাডভান্স!

[প্রস্থান।

ভিন্ন পথে বিনয়, বাদল ও দীনেশের প্রবেশ।

বিনয়। দীনেশ! বাদল! আমরা গুর্খা সৈন্য দিয়ে পরিবেষ্টিত। তবু আমরা এগিয়ে যাব। মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত সৈনিক আমরা। ওই—ওই টেগার্ট, গুলি কর বাদল—গুলি কর দীনেশ!

বাদল। আমার আর গুলি নেই বিনয়দা।

বিনয়। সেকি!

[এমন সময় একটা গুলি এসে লাগে দীনেশের বাঁ হাতে।]

দীনেশ। আঃ! একটা গুলি লাগল হাতে মেজর। তবু যুদ্ধ আমি ঠিকই করে যাব। আমারও গুলি প্রায় শেষ হতে চলেছে।

বিনয়। আমারও অবস্থা তাই।

দীনেশ। কি হবে তবে?

বিনয়। বীরের মত মরতে হবে। ইংরেজের হাতে ধরা আমরা কিছুতেই দেব না। দীনেশ, বাদল—

দীনেশ ও বাদল। আমরা প্রস্তুত মেজর!

বিনয়। ক্যাপটেন দীনেশ! লেফটেন্যাণ্ট বাদল! পটাসিয়াম সাইনায়েডের অ্যাম্পুল রেডি রাখো। চল—সামনে ওই ঘরে।

বিনয়
বাদল } বন্দে মাতরম্!
দীনেশ

[তিনজনের প্রস্থান।

[নেপথ্যে গুলির আওয়াজ। বহু কণ্ঠে চীৎকার ও
মাঝে মাঝে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি।]

টেগার্টের প্রবেশ।

টেগার্ট। কি সাংঘাতিক ওরা! গুর্খা রেজিমেণ্টের সঙ্গে সমানে গুলি চালাচ্ছে! বাঙালী ছেলেরা যে এমন মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করতে পারে—ধারণা করতে পারা যায় না। ওই—ওই ওরা একটা ঘরে ঢুকে গেল। Thats all right. [দ্যাট্স অল রাইট] লেট মি ফলো দেম—লেট মি ফলো দেম! [প্রস্থান।

[নেপথ্যে পিস্তলের আওয়াজ ও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি হতে থাকে]

———

—ষোলো—

রাজেনবাবুর বাড়ী।

সরযূ দেবী ও রাজেনবাবুর প্রবেশ। রাজেনবাবুর হাতে একখানা খবরের কাগজ।

সরযূ। [অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে] তুমি পড়, তুমি পড়, আমি শুনতে পারব। বিনয় ঠাকুরপোর কথা, বাদল-দীনেশের কথা, তুমি পড়। ওদের কথা যে আমি ভুলতে পারছি না গো! কেমন করে ভুলবো? এই ত কাল সকালেও বিনয় ঠাকুরপো আমার হাতের রান্না—না-না, তুমি পড়।

[রাজেনবাবু ও সরযূ চোখের জল মোছেন।

রাজেনবাবু কাগজ পড়েন।]

রাজেন। রাইটার্স বিল্ডিংস-এ সিম্পসন খুন। বাঙালী যুবকদের দুঃসাহসিক অভিযান। গতকল্য ৮ই ডিসেম্বর বেলা ১২টার সময় তিনটি বাঙালী যুবক—নাম বিনয়, দীনেশ ও এক অজ্ঞাতনামা তরুণ, রাইটার্স বিল্ডিংস-এ কারা-বিভাগের আই. জি. কর্নেল সিম্পসনকে তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া হত্যা করিয়াছে। আততায়ীদের গুলিতে অনেক ইংরেজ সাহেব আহত হন। মুহূর্তে 'অলিন্দ-যুদ্ধ' আরম্ভ হয়। টেগার্ট সাহেব আসিয়াও উঁহাদের গুলির আঘাতে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন। অতঃপর গুর্খা সৈন্য আসে, তবু বীরের মত যুদ্ধ করিতে থাকে বিনয়, দীনেশ ও সেই অজ্ঞাতনামা যুবক।

সুপতির প্রবেশ ; তাঁর হাতে কাগজ।

সুপতি। তারপর—সেই অজ্ঞাতনামা যুবকের পিস্তলে আর গুলি থাকে না।

নিকুঞ্জের প্রবেশ ; তাঁর হাতেও কাগজ।

নিকুঞ্জ। বিনয় ও দীনেশের পিস্তলে একটা করে গুলি থাকে। তারা আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্দেশ ছিল—ওরা শত্রুর হাতে ধরা দেবে না।

রাজেন। তাই তারা পটাসিয়াম সাইনায়েডের অ্যাম্পুল তিন-জনই খেয়ে ফেলে। অজ্ঞাতনামা যুবক সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে।

স্বপতি। আর বিনয়, দীনেশ তাদের শেষ গুলি দিয়ে. তাদের কণ্ঠনালী ভেদ করে। বিনয় ও দীনেশকে অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে যায় ওরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে ওরা দুজনেই জ্ঞান ফিরে পেয়েছে।

নিকুঞ্জ। জবানবন্দীতে বিনয় বলেছে, সে-ই নাকি লোম্যানের হত্যাকারী।

স্বপতি। বৌদি, আজ আপনি চোখের জল ফেলবেন না। আপনারা যদি ছেলেদের সাজিয়ে-গুছিয়ে যুদ্ধে না পাঠান, তবে ভারত পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলবে কেমন করে ? বিনয়, বাদল, দীনেশ—ওরা আমাদের গর্ব, আমাদের জাতির গর্ব, আমাদের দেশের গর্ব।

সরযূ। সবই ত বুঝি ঠাকুরপো। তবু তো মন মানে না। বিনয় ঠাকুরপো ছিল আমার কাছে, দেখেছি তাকে, আর অবাক হয়ে গেছি। বলে—কাজ পেয়েছি বৌদি, মনের মত কাজ পেয়েছি, আর একদিনও দেরী আমার সইছে না।

স্বপতি। ভয় কি ? ওরা ইস্পাতে গড়া মৃত্যু-পাগল বাংলার দামাল ছেলে। স্বাধীনতা সংগ্রামে এমন অনেক বিনয়-দীনেশকে প্রাণ দিতে হবে। আজ বাদল গেছে। বিনয়, দীনেশ যদি প্রাণ

ফিরেও পায়, তবু ইংরেজ ওদের বাঁচতে দেবে না। আদালতে বিচার করবে, ওদের ফাঁসি দেবে। এমনি করে আরও কত মায়ের যে কোল শূন্য হবে কে জানে?

রাজেন। মরতে ত হবেই, না হলে দেশ কি এমনি স্বাধীন হবে? কত মাকে যে তোমার মত অব্যক্ত বেদনা সইতে হয়েছে, সইতে হবে—

নিকুঞ্জ। বৌদি, আপনি ওদের আশীর্বাদ করুন—বিনয়, দীনেশ দু'জনেই যেন হাসপাতালে মারা যায়।

সরযূ। না-না-না, ওকথা তুমি ব'লো না ঠাকুরপো। ওকথা আমি কেমন ক'রে উচ্চারণ করবো? আমি যে মা—আমি যে মা—

[প্রস্থান।

রাজেন। সুপতি! বিনয়, বাদল, দীনেশকে আমরা হারালাম বটে, কিন্তু নতুন কর্মধারা গ্রহণ করে আমাদেরই আজ সামনে এসে দাঁড়াতে হবে। দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়েই আমাদের নতুন প্রভাতের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

সুপতি। রাজেনদা!

রাজেন। বিনয়, বাদল, দীনেশকে আমরা বাঁচাতে পারলাম না। কিন্তু আমাদের পরাধীন জাতিকে বাঁচার পথে এতটুকু এগিয়ে দিতে পেরেছি। একি কম কথা ভাই? মরতে আমাদের হবেই। তাই একটি কথা তোমাদের বলি—বিনয়স ব্লাড বেকনস ফর মোর ব্লাড। বিনয়ের রক্ত আরও রক্ত চায়।

সুপতি। নিকুঞ্জ! রাজেনদার কথায় যে ইঙ্গিত আছে, তার যোগ্য রূপায়ণে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। সারা কলকাতা শহর ছেয়ে ফেলতে হবে রক্তে রাঙা লাল পোষ্টারে ও হ্যাণ্ডবিলে।

আর তাতে লিখে দিতে হবে 'বিনয়ের রক্ত আরও রক্ত চায়।' রাজেনদা—

রাজেন। আমি এর দায়িত্ব নিলাম। বিনয়স ব্লাড, বেকনস কর মোর ব্লাড।

[প্রস্থান।

নিকুঞ্জ। সারা কলকাতা শহর এই ইস্তাহারে ছেয়ে যাবে সুপতি। বিনয়, বাদল, দীনেশের রক্তের বদলে আরও রক্ত আমরা চাই—আরও রক্ত আমরা চাই! [প্রস্থান।

সুপতি। হ্যাঁ, আরও রক্ত আমরা চাই। রক্তের বদলে রক্ত। বিনয়, বাদল, দীনেশ—সুপতিদা ব'লে আর আমার কাছে আসবে না, বলবে না—নির্দেশ দাও সুপতিদা, নির্দেশ দাও! [জল আসে চোখে] না, এই চোখে এক ফোঁটা জল আস্‌বে না। না—আস্‌বে না। কেন আস্‌বে জল? ওরা যে অমৃতের সন্তান, ওরা মরে না—কোনদিন মরবে না। গুড্ লাক বিনয়, গুড্ লাক বাদল, গুড্ লাক দীনেশ। লং লিভ রেভ্যুলিউসন—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! [প্রস্থান।

———

—সতেরো—

হাসপাতাল।

[হাসপাতালের একটি আলাদা ঘর   হেলান-দেওয়া হাসপাতালের খাট। বিনয়কে ষ্ট্রেচারে নিয়ে আসা হলো, এবং খাটে শুইয়ে রাখা হোলো।   বিনয়ের মাথায় ব্যাণ্ডেজ।]

নার্স ও ডাক্তারের প্রবেশ।   বিনয়কে পরীক্ষা করেন ডাক্তার।

ডাক্তার। আজ এখন কিছুটা ভাল মনে হয়।

বিনয়। দীনেশ কেমন আছে? [জড়িত কণ্ঠে]

ডাক্তার। ভাল, হয়তো সেরে উঠতে পারেন। আপনিও ভাল হয়ে যাবেন।

বিনয়। আমি ভাল হতে চাই না। ভাল আমি হবো না। আমাকে এ ঘরে আনা হলো কেন?

ডাক্তার। ওই যে টেগার্ট সাহেব আসছেন। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন।

বিনয়। ও—

টেগার্টের প্রবেশ।

টেগার্ট। এই ঘরে রাখা হয়েছে? দ্যাটস্ গুড্। ডাক্তার, আপনারা বাইরে যান। প্রয়োজন হলে ডাকবো।

[ডাক্তার ও নার্সের প্রস্থান।

টেগার্ট। তোমার নাম বিনয়কৃষ্ণ বোস? [বিনয় নীরব] কোথা

থেকে আসা হয়েছে? [বিনয় নীরব] কোথায় থাকা হয়? [বিনয় নীরব] তুমিই ত মিঃ লোম্যানকে খুন করেছ? [বিনয় নীরব] কথা বল বলছি! না হ'লে আহত হয়েছো বলে ক্ষমা করবো না। আর আহত ত আমরা করিনি। কথার উত্তর দাও, উত্তর দাও বলছি! তুমি কোন দলে যুক্ত আছ? কে তোমাদের দলপতি? কোথায় তোমাদের আড্ডাবাড়ী? ঢাকা থেকে পালিয়ে এসে তুমি কোথায় ছিলে? [বিনয় নীরব] কিছুই তুমি বলবে না? বেশ—যে হাত দিয়ে তুমি পিস্তল ছুঁড়েছ, হত্যা করেছো লোম্যানকে, হত্যা করেছো সিম্পসনকে—সেই হাত আমি বুটের আঘাতে থেঁত্‌লে দেব। বলবে কিনা বল?

বিনয়। [একটু জোরে] না। আই শ্যাল নট স্পিক এ সিঙ্গল ওয়ার্ড টু ইউ।

টেগার্ট। বলো বলছি!

বিনয়। আই হ্যাভ সেভড্‌ ইওর ফাইভ থাউজ্যাণ্ড রুপিস্‌ অ্যাণ্ড হোয়াট মোর ডু ইউ এক্সপেক্ট ফ্রম মি? আমি তোমাদের পাঁচ হাজার টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছি. এর চেয়ে আর কি তুমি আমার কাছে আশা কর?

টেগার্ট। বেশ, তাহলে দেখ—

[টুলের উপরে বিনয়ের ডান হাতখানা রেখে ডান পা দিয়ে জোরে চেপে ধরে টেগার্ট সাহেব। জুতায় নাল বসান। সেই নাল দেখতে পায় সকলে। হাতের উপরে পা দিয়ে জোরে চাপ দিল টেগার্ট, বিনয় ঠোঁট চেপে সহ্য করে।]

এখনও বল বলছি! এখনও চুপ? বেশ, এইবার বাঁ হাত। [পূর্ববৎ

বাঁ হাতে জুতো দিয়ে চাপ দেয় টেগার্ট।] তবু কিছু বলবে না?
তবু, তবু না? [জুতোর চাপ বেশী দেয়] ডাক্তার—

ডাক্তার ও নার্সের প্রবেশ।

টেগার্ট। লুক অ্যাট হিজ হ্যাণ্ডস। দেখ ওর হাত।

[প্রস্থান।

[ডাক্তার ও নার্স হাত দেখে শিউরে ওঠে।]

ডাক্তার। নার্স, জলদি—ব্যাণ্ডেজ আর গরম জল, তুলো, বোরিক। ইস্! [নার্সের প্রস্থান। হাত দিয়ে রক্ত পড়ছিল, ডাক্তার দেখে।] হরিবল্! কাওয়ার্ড বর্বর ইংরেজের একি পৈশাচিক আচরণ! সেম—সেম!

যন্ত্রপাতি নিয়ে নার্সের পুনঃ প্রবেশ।

ডাক্তার। [ব্যাণ্ডেজ করে]। ওকে একটু সুস্থ থাকতে দাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিনয়। [হাত দু'খানি উঠিয়ে দেখে] শয়তান ইংরেজ! তোর এই পাপের রাজত্বে আমাকে বাঁচিয়ে, আমাকে ফাঁসি দিবি? তাই তোর ইচ্ছে—না? বিচারের ভণ্ডামি দেখিয়ে ফাঁসি দিবি—না? না—তা আমি হ'তে দেবো না রে। ওরে কাপুরুষ ইংরেজ সরকার! তোর হাসপাতালের চিকিৎসাও আমি চাই না—চাই না!

[হঠাৎ উঠে বসে, মুখ দিয়ে হাতের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে দেয়। তারপর ওই থেঁতলান হাত দিয়ে মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে ক্ষতের মধ্যে আঙুল দিয়ে ক্ষত তছনছ করে দেয়।]

বিনয়। মা—মা—মা—[চীৎকার করে শুয়ে পড়ে]

ডাক্তার ও নার্সের দ্রুত প্রবেশ।

ডাক্তার। একি সর্বনাশ করেছেন আপনি? একি করেছেন? এ যে সেপটিক হয়ে যাবে! বিষাক্ত হয়ে যাবে! [আবার ব্যাণ্ডেজ বাঁধে] এই ওষুধটা খান।

বিনয়। না। আমি আর ওষুধ খাবো না। বাদল চলে গেল, দীনেশ আহত। এই বর্বর ইংরেজ শাসনে আর আমি বাঁচতে চাইনে—আর আমি বাঁচতে চাইনে। [জোরে] বাঁচবো না—[ঢলে পড়ে।]

নার্স। ডাক্তারবাবু! একি হলো?

ডাক্তার। জোরে কথা বলেছেন ত—ব্রেনে আঘাত লেগেছে। [ইন্জেকসন দিলেন]

বিনয়। [উঠে পড়ে] ওই—ওই টেগার্ট পালাচ্ছে! বাদল, গুলি কর! পালিয়ে গেল—না? হাঃ হাঃ-হাঃ! এমনি করেই একদিন ভারত ছেড়ে ওদের পালাতে হবে। এমনি করেই মেরে মেরে, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, গাধার পিঠে চড়িয়ে আমরা ওদের বাংলা থেকে তাড়াব। ভারত থেকে তাড়াব। জাহাজে চড়িয়ে সাগর পার করে দিয়ে আসবো। তাই না বাদল? তাই না দীনেশ? [অচেতন হয়ে পড়ে।]

ডাক্তার। পুরো ডিলিরিয়াম। আর কোন আশা নেই। নার্স! ওকে এবার একবার অপারেশন টেবিলে নিয়ে যেতে হবে। দেখি একবার শেষ চেষ্টা করে। ষ্ট্রেচার—[ষ্ট্রেচার নিয়ে আসে ওয়ার্ডাররা এবং তাতে ওঠায়।] নার্স! আপনি ওর সঙ্গে যান, আমি আসছি।

নার্স। ঠিক আছে।

[ওরা বিনয়কে নিয়ে যায়।]

ডাক্তার। বীর বিনয় বোস দেশের গৌরব, জাতির গৌরব। ইংরেজ ওকে বাঁচিয়ে ফাঁসি দেবে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে বিচারের প্রহসন করে। আমি তা হতে দেব না। না-না, যে ডিলিরিয়াম ওর আরম্ভ হয়েছে, ওই ডিলিরিয়ামকে আমি আরও প্রকট করে দেব। ওর গৌরবের মহামৃত্যু থেকে ওকে বঞ্চিত করে, ফাঁসির মঞ্চে ওকে মরতে দেব না।

[প্রস্থান।

—আঠারো—

আলিপুর জেল—সেল।

দীনেশের প্রবেশ।

দীনেশ। রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো,
এবার রাঙিয়ে দিয়ে যাও।
এবার যাবার আগে,
তোমার আপন রাগে, গোপন রাগে,
তোমার তরুণ হাসির অরুণ-রাগে,
অশ্রুজলের করুণ-রাগে,
যাবার আগে, যাও গো আমায়
জাগিয়ে দিয়ে যাও।

বিপ্লবী রামকৃষ্ণকে বন্দী করে রেখেছে পাশের সেলে। বিচারপতি পার্লিকের রায় এখনও বের হয়নি। বিচারে আমারও ফাঁসি হবে। আমার ফাঁসি, ব্রিটিশের বিচারে, দেশদ্রোহিতার অপরাধে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—[চীৎকার করে] আমারও ফাঁসি হবে, জানিস, জানিস রামকৃষ্ণ—আমারও ফাঁসি হবে রে। বাঃ—এক ফালি রাঙ্গা রৌদ্র ঘুলঘুলি দিয়ে এসেছে আমার সেলে। আমার জীবনের শেষ রৌদ্র-রেখা। রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার—যাবার আগে,—কে?

ওয়ার্ডার-সহ মিঃ টেগার্ট ও ডাক্তারের প্রবেশ।

টেগার্ট। যাকে অনেক চেষ্টা করেও সন্ত্রাসবাদীরা মারতে পারেনি, আমি সেই চার্লস টেগার্ট। ডাক্তার—

ডাক্তার। ইয়েস স্যার!

টেগার্ট। ওকে পরীক্ষা কর। ওকে কিছু ইনট্রোগেশান করার আছে।

ডাক্তার। [পরীক্ষা করে] হি ইজ অলরাইট স্যার!

টেগার্ট। দীনেশ!

দীনেশ। বলুন—দীনেশবাবু।

টেগার্ট। ওঃ—আচ্ছা। দীনেশবাবু, যে বিপ্লবী দলের প্ররোচনায় আপনারা এই হীন কাজ করতে পেরেছেন, সেই দলের নাম কি?

দীনেশ। জানি না।

টেগার্ট। জানেন না? না—বলবেন না?

দীনেশ। ফাঁসির দড়ি যার গলায় ঝুলছে, তাকে আপনি ভয় দেখিয়ে আপনার কথা আদায় করে নেবেন?

টেগার্ট। না, যদি আপনি বলতেন, আপনার মুক্তির কথা আমরা চিন্তা করতে পারতাম।

দীনেশ। মুক্তি? হাঃ-হাঃ-হাঃ! আপনি আমাকে মুক্তি দিতে চান টেগার্ট সাহেব? তাই যদি দিতে চান, তবে দিন না আমার ফাঁসিটা এখুনি—এই মুহূর্তে। বৃটিশের এই ঘৃণ্য কারাগার থেকে, তার বিচারের প্রহসন থেকে আমি মুক্তি পেতে পারি।

টেগার্ট। তুমি যদি আমার কথার উত্তর না দাও, তোমার উপরে আমি অত্যাচার করতে বাধ্য হব।

দীনেশ। কি সে অত্যাচার?

টেগার্ট। যেমন করে বিনয় বোসের হাত আমি বুটের তলায় পিষে থেঁতলে দিয়েছিলাম, তোমাকেও তাই দেবো।

দীনেশ। তোমার কোন কথার উত্তর আমি দেব না টেগার্ট! তুমি যখন আবার আমাকে 'তুমি' বলেছ—আমিও তোমাকে তুমি বললাম। আমরা পরাধীন জাত কিনা—তাই চাকরের মর্যাদা দিতেই তোমরা ব্যস্ত।

টেগার্ট। চুপ কর! ওয়ার্ডার, রসসি লে আও—

দীনেশ। মাথায় দড়ি দেবে? মাথায়? মাথায় ত আমি নিজেই গুলি করেছিলাম, মনে নেই তোমার টেগার্ট সাহেব?

টেগার্ট। এই, রস্‌সি লাগাও—

[ওয়ার্ডার রস্‌সি লাগায় মাথায়। টেগার্ট নির্দেশ দেয়, রস্‌সি ক্রমশঃ টাইট করে। চীৎকার করে ওঠে দীনেশ। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বলে ওঠেন।]

ডাক্তার। একি করছেন, মরে যাবে যে!

টেগার্ট। অ্যাঁ?

ডাক্তার। ওকে না বাঁচিয়ে রাখতে হবে?

টেগার্ট। রস্‌সি খুলে দাও—[রস্‌সি খুলে দেয় ওয়ার্ডার।]

ডাক্তার। একটু জল দিলে হয়।

টেগার্ট। ওয়ার্ডার, জল নিয়ে এস।

[ওয়ার্ডারের প্রস্থান ।

ডাক্তার। একটু জল খাবেন দীনেশবাবু?

দীনেশ। জল? হ্যাঁ—গলাটা শুকিয়ে গেছে। কথা বলতে পারছি না।

জল নিয়ে ওয়ার্ডারের প্রবেশ।

[ডাক্তার দীনেশের মুখের কাছে জল তুলে ধরে, ঠিক সেই সময়ে টেগার্ট থাবা মেরে জল ফেলে দেয়।]

টেগার্ট। হাঃ-হাঃ-হাঃ—জল—এস ডাক্তার।

[প্রস্থান।

ডাক্তার। দীনেশবাবু, এই ওষুধটি আপনি খান; মাথার যন্ত্রণা একেবারে কমে যাবে। আমি ইংরেজের চাকর বলে আপনি আমাকে ঘৃণা করেন ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি বাঙালী, বাঙালীকে আমি ভালবাসি, এই দাবীটুকু নিয়েই এই ওষুধটুকু আপনাকে খেতে বলছি।

দীনেশ। দিন, জানেন তো—বৃটিশ বিচারের প্রহসনে আমার ফাঁসি হবে।

ডাক্তার। জানি, বৃটিশ শাসনের সেই কলঙ্কময় মুহূর্তে আমাকেও থাকতে হবে—আপনি একেবারে মরে গেছেন কিনা তার রিপোর্ট দিতে। দীনেশবাবু, আপনি বীর, আপনি অমৃত পথের যাত্রী। তবু, এই নর-পিশাচদের সহকারী, আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

[রুমালে চোখ মুছতে মুছতে প্রস্থান ।

দীনেশ।　　আপন রাগে, গোপন রাগে,
অশ্রুজলের করুণ রাগে
যাবার আগে যাও গো আমায়
জাগিয়ে দিয়ে যাও।

খুকি দিদিকে চিঠি দিয়েছিলাম, লিখেছিলাম—ভালবাসা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিস। তারই সরস রসে সিঞ্চিত হয়ে মানুষ অকাতরে মরতে পারে। ভালবাসার কোন হিসেব নেই। এই ত ভগবান, তার বিচার ঠিকই চলে। তিনি আমাদের নিয়ে পুতুল-নাচ নাচান। তাঁকে বুঝতে চাই না বলেই মৃত্যুভয়। এই মৃত্যুকে আমাদের জয় করতে হবে। তবেই ত পাব আমরা মহাজীবন।

ওয়ার্ডারের প্রবেশ।

ওয়ার্ডার। বাবুজী, আদালত যানে পড়েগা—আইয়ে।

দীনেশ। আদালত—আদালতে যেতে হবে? আজ রায় হবে না? জানি ত কি সে রায়, কি সে রায়। চল—[ফিরে দাঁড়িয়ে]

এ ত ভালবাসা নয় গো—
এ যে তোমার তরবারি;
জ্বলে ওঠে আগুন যেন বজ্রসম ভারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

—উনিশ—

ফাঁসির মঞ্চ।

অগ্রে টেগার্ট, জেল সুপার, ম্যাজিষ্ট্রেট, আসামীর পোষাকে দীনেশ, ডাক্তার, জহ্লাদ ও কনষ্টেবলের প্রবেশ।

দীনেশ। বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্!

[নেপথ্যে জেলের অন্যান্য বন্দীরা প্রতিধ্বনি করে:
বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্!]

ম্যাজিষ্ট্রেট। জহ্লাদ, ফাঁসির দড়ি মঞ্চ—সব ভাল করে পরীক্ষা কর।

জহ্লাদ। [দড়ি ইত্যাদি পরীক্ষা করে।] ঠিক আছে হুজুর।

ম্যাজিষ্ট্রেট। ঠিক আছে?

জহ্লাদ। হ্যাঁ হুজুর।

ম্যাজিষ্ট্রেট। ডাক্তারবাবু—কয়েদী দীনেশ গুপ্তকে পরীক্ষা করুন।

ডাক্তার। [দীনেশকে পরীক্ষা করেন।] হি ইজ পারফেকট্লি ওয়েল। ইনি সম্পূর্ণ সুস্থ।

ম্যাজিষ্ট্রেট। [ঘড়ি দেখে] আসামীর মৃত্যু-সময় আসন্ন। তার পূর্বে জিজ্ঞাসা করি, দীনেশবাবু, এই সময়ে আপনার যদি কোন অন্তিম ইচ্ছা থাকে, বা যদি কিছু বলতে চান, আপনি সংক্ষেপে তা ব্যক্ত করতে পারেন।

দীনেশ। জেল-সুপারকে যে চিঠি তিনখানি দিয়েছি, যথা সময়ে তা যেন পোষ্ট করে দেন।

টেগার্ট। কার কাছে লেখা সে চিঠি?

[কোন উত্তর দেয় না দীনেশ।]

ম্যাজিষ্ট্রেট। ও চিঠি আপনি কার কাছে লিখেছেন?

দীনেশ। আমার বৌদি, মনি-দি আর খুকি-দিকে।

ম্যাজিষ্ট্রেট। কি আছে ওই চিঠিতে?

দীনেশ। কি আছে?

"পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।
অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী,
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশী;
প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি,
নিভিয়া গেল কোণের বাতি;
ডেকেছে ডাক চলেছি আমি তাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট। ডাক্তারবাবু, সময় রাখুন। দীনেশবাবু, কারা-বিভাগের ইনেসপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসনের হত্যা অপরাধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ আই, পি, সি, এই ধারা অনুযায়ী মহামান্য হাইকোর্ট গঠিত স্পেশাল ট্রাইবুনাল আপনার উপরে ফাঁসির দণ্ডাদেশ বহাল করিয়াছেন। আজ ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই সকাল ৬ ঘটিকায় এই দণ্ডাদেশ প্রতিপালিত হবে। ঈশ্বর—এই কঠিন দায়িত্ব পালন করিতে আমাদের সহায় হউন!

দীনেশ। [হাসিমুখে] বন্দে মাতরম! বন্দে মাতরম!

ম্যাজিস্ট্রেট। সময় হ'য়ে এল। জল্লাদ, কালো কাপড় মাথায় পরিয়ে দাও।

দীনেশ। কালো কাপড় মাথায় পরাতে হবে না। ফাঁসির দড়ি আমি নিজেই গলায় পরিয়ে নিতে পারবো।

[ফাঁসির মঞ্চে মুহূর্তে লাফ দিয়ে উঠে যায় দীনেশ। ফাঁসির দড়ি মাথা গলিয়ে পরে নেয় এবং দুই হাতে ধরে বলে]

দীনেশ। বিদায় বাংলা, বিদায় ভারত! বিদায় আমার বাঙালী মা, আমার বাঙালী ভাই-বোনেরা বিদায়! বিদায় দাও মাগো, আমার মা-মণি, মনি-দি, খুকি-দি, বিদায় দাও দাদা, বিদায় দাও বৌদি! দেশের জন্যে মরতে চলেছি, এ ত আমার মৃত্যু নয়, এ আমার গৌরব। ইংরেজকে মারতে পেরেছি—ওই ইংরেজ আমার দেশের শত্রু, বাঙালীর শত্রু। ওই শত্রুকে আমাদের ভারত থেকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। সেই মুক্তিযজ্ঞে প্রাণ আহুতি দিয়েছে হাজার হাজার বাঙালীর কিশোর তরুণ, প্রাণ আহুতি দিয়েছে বিনয় বাদল, প্রাণ আহুতি দেবো আমি। কোন দুঃখ নেই, শুধু একটি মাত্র অনুরোধ, একটি মাত্র প্রার্থনা—ভাইসব! ওই স্বেচ্ছাচারী, প্রতিক্রিয়াশীল, দাম্ভিক ইংরেজকে তোমরা ক্ষমা ক'রো না: ক্ষমা ক'রো না ওই নর-পিশাচ, সাম্রাজ্যলোভী, নারী-শিশু-হত্যাকারী, বেইমান, শয়তান ইংরেজকে। বিদায়—ভাইসব, বিদায়! বন্দে মাতরম! বন্দে মাতরম! বন্দে মাতরম!

[নির্ভয়ে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে—ঝুলে পড়ে। দড়িতে টান পড়ে। দীনেশ মহাজীবন লাভ করে। ঢং ঢং করে ঘড়িতে ৬টা বাজে।]

—যবনিকা—